সংকলন
আবু মুহাম্মাদ নাঈম
আবু যারীফ

সম্পাদনা
শোআইব আহমাদ

অর্পণ

মিছে দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যাওয়া বোনদের প্রতি।
আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হিদায়াত দিন।

সূচিপত্র

সংকলকের কথা

হে আমার বোন! যখন আমি আপনাকে এসব কথা লিখছি, তখন আমি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিচ্ছি—আপনি এসব কর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমি জানি—আপনি গান শোনেন না। আমি জানি—আপনি অশ্লীল কাজ-কর্মে লিপ্ত নন। তবে আপনাকে বলছি এ জন্যে যে—আপনি যেনো অন্যকে বলতে পারেন। অন্যকে ফেরাতে পারেন। সৎকর্মে নির্দেশনা দিতে পারেন আর অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারেন। যেনো আপনি বীরঙ্গনা হতে পারেন। কখনো যেনো শয়তান আপনার কাছে ভিড়তে না পারে। কুমন্ত্রণা দিতে না পারে ও ভীতসন্ত্রস্ত করতে না পারে। আপনার এ কথা মনে রাখতে হবে যে—আপনিই হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আপনি উম্মতে মুহাম্মাদির গর্ব। আপনি না থাকলে হয়তো এই দুনিয়া এতো সুন্দর হতো না। দুনিয়ার সৌন্দর্যগুলো পূর্ণতা পেত না। আর আপনিই হলেন শান্তির প্রতীক। কারোর দুঃস্বপ্নময় জীবন সুখময় হয়ে ওঠে আপনার পরশে। কারোর ব্যথিত হৃদয় আনন্দে ভরে যায় আপনার ছোঁয়ায়। পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে আপনার জুড়ি নেই। মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এ ধরার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হিসেবে।

আবু মুহাম্মাদ নাঈম

চাকচিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন না

হে আমার বোন! পৃথিবীর চাকচিক্য ও সৌন্দর্যে আপনি হারিয়ে যাবেন না। ভুলে যাবেন না আত্মপরিচয়। মনে রাখবেন, এই সৌন্দর্য ও ভোগবাদিতার পেছনে লুকিয়ে আছে তিক্ত বাস্তবতা। এসব চাকচিক্য ও খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে আছে ধ্বংসাত্মক নোংরামি। এজীবন শুধু ভোগের জন্য নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অনেক মূল্য রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণের হিসাব আপনাকে দিতে হবে। সামনে আমাদের অনন্ত জীবন। এ জীবন সেই অনন্ত জীবনের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। এখানে শুধু পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে সেই অনন্ত জীবনের জন্য, যেখানে কেউ কারো উপকার করবে না। এ সংগ্রহশালায় আপনার সঞ্চয় খরচ করবেন না। নতুবা অনন্ত জীবনে আপনি হবেন নিঃস্ব। তখন শত আফসোস করেও কোন লাভ হবেনা। আপনি তখন সেই অসহায় মুসাফিরের মত হয়ে পড়বেন, যাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু যাত্রার শুরুতেই যে সফরের পাথেয় শেষ করে ফেলেছেন।

এই যে আপনার শরীর, রূপ-সৌন্দর্য ও চেহারার লাবণ্য—তা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। একদিন আপনার এই রূপ-সৌন্দর্য, লাবণ্যতা ও জৌলুস সময়ের পরিক্রমায় তা হারিয়ে যাবে। ত্বকে ভাঁজ পড়বে, চামড়াটা কোঁচকে যাবে। এই স্বাদের রূপ-যৌবনে ভাটা আসবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপনি একবার ভাবুন, আপনার নানী দাদীর কথা! এককালের বিশ্ব সুন্দরীদের কথা। তারাও তো লাবণ্যময় রূপবতী ছিল। রূপের আগুনে ঝলসে দিয়েছিল পৃথিবীকে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য আজ কোথায়? কিছুই নেই। সবই বিলীন হয়ে গেছে। নশ্বর পৃথিবীর চিরন্তন সত্যের কাছে সবাইকে হার মানতে হয়েছে।

পর্দাই আপনাকে নিরাপদ রাখবে

হে বোন! পর্দা ব্যবস্থা ও বোরকাকে আপনি মনে করেন গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ও নারীর অধিকার হরণ। এমনটি মনে করে থাকলে আপনি ভুল করছেন। নারীর প্রকৃত সম্মান, সত্যিকারের অধিকার কিন্তু আল্লাহর বিধান মানার মাঝেই রয়েছে। কিন্তু আপনি বোঝেন না। একজন নারীকে পর্দাব্যবস্থাই নিরাপদে রাখতে পারে। তাকে সংরক্ষণ করতে পারে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, পূর্ণাঙ্গ পর্দা পালন

করে, বোরকা পরে একটি মেয়ে পথে হাঁটলে তাকে দেখে কোনো বখাটে শিশ দিবে না। বাজে মন্তব্য করবে না। বরং সম্মান করবে।

আপনি কি কখনো পূর্ণাঙ্গ পর্দা মেনে চলা কোন মেয়েকে ধর্ষণের শিকার হতে দেখেছেন? অথবা দেখেছেন বখাটেরা তাকে উত্যক্ত করেছে? আমার বিশ্বাস, এমনটি কখনো হয়নি এবং হবার নয়। আপনি আপনার আশেপাশের অবস্থা যাচাই করুন। তাহলে বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে।

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। আমাদের সমাজে অনেকে ভাবেন, কোন রকম পোশাকেআশাকে শরীর ঢেকে রাখলেই বুঝি পর্দা করা হয়ে যায়! অথবা মাথায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে দিলে হিজাব করা হয়ে যায়! এমন পর্দানশিনের জন্য সব বুঝি বৈধ হয়ে গেল। আসলে এগুলো হলো আমাদের সমাজের অজ্ঞতা। আমরা নিজেরা যা জানিনা, তা জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতেও আগ্রহ দেখাইনা। ফলে দিনদিন সমাজে মূর্খতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। পোশাকের মাধ্যমে শরীরকে ঢেকে রাখা যেভাবে জরুরী, সেভাবে জরুরী আচার-আচরণে, আওয়াজে-উচ্চারণে পর্দা করা। সামাজিকতা ও আত্মীয়তার বন্ধনের নামে গায়রে মাহরাম ছেলে-মেয়ে একত্রে এক জায়গায় বসে খোলামেলা আলাপ করা ও নিজেদের এই ভুল কাজকে ভুল মনে না করা, অনেক বড় অজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলোকে বুঝার ও ভুল সংশোধনের তাওফিক দিন। আমিন।

আধুনিকতার ঝান্ডাকে উড়িয়ে দিন

আচ্ছা বোন! আপনি কি একবারও ভেবেছেন, যারা আপনাকে স্বাধীনতার কথা বলে, উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বলে, এবং নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে; তাদের আসলে মূল উদ্দেশ্য কী? তাদের পরিকল্পনাই বা কী? হয়ত আপনি এসব ভাবেননি। ভাবার মতো ফুরসত আপনার নেই। কারণ, আপনি তো আধুনিকতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। নিজের অস্তিত্বকে কলুষিত করেছেন। আপনি ওসব লেজকাটা শিয়ালের রং মাখানো কথায়, ওদের মিষ্টি কথার ছলনায় মোহিত হয়ে গিয়েছেন। ওদের চোখ ধাঁধানো বিত্ত বৈভব ও আকর্ষণীয় প্রলোভনগুলো আপনার দৃষ্টিশক্তির মাঝে দেয়াল তৈরি করেছে। তাই আপনি বিবেকশূণ্য। ভাল-মন্দ কোন কিছুর বিচার করতে পারছেন না। আপনি নিজের মত করে ভাবতে পারেন না। আপনার চোখ পরিত্যক্ত দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার দরুন নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি এখন দৃষ্টিহীন। আপনি দেখতে পারেন না।

নারী স্বাধীনতার নামে ওরা আপনাকে ঘর থেকে বের করেছে ওদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার পথকে সুগম করে নিয়েছে। আপনার সুখের সংসার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আপনার স্বামীর কাছে আপনাকে করে তুলছে সন্দেহের বস্তু। যে সম্পর্ক ছিল ভালোবাসা ও বিশ্বাসের, সে সম্পর্ক হয়ে গেছে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের। ছিন্ন হচ্ছে অনেক মায়ার সম্পর্ক। তারপর আপনি বাধ্য হচ্ছেন অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন-যাপন করতে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জড়িয়ে যাচ্ছেন অনৈতিক কাজে। আর এভাবেই আপনার অজান্তে জীবনের সাজানো স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

মূলত ওরা এটাই চায়। ওরা চায় নারীরা ওদের বিকৃত মানসিকতার জন্য সস্তা হয়ে উঠুক। তাই তো ওদের এতো আস্ফালন, এতো কৌশল অবলম্বন। অথচ উপরে উপরে ওরা আপনাদের বোঝায় উন্নতির কথা, অগ্রগতির কথা। নারী স্বাধীনতার কথা।

আপনি কি জানেন! আপনাকে বাজারের পণ্য করা হচ্ছে!!

হে আমার বোন! আপনার শরীর, আপনার সৌন্দর্য তো কেবল একজনের জন্য। তিনি হলেন আপনার স্বামী। একজন সতী-সাধ্বী নারী তার শরীর, সৌন্দর্য কেবল স্বামীর কাছেই সঁপে দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। নিরাপত্তাবোধ করে ও আনন্দ অনুভব করে। অথচ তাদের লোভনীয় 'অফার'-এ আপনার খোদাপ্রদত্ত রূপ-সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপনের মডেল বানানো হচ্ছে। আপনাকে করা হচ্ছে বাজারের পণ্য। আপনাকে উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ করে প্রকাশ করা হচ্ছে। অগণিত চোখের খাবার বানানো হচ্ছে আপনাকে! আপনি কি একবারও ভাবেননি যে, নারী কি এতটাই সস্তা যে, তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে, তার প্রকৃত মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ব্যবসাকে চাঙ্গা করতে হবে?!

তাই বোন, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক দিয়ে আপনি ভাবুন। ভাবতে শিখুন। আপনি কোনো পণ্যের মডেল নন। আপনি ওই লম্পট মানুষগুলোর বিলাসিতার উপকরণ নন। আপনার রূপ-লাবণ্য এভাবে তুচ্ছ করার জন্য নয়। আপনার সৌন্দর্য বাজারে বিকানোর জন্য নয়।

আপনার অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আপনি একজন মা। একজন বোন। আপনি একজন সতী স্ত্রী। সর্বোপরি আপনি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত একজন নারী। দিগ্বিজয়ী সেই সোনালি মানুষগুলোর মা-ও ছিলেন একজন নারী। সোনালি যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের মা'দের মতো আপনার গর্ভেও জন্ম হতে পারে ইতিহাসের বীর

শ্রেষ্ঠরা। আপনিও হতে পারেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, মুহাম্মদ বিন কাসিম ও সুলতান মাহমুদ গজনভীর গর্বিত মা।

আপনার চারপাশের সত্যগুলো আপনি উপলব্ধি করুন

হে বোন! আজকের মানুষগুলো প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে, সত্য বলতে পারে না। বধীব হয়ে গেছে, সত্য শুনতে পায় না। দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে, তাই সত্য দেখতে পায় না। আল্লাহ্ তায়ালা তো বলেছেন,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর করে দিয়েছেন। তাদের চোখে আছে আবরণ আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

আমি বহু সংখ্যক জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা। তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।[২]

আপনার চারপাশের সত্যগুলো আপনি উপলব্ধি করুন। হৃদয়ঙ্গম করুন। বাস্তবতা বুঝতে শিখুন। বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিন। এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি আপনার জীবনকে সাজান। আপনার জীবন সুন্দর হবে। আপনি একজন মহীয়সী নারী হবেন। আপনি হবেন পথহারা মুসাফিরদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর।

---

[১]. সূরা বাকারা : ৭।
[২]. সূরা আরাফ : ১৭৯।

আপনাকে দেখে আরো অনেক বোন আলো পাবে। সত্যের আলো। হেদায়াতের আলো।

দুনিয়া তো স্রেফ মরীচিকা

হে আমার বোন! ইসলামে যে শান্তির ব্যবস্থা ও মুক্তির পথ রয়েছে—তা আপনি অন্য কোথাও, কোনো মতে, কোন পথে কিংবা কোনো আদর্শে খুঁজে পাবেন না। এই দুনিয়া তো স্রেফ মরীচিকা। তপ্ত মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত মুসাফির এক ফোঁটা পানির আশায় মরীচিকার পেছনে যেভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে—কিন্তু দিন শেষে মরিচিকা তাকে কিছুই দিতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী এই মরিচিকার পেছনে যারাই ছুটবে, দুনিয়া তাদের কিছুই দিতে পারবে না। সাময়িক সময়ের জন্য সে কিছু পেলেও হারাবে তার চেয়ে অনেক বেশি। পরকালের অনন্ত জীবনে তার কিছুই থাকবে না।

আমাদের পায়ের নিচে আমরা যে মাটি অনুভব করি—আসলে তা এক চোরাবালি। সময়ের পালাবদলে এই চোরাবালিতে আমাদের সবারই হারিয়ে যেতে হবে। কবরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে থাকতে হবে। অথচ আমরা কতোই নির্বোধ! বেমালুম বোকা! আমাদের সুযোগ থাকতেও সেই অন্ধকার ঘরের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা করছি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন তাও আমরা ভুলে যাই। কত আফসোস ও পরিতাপ তাদের জন্য—যারা দুনিয়াতে এসে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারলো না।

মৃত্যুর কথা ভুলে যাবেন না

হে বোন! এই ছোট্ট জীবনে মায়ার জালে পড়ে আমরা কতোই না পাপ করি। আমরা ভুলে যাই আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। এক সময় আমরা ছিলাম না, এখন আছি। আবার এক সময় থাকব না। নশ্বর এই পৃথিবী থেকে আমরা হারিয়ে যাবো। যখন পুরনো ভাঙ্গা কবর দেখি, কোনো নরকঙ্কাল দেখি, কোনো লাশের মুণ্ডু দেখি। দেখি চোখ নেই। চোখের ওখানে বিশাল দু'টি গর্ত। মুখে কোনো চামড়া নেই। দু'পাটি দাঁতের অসম্ভব প্রকাশ। সারা শরীরে ত্বক নেই, গোশত নেই; শুধু একটি হাড়ের খাঁচা। এগুলো দেখে আমি কল্পনার নির্মম জগতে হারিয়ে যাই। উপলব্ধি করতে থাকি এক চরম বাস্তবতা। ভাবতে থাকি, এই লাশ অথবা এই কঙ্কাল একদিন আমারই মতো মানুষ ছিল। গায়ে কোমল ত্বক ছিল। গোশত ছিল।

হয়তো চেহারা জুড়ে ছিল নির্মল লাবণ্য। কিন্তু এর কিছুই স্থায়ী হয়নি। মৃত্যু কেড়ে নিয়েছে সব। তাকে লাশে পরিণত করেছে! পরিণত করেছে ভয়ংকর কঙ্কালে।

এই আমি—এখন যৌবনের দুরন্তপনা আমার ভেতরে। নিরন্তর ছুটে চলা ভুলের পথে, পাপের পথে, অন্ধকারের পথে। মৃত্যু কি আমাকে ও আমার এই সুন্দর দেহটাকেও এ অবস্থায় নিয়ে যাবে না! এই সব আমি ভাবি ঠিকই, কিন্তু আবার যখন আমার সামনে রঙিন দুনিয়ার চাকচিক্য ভেসে ওঠে; তখন আমি সব ভুলে যাই। আমি ভুলে যাই একদিন এই দুনিয়া ত্যাগের বাস্তবতা, আমি লাশ হবো, কঙ্কাল হবো, মাটি আমার সব দম্ভ-অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করবে—এসব আমার মনে থাকে না।

জীবনের গ্যারান্টি নেই

হে আমার বোন! একথা বাস্তব যে—জীবনের গ্যারান্টি নেই। কিন্তু মৃত্যুর গ্যারান্টি আছে। মৃত্যু এমন এক বাস্তবতা, যা আকস্মিকভাবে হাজির হয়ে আমাদের এই রঙিন জীবনকে তছনছ করে দিতে পারে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, আরো কিছু সময় যাক, আরো কিছু বয়স হোক, তখন ইবাদত করবো, সারাদিন তাসবিহ নিয়ে বসে থাকবো। জায়নামাজ থেকে উঠবো না। এসব ভাবনা আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। এসব ভেবেই আপনি মূল্যবান জীবনটা হেসে-খেলে কাটিয়ে দিচ্ছেন। প্রিয় বোন! হঠাৎ মৃত্যু এসে আপনাকে থমকে দিবে। তাওবার জন্য এক মুহূর্ত সময়ও আপনি পাবেন না।

যে ভালবাসার সুতীব্র আকর্ষণে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়

হে বোন! ভালবাসা, ভালো লাগা, প্রেম, আবেগ, অনুভূতি, মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি. এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির ভারসাম্য ঠিক রেখেছেন। এগুলো আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর। গাছে গাছে পাখিরা ডাকে। কাননে কাননে পুষ্পের সমাহার। আমাদের বেঁচে থাকার এতো আকুলতা ও ব্যাকুলতা। কিন্তু এরও একটা গতি আছে। আর আছে নির্দিষ্ট কিছু সীমা-পরিসীমা। যখন মানুষ তা অতিক্রম করে, তখনই ভুল করে। যে ভুল তার জীবনে 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট সেই গতিপথ অতিক্রম করলে জীবনে চরম মাশুল গুণতে হয়। অপ্রত্যাশিত পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালবাসা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। কাউকে ভালো লাগতে পারে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভালো লাগা

পবিত্র বিবাহের মাধ্যমে সুন্দর পরিণতি বয়ে আনুক! ইসলাম তো এমনটিই নির্দেশ করেছে! যে ভালবাসার সুতীব্র আকর্ষণে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, আবার সেই ভালবাসাই মানুষকে জীবনে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি তৈরি করে। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকু কেড়ে নেয়। ধর্মীয় মূল্যবোধ, সুশিক্ষার উপকারিতা, সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন—সবকিছু শেষ করে দেয় যৌবনের স্নায়বিক অনুভূতি। ভালাবাসার অন্ধ মোহে, যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে ধাবমান কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা করে, নিজেকে বাঁচাতে না পারলে ভয়ংকর এক পরিণতির সামনে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনোই পথ বাকি থাকে না।

অর্থহীন ভাবনা নয়, ভাবনা হোক অর্থবহ

হে বোন আমার! মানুষ কত কিছুই তো ভাবে, কত কিছু কল্পনা করে, কত স্বপ্ন দেখে! কিন্তু অনেকে সঠিক সময়ে সঠিক ভাবনা, উত্তম পরিকল্পনা করতে পারেনা। এমন সময় সে ভাবতে শুরু করে ও চিন্তা করতে শুরু করে, যখন অনেক কিছু হারিয়ে যায়। অথবা এমন মুহূর্তে ভাবতে যায়; যখন ভাবনা ও চিন্তার কাঙ্ক্ষিত ফল আসার সম্ভাবনা থাকেনা। তার ভাবনা ও চিন্তা তাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই আপনাকে বলি, আপনি সেই অর্থহীন ভাবনা ও পরিকল্পনার আগে, একবার সঠিক সময়ে অর্থবহ বিষয়ে ভাবুন। আপনার ভাবনা হোক সুন্দর ও অর্থপ্রদ আপনার ভাবনা আপনার জীবনকে সুশোভিত করবে। অপরের নির্মম পরিণতি দেখে এড়িয়ে যাবেন না। বরং তাদের এই পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

আপনি আপনার পথ চিনুন

হে বোন! জীবনটাকে যদি হাসি-আনন্দ, হেলায়-খেলায় না কাটিয়ে আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আমার এ লেখা যেহেতু আপনাদের নিয়ে, তাই আপনাদেরকে বলছি। আজকে আমাদের সমাজে এমন অনেক বোনও আছে, যাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, ওঠা-বসা দেখলে মনে হয়, যেন তারা গাফলতির চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। তারা যেন দুনিয়ার রঙিন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তারা হাবুডুবু খাচ্ছে গোনাহের সমুদ্রে। এক ওয়াক্ত নামায পড়ার মত সময় তাদের হয় না। অথচ সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরোঘুরি, সম্পদ ও সময়ের অপচয় করে রাস্তাঘাটে খাওয়া-দাওয়া করা, নাটক-সিনেমা, নাচ-গান, সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইলে

মূল্যবান সময় নষ্ট করতে তাদের একটুও বিবেক বাধেনা। আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন পড়ার মত সামান্য সময় তাদের নেই। কিন্তু রূপচর্চায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় হলেও যেন মনে হয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। সব সময় মাথায় একটা চিন্তা থাকে কীভাবে নিজেকে, নিজের যৌবনকে এবং নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা যায়! কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করলে মানুষ তাদের দিকে মনোযোগ দিবে ও তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে। তাদের কথাবার্তার স্টাইল, হাঁটা-চলার ধরন সর্বোপরি তাদের জীবনযাপন ও চালচলনের অবস্থা এতোটা অশ্লীল ও আবেদনময়ী যে, তাদের এসব অবস্থা দেখে বখাটে যুবকরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। এজন্যই তারা পথেঘাটে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ও লাঞ্ছিত হয়। কখনো এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়। আবার কখনো ব্যবহৃত হয় লম্পটদের হাতে। মূল্যবান জীবন-যৌবন তখন যেন নর্দমায় পরিণত হয়। তাই বলি, এখনো ভাবুন। এখনো ভাবার সময় আছে। আপনি আপনার পথ চিনুন। চেনার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা দিয়েছেন। আপনি বুঝার চেষ্টা করুন কোন পথে আপনার কল্যাণ আর কোন পথে অকল্যাণ। আপনি কীসের নেশায় ছুটছেন? আপনার গন্তব্য কোথায়? যে যৌবনকে ঘিরে আপনার এতো গর্ব-অহংকার, যে যৌবন নিয়ে আপনি পাপের পসরা সাজিয়ে বসেছেন, তা আপনাকে শেষ পর্যন্ত কী দিবে? এই নাফরমানি ও লাগামহীন চালচলনের ফলে আপনার শেষ পরিণতি কেমন হতে যাচ্ছে? জানেন তো, চামড়া একটু ঢিলে হলেই, আপনাকে সবাই ছুঁড়ে ফেলবে!

মোবাইলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করুন

বোন আমার! বিবাহপূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগত কোনো মোবাইল ব্যবহার করবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে বৈধপন্থায় যদি কারো সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে ঘরের মোবাইল দিয়ে কথা বলবেন। কারো সাথে বৈধপন্থায় কথা বললে প্রয়োজনীয় কথার বাইরে কোন কথা বলার চেষ্টা করবে না। কেউ কথা বলতে চাইলে তাকেও সুযোগ দিবেন না। সবসময় কর্কশ আওয়াজে কথা বলবেন, যাতে তারা আপনাকে এড়িয়ে চলে। বাসার মোবাইল কখনো রিসিভ করবেন না এবং নিজের কাছেও রাখবেন না। অযথা নাম্বার বানিয়ে বানিয়ে মিসড কল দিবেন না। এমন কোনো ডিভাইস ব্যবহার করবেন না যাতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে। মোবাইলে গেমস খেলে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। একজন মুসলিমার জন্য এসব কাজ কখনোই মানানসই নয়। প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু আমরা তা

কল্যাণের কাজে ব্যবহার করিনা। আমাদের সমাজে মোবাইল ফোন এখন ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। এর কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মানবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে ফুলের মতো সাজানো-গোছানো স্বপ্নের সংসার। প্রতিনিয়ত ঘটছে নানান রকম দুর্ঘটনা।

অবসর সময়ে ভাল কাজ করুন

প্রিয় বোন! যে সময়টুকুতে আপনি অবসর থাকেন সে সময়গুলোতে কোরআন তিলাওয়াত করুন, ইসলামি বই পড়ুন। সোনালি যুগের নারীদের জীবনী পড়ুন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পড়ুন। আমাদের বোনদের অবস্থা তো আজ এমন যে, মিডিয়ার নায়িকাদের জীবনযাপন ও প্রতি মুহূর্তের আপডেট রাখে, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। নবীপত্নীদের জীবনচরিত সম্পর্কেও থাকে বেখবর! এই হলো আমাদের মুসলিম পরিচয়ের স্বার্থকতা।

মনে রাখবেন, জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড সময়ের হিসাব আপনাকে দিতে হবে। তাই প্রতিটি জীবনের মুহূর্তকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। কখনো সময়ের অপব্যবহার করবেন না। হয়তো আপনার জীবনে এমন একটা সময় আসবে, যখন আপনি একটা সেকেন্ড সময়ের জন্য কান্নাকাটি করবেন ও আফসোস করবেন। তাই বলছি, সময় থাকতে সচেতন হোন। সময়ের গুরুত্ব দিতে শিখুন। প্রিয় বোন! আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন, যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি আমার সময়কে কাজে লাগাবো। অহেতুক ও অনর্থক কাজে আমার সময় নষ্ট করবোনা। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

> বান্দা থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হচ্ছে, বান্দাকে অনর্থক কোন কাজে ব্যস্ত রাখা। এমনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অপমানস্বরূপ।[৩]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সময়ের গুরুত্ব বুঝার ও সময়কে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন।

---

[৩]. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩০।

এভাবে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিবেন না

হে আমার বোন! তথাকথিত নারীবাদী পুরুষরা নারীদেরকে বিভিন্ন সাজে ব্যবহার করে ফায়দা লুটছে। ফলে দোকানের ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য নারীকে পণ্যের মতো সাজিয়ে রাখছে। পণ্যের মতো ব্যবহারও করছে। অফিসে 'বসের' মনোরঞ্জনের জন্য তার 'বিছানার সঙ্গী' হতে বাধ্য করছে। উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ করে নারীকে বিজ্ঞাপনের মডেল বানিয়ে পণ্যকে প্রমোট করছে। ভিডিও চিত্রে নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে শয়তানেরা। ইসলাম নারীকে দান করেছে এক বিশেষ মর্যাদা। একমাত্র ইসলামই প্রতিষ্ঠা করেছে নারীর পূর্ণ অধিকার। তাকে দিয়েছে তার জন্য উপযুক্ত স্বাধীনতা। ইসলাম নারীকে এমন স্বাধীনতা দেয়নি, যে স্বাধীনতা তাকে ধ্বংস করে। যে স্বাধীনতা তাকে টিস্যু পেপারের মত ব্যবহৃত করে। অভিশপ্ত পাশ্চাত্যরীতির বিষাক্ত ছোবল নারীদেরকে পৌঁছে দিয়েছে পতন ও ধ্বংসের সর্বশেষ স্তরে। যে নারী ছিল সম্মান ও মর্যাদার আবরণে আবৃত, সে নারী আজ নগ্ন কিংবা অর্ধনগ্ন। যে নারী ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বেষ্টনীতে—সে নারী আজ নিরাপত্তাহীনতা ও লাঞ্ছনাকর আতংকের খোলা ময়দানে। যে নারী ছিল কন্যা, জায়া ও জননীর সম্মানজনক আসনে, সে নারী আজ হোটেল ও শপিংমলের রিসিপশনে শোভাবর্ধনে ব্যস্ত।

স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ

প্রিয় বোন! পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নারীরা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে, তাদের স্বাধীনতার প্রকৃতরূপ। ওই সংস্কৃতি তাদেরকে এমন এক স্বাধীনতা দিয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে স্বাধীনতা মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে পরাধীনতার ভয়ংকর অক্টোপাস। বর্তমান দুনিয়ার যাবতীয় নোংরা ও নিকৃষ্ট কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী। হোটেল-রেস্তোঁরায় আসা লোকদের মনোরঞ্জন, দোকানের ক্রেতা আকর্ষণ, অফিস আদালতে 'বস'দের সঙ্গে অবকাশযাপন, এটাই তাদের স্বাধীনতা ও সম্মানের নমুনা! স্বাধীনতার কী আজব সংজ্ঞা! নারী পুরুষের উন্মুক্ত মেলামেশা, অশ্লীল বিনোদন, চরিত্র বিধ্বংসী শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার কারণে পাশ্চাত্য সমাজ এতোটাই নিচে নেমে গেছে যে—তারা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। কামনা-বাসনার আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে উন্মাদ পশুর মত আচরণ করছে। গড়ে প্রতিদিন শুধু প্যারিস শহরে দশ হাজার সতী নারী সম্ভ্রম হারাচ্ছে। তার চেয়েও লজ্জার কথা হলো, ফ্রান্সের মেডিকেল বোর্ড ঘোষণা দিয়েছে, 'ফ্রান্সবাসীকে এ গর্ব করা উচিত যে, অচিরেই ফ্রান্সে আর কোনো সতী নারী পাওয়া যাবে না।' তাদের মনুষ্যত্ববোধ

কতোটা নিচে নেমে গেছে, তা কল্পনাও করা যাবে না। এমন নারী স্বাধীনতাকে ধিক্কার! শত ধিক্কার।

আপনি কি অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর?

হে আমার বোন! আমরা যে জীবনকে নিয়ে এতো আনন্দে মেতে থাকি, স্বপ্ন সাজাই, একে অপরকে ঠকাই, দ্বন্দ্ব সংঘাত করি, আসলে সবই অনর্থক ও মূল্যহীন। আমাদের এই আনন্দ হঠাৎ করেই হারিয়ে যায়। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। যে মাটি দিয়ে আমরা তৈরি, সে মাটির সাথেই নীরবে মিশে যাই। তারপরও আমাদের জীবনে কতো আশা। আমাদের দু'চোখের পাতায় কতো স্বপ্ন। অবাস্তব স্বপ্নের মিথ্যা অহমিকায় আমরা বিভোর।

পুরুষের ফাঁদে পা ফেলবেন না

হে বোন! এই সমাজের অনেক পুরুষ আছে যারা নানান রকমের ফাঁদ পেতে বসে আছে আপনাকে শিকার করার জন্য। কেউ আছে চাকরির ফাঁদ পেতে। কেউবা প্রেমের ফাঁদ পেতে। আবার কেউ আছে আপনার যেকোনো অসহায়ত্বের সময়, সাহায্যের নামে ফাঁদ পেতে। অথচ আপনি যেন অন্ধ, কিছুই দেখেন না। আপনি যেন অবুঝ, কিছুই বোঝেন না। আপনি রঙিন স্বপ্নে বিভোর। রঙিন চশমা পরে দুনিয়াকে দেখছেন রঙিনভাবে। মনে হয় এ সময় যেন ভালোমন্দটুকু চেনার মতো অনুভূতি আপনার নেই। আপনি সব কিছু দেখেন তখন উপভোগের দৃষ্টিতে। সুখের সাগরে আপনি ভাসতে থাকেন। আর এভাবেই আপনি এ সমাজের কতিপয় নষ্ট পুরুষের পেতে রাখা ফাঁদে পা রাখেন। নারীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনটাও ধ্বংস হয়ে যায় আপনার।

শালীনতা বজায় রাখুন

হে বোন! রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে-শপিং-এ মেয়েদের এমন নোংরা ও বাজে চলাফেরা দেখা যায়, যা দেখলে সাধু পুরুষের মনেও শয়তানি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। হাজার বছরের তপস্যা ভেঙ্গে মৌনী সাধকও জেগে ওঠবে স্বপৌরুষে। টাইটফিট জিন্সের প্যান্ট, শরীরের সঙ্গে আঁটোসাঁটো জামা। কামিজের দীর্ঘতা বড়জোর নাভি পর্যন্ত। কামিজ আর প্যান্টের মধ্যে প্রায় অর্ধ-মাইল ব্যবধান থাকে।

আর ওড়না তো স্রেফ গলায় প্যাঁচিয়ে রাখার জন্য। আবার অনেকে তো ওড়নাই পরে না। বুকের অনেকাংশ থাকে খোলা। শরীরের যাবতীয় স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো প্রদর্শনে মরিয়া থাকে তথাকথিত আধুনিক মেয়েরা। যদি এমন অবস্থায় তারা চলে, দেশে ইভটিজিংয়ের ঘটনা তো বাড়বেই। এক নারী নিজেকে অশ্লীলভাবে প্রদর্শন করছে। আর তার খেসারত দিচ্ছে অন্য নারী। এমনই তো ঘটছে আজকের সমাজে। চূড়ান্তভাবে নারীরা নিজেদেরকে আবেদনময়ী করে রাস্তা-ঘাটে, বাজারে-মার্কেটে চলাফেরা করছে। যা দেখে যুবক ছেলেদের মাথা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে ধর্ষণের ঘটনা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে

হে আমার বোন! বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সব ধরনের প্রয়োজনে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসাই আমাদের জন্য একমাত্র সমাধান। একমাত্র উপায়। অথচ আমরা এই জায়গায় ভুল করি। সামান্য বিপদে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হই। সর্বশক্তিমান ও সকল ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে পেশ না করে, ছুটে যাই সৃষ্টির কাছে। অথচ মানুষের সমস্যার সমাধান তখনই হয়, যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। মানুষ কি মানুষের সমস্যা দূর করতে পারে? মানুষ তো নিজেই সীমাহীন দুর্বল। সে আবার কিভাবে আরেক দুর্বলকে সাহায্য করবে? বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করবে? মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবেনা। তারা তো তাদের ডাক সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর।[৪]

[৪]. সুরা আহকাফ: ৫।

সব প্রেম-ভালবাসা শরীর নির্ভর হয়ে পড়েছে

হে আমার বোন! আজকাল 'প্রেম', 'ভালবাসা' ও 'সম্পর্ক' এই শব্দগুলোর সঙ্গে আরেকটি শব্দ খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তা হলো 'শারীরিক সম্পর্ক'। মাংসের স্বাদ আস্বাদন ছাড়া এসব তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসা যেন পূর্ণতা পায়না। সম্পর্ক গড়ে ওঠতে যতোটুকু দেরি, তারচেয়েও দ্রুত তৈরি হয় আধুনিক যুগের কথিত মজনুদের মাংসের নেশা। নষ্ট সমাজে লাইলিরাও পিছিয়ে নেই। তারাও নিজেদের পেশ করে মজনুর সামনে। যেন এক হরিণী নিজেকে সজ্জিত করে পেশ করছে নেকড়ে বাঘের সামনে। সব প্রেম ভালবাসা শরীর নির্ভর হয়ে পড়েছে। লাইলিদের কাছে পাওয়া, ভোগ করা আজকাল খুবই সহজ। ফলে মজনুরা একজন লাইলি নিয়ে সন্তুষ্টও থাকতে পারেনা। কদিন পরপর মজনুরা লাইলিকে চেঞ্জ করে। কারণ লাইলিদের মাংসের স্বাদ নিতে মজনুদের এখন নিতে হয়না ভরণপোষণের দায়িত্ব। ফলে লম্পটরা পোশাক পাল্টানোর মত দুদিন পরপর বিছানার সঙ্গীকে বদলায়। এমন ঘটনা আজ আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। চোখের সামনে সবাই দেখছে। কথিত মজনুরা সস্তা প্রেমের জাল বুনে কীভাবে আমাদের বোনদের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে! কীভাবে তাদের ধ্বংস করছে তাদের। তছনছ করে দিচ্ছে সাজানো-গোছানো পরিবার। অথচ আপনারা তা বুঝতে পারছেন না। ছেলেদের মিষ্টি মিষ্টি কথায়, মিথ্যা প্রলোভনে বা সৌন্দর্যের নেশায়, কিংবা যৌবনের উত্তাল তাড়নায় তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তারপর অন্ধকার জগতের আঁধারের সীমানাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে অনেকে।

জীবনের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে

হে বোন! মনে রাখবেন, লাগামহীন জীবন-যাপনের পরিণতি কখনোই ভালো হয় না। আপনি ক্ষণিকের আবেগ আর ভালো লাগার মোহে পড়ে এমন জীবন গড়বেন না, যা আপনাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। চোখে রঙিন চশমা পরে আপনি যদি মন্দকেও ভালো বলতে শুরু করেন, তবে আপনার ভবিষ্যত নিয়ে আমরা খুবই শঙ্কিত। কোনো এক সময় আপনার এই ভালো লাগার রেশ ফুরিয়ে যাবে। মোহ কেটে যাবে। জীবনের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে। এটাই সত্য। চিরন্তন সত্য। আজকাল অধিকাংশ মেয়ের জীবন-যাপনের ধরণ ও তাদের চালচলনের অবস্থা নিয়ে ভাবা উচিত। একজন মেয়ের একাধিক বয়ফ্রেন্ড থাকে, এক্স-ফ্রেন্ড, জাস্ট ফ্রেন্ডসহ কতকিছুই থাকে! স্বামী থাকতেও পরপুরুষে আসক্তি থাকে, এগুলো যেন একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে। এসকল

মেয়ে নিজেকে আনন্দ জগতের সম্রাজ্ঞী মনে করে। আর প্রতিনিয়ত নতুন বয়ফ্রেন্ডের খোঁজে ব্যস্ত থাকে। অবশেষে মাংসখেকো বয়ফ্রেন্ডের খপ্পরে পড়ে জীবনের বাকী অংশটুকু বরবাদ করে দেয়. কেউবা হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করে।

রূপের আগুন আর কদিন?

প্রিয় বোন! "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ" এই কথাটি কি ভুলে গেলে চলবে? তাছাড়া যেই সৌন্দর্যের বড়াই করে আপনি পাপের বোঝা ভারি করছেন, পুরুষের মনে পাপের সংকল্প তৈরি করে দিচ্ছেন, বখাটেদের উদ্বুদ্ধ করছেন ইভটিজিং ও ধর্ষণে; সেই রূপ ক'দিন থাকবে আপনার? থাকবে না। কারোরই থাকেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে আপনার চেয়েও হাজারগুণ বেশি সুন্দরীদের সৌন্দর্যও স্থায়ী থাকেনি। বয়সের ভারে এক সময় আপনার এই রূপ বিলীন হয়ে যাবে। কবরেব মাটি আপনাকে খেয়ে ভয়ঙ্কর কঙ্কালে পরিণত করবে।

বোন! আপনাকে অনুরোধ করে বলি!! আপনি বাসা থেকে কোন কাজে বের হলে এমন কোনো রঙিন-ঝলমলে পোশাক পরিধান করে বাইরে বের হবেন না –যা একজন পুরুষকে আপনার প্রতি আগ্রহী করে। আপনার পোশাক যেন এতো ক্ষীণ, পাতলা কিংবা টাইটফিট না হয়, যা দেহ আবরণেব জন্য পর্যাপ্ত নয়। মনে রাখবেন, ঢিলেঢালা ও শালীন পোশাকেই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য ও সুরক্ষা নিহিত। প্রিয় বোন! সুগন্ধি, পারফিউম মেখে বাসার বাহিরে বের হবেন না। এটাও এক প্রকার যিনা। সামান্য একটু শো-অফের জন্য আপনি নিজের অবস্থান কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, একটুও কি ভেবেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> কোন নারী যখন সুগন্ধি মেখে কোন মজলিসের (যেখানে লোক সমাগম হয়) পাশ দিয়ে যায়, সে যিনাকারিনী।[৫]

নারীদের জন্য এমন পোশাক পরতেও নিষেধাজ্ঞা আছে, যে পোশাক পুরুষদের পোশাকের সঙ্গে মিলে যায়। বিধর্মী নারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন পোশাক পরিধান করা এবং গর্ব-অহংকারের জন্য দামি পোশাক পরে মানুষকে দেখানো থেকেও ইসলাম বিরত থাকতে বলেছে। আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের বোনেরা সাজসজ্জার সময় বা বিশেষ কোন দিবসে বা উৎসবে বিধর্মীদের পোশাক পরে নিজেকে প্রদর্শিত করে থাকেন। এটা অনেক বড় গোনাহ। একে তো বেপর্দা

---

[৫]. আস সুনান, ইমাম তিরমিজি: ২৭৮৬।

থাকার গোনাহ, দ্বিতীয়ত বিধর্মীদের অনুসরণ করার গোনাহ। আর এই দ্বিতীয় গোনাহটি খুবই ভয়াবহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

কেমন পোশাক পরবেন?

আমরা এখন সংক্ষিপ্তভাবে বোনদের পোশাক কেমন হবে, ইসলাম নারীর পোশাকের জন্য কী কী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

১. সতর আবৃত রাখা

পোশাক এমন হতে হবে যা পুরোপুরি সতরকে আবৃত করে। পোশাকের মৌলিক ও প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সতর ঢেকে রাখা। নারীর পুরো শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

> হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে ও সৌন্দর্য দান করে।[২]

২. পোশাক অধিক পাতলা বা আঁটোসাঁটো না হওয়া

এমন পোশাক পরিধান করা, যা পরার পরেও সতর দেখা যায় বা সতরের আকৃতি পোশাকের উপর ফুটে উঠে, এমন পোশাক পরা নিষিদ্ধ ও হারাম।

৩. বিধর্মীদের পোশাক না পরা

কোন কাফির মুশরিকের অনুকরণে কাপড় পরিধান করা বৈধ নয়। সেটা ইহুদি নাসারার পোশাক হতে পারে, আবার হতে পারে হিন্দু বৌদ্ধদের পোশাক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[১]. সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৫৯।
[২]. সুরা আ'রাফ: ২৬।

নিশ্চয় এটা কাফিরদের পোশাক। তোমরা তা পরিধান করো না।[৮]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

যে ব্যক্তি তাদের পোশাক পরিধান করবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।[৯]

৪. এমন পোশাক পরা যাবেনা, যা অহংকার, বড়ত্ব বা রিয়া সৃষ্টি করে

৫. প্রসিদ্ধির পোশাক না পরা

আমাদের একটি স্বভাব হলো, আমরা যেন খুব সহজে খুব বেশি প্রসিদ্ধি পেয়ে যাই। এটা বোনদের খুব খেয়াল করা উচিত। আমাদের সবাই চিনবে, আমাদের নিয়ে আলোচনা হবে; এ যেন মনের কামনা ও বাসনা। সমাজে প্রসিদ্ধির (ফেমাস হবার) জন্য, মানুষের নিকট আলোচিত হবার জন্য যারা পোশাক পরিধান করে, তাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে।[১০]

৭. পুরুষের মত পোশাক না হওয়া

নারীদের জন্য এমন পোশাক পরা জায়েয নেই, যেসব পোশাক পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য রাখে। হাদিসে এসেছে, "তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবেনা। একজন ঐ মহিলা, যে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।" বোনদের এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। আজকাল তো বোনদের পোশাক পুরুষের মত।

আত্মহত্যা সমাধান নয়

হে আমার বোন! জীবনে যত ঝড়-ঝাপটা আসুক, যত দুঃখ ও কষ্ট আপনাকে স্পর্শ করুক, যত বেদনা ও বঞ্চনার মুখোমুখি আপনি হোন; কখনোই আপনি আল্লাহর নাফরমানি করবেন না। আত্মহত্যা আল্লাহর সাথে অনেক বড় নাফরমানি। এই জঘন্য কাজটি কখনো করবেন না। প্রতিটি আত্মহত্যার খবর শুনে আমি ভাবি,

---

৮. সহিহ মুসলিম: ৬/১৪৪।

৯. ফাতহুল বারী: ১০/২৮৪।

১০. সুনানে আবু দাউদ ৪০২৯; আত তারগিব ৩/১১২।

কত কষ্ট হয়েছে তাকে আত্মহত্যা করতে। কতটা কষ্টে তার প্রাণ বের হয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষ ইচ্ছে করেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এবং মনে করে এটা মনে হয় খুব সহজ মৃত্যু। গলায় ফাঁস লাগালাম, বিষ পান করলাম, ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিলাম বা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লাম, ব্যস! আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। কিন্তু প্রতিটি আত্মহত্যাকারীই মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে বাঁচতে চায়। গলায় যখন ফাঁস পড়ে যায়, তখন বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু লাভ কী? আত্মহত্যাকারী তো এ কাজ শুরু করেছে নির্জনে। কেউ থাকে না তখন তাকে বাঁচাতে। প্রিয় বোন! আপনাদের মধ্যেই আত্মহত্যার হার বেশি দেখা যায়। যে কারণে আপনারা আত্মহত্যা করেন সেটা হলো—মনে করেন, স্বামীর সাথে একটু ঝগড়া হলে, মা-বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, কাঙ্ক্ষিত ছেলের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে—ব্যস! আর কোনো কথা নেই। এই জীবন আর রাখা যাবে না। আত্মহত্যা দিয়ে জীবনের সব পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে হবে। আরে! আপনি মরে গেলেই কি সব সমাধান হয়ে যাবে? আত্মহত্যার মত জঘন্য কাজ করে আপনি কি আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন? আপনি কি আপনার হারানো সব কিছু ফিরে পাবেন? আপনি কি পারবেন অতীতের সময়কে টেনে বর্তমানে নিয়ে আসতে? আপনি পারবেন না। মনে রাখবেন, 'আত্মহত্যা' সব সমস্যার সমাধান নয়। জীবন মানে সংগ্রাম ও সাধনা। লড়াই করে আপনাকে টিকে থাকতে হবে। বাঁচতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

> তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করোনা।[১১]

হিম্মত করুন! সফলতা আপনার জন্য

হে আমার বোন! আপনার কি কখনো ইচ্ছে হয়না যে, আমি আজ থেকে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনি পরিবেশে চলাফেরা করবো। আমার জীবনের প্রতিটি কাজে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেব। আমি ঐসব নির্লজ্জ ও কুলাঙ্গার নারীদের অনুসরণ করবো না—যারা শুধু নিজেকে পরপুরুষের সামনে উপস্থাপন করে। ইসলাম আমাকে যেভাবে চলাফেরা করার নির্দেশ দিয়েছে আমি ঠিক সেভাবেই চলাফেরা

---

[১১]. সূরা বাকারা: ১৯৫।

করবো। ঠিকমত নামাজ পড়বো, যাকাত আদায় করবো, রোজা রাখবো। গরিব-মিসকীনদের সামর্থ অনুযায়ী সহযোগিতা করবো।

আপনি একটু হিম্মত করুন। আপনার হিম্মত আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখিন হবেন, আপনার হিম্মত তখন আপনাকে দ্বীনে অবিচল রাখতে সাহায্য করবে। আপনি সবসময় আল্লাহর কাছে ইস্তিকামাতের (দ্বীনের প্রতি অবিচল থাকার জন্য) দুআ করবেন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দ্বীনে অবিচল থাকা সম্ভব নয়।

এসব পুরুষ কি শুধু আপনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে?

প্রিয় বোন! আপনি কেন পরপুরুষের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করবেন? আপনি কি মনে করেন এসব পুরুষকে শুধু আপনার জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে? আপনি কি মনে করেন, আপনি অনেকগুলো বিয়ে করতে পারবেন? মনে রাখবেন, যারা আপনাকে বিভিন্ন লোভ-লালসা দেখিয়ে রবের অবাধ্যতায় ডুবিয়ে রাখে, তারা আপনার থেকে আপনার সম্ভ্রম ছাড়া আর কিছুই চাই না। যখন আপনাকে তারা উপভোগ করে ফেলে, তখন তারা আপনাকে ময়লার নিক্ষেপ করে। তারা আপনাকে পথের দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ভেবে রাস্তায় ফেলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, কেবল তাকেই আপনার সৌন্দর্য দেখান। তাকে আপনার মনের কথাগুলো খুলে বলুন। তার সাথে বাকি জীবনটা খুব সুন্দরভাবে কাটিয়ে দিন।

একটি অমার্জনীয় ভুল

হে বোন আমার! আপনাদের অনেকের মনে হয়তো একটা কথা ইতিমধ্যে কিলবিল করছে। আর তা হলো—বোরকা তো আজকাল খারাপ মেয়েরাও ব্যবহার করছে। হয়তো আপনার পরিচিত কোন মেয়ে বা কোন সহপাঠীকে দেখেছেন বোরকার আড়ালে খারাপ খারাপ কাজ করে। এজন্য আপনারা বোরকা পরেন না। আমি বলবো, মদ-ফেন্সিডিল যদি কোমল পানীয়ের মোড়কে বাজারজাত করা হয়, তাতে কিন্তু তা হালাল পানীয় হয়ে যায় না। যারা সভ্য সমাজ থেকে নিজেকে আড়াল করতে বোরকার আশ্রয়ে এসব কুৎসিত কাজ করছে, তা তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ। ভালো বস্তুকে তারা খারাপ কাজে ব্যবহার করছে। এটা তাদের অমার্জনীয় ভুল। তাই বলে বোরকা খারাপ হয়ে যায়নি। বরং বোরকা আপনার সম্মান ও

ইজ্জতের প্রতীক। আপনার সৌন্দর্য ও আব্রু হেফাজতের মাধ্যম। আপনার ধর্মীয় বিধান। এখন আপনিই বেছে নিন, আপনি আপনার ইজ্জত আব্রুর হেফাজতকারী ধর্মীয় বিধান এবং পর্দার পোশাক বোরকা-জিলবাব পরবেন, নাকি কথিত আধুনিকাদের মতো খোলামেলা অর্ধনগ্ন পোশাকে পুরুষের মনোরঞ্জন করে বেড়াবেন? আপনাকে দেখে পুরুষ সম্মান করবে নাকি আপনার দেহের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোর দিকে তাকিয়ে নষ্ট পুরুষগুলো আত্মতৃপ্তি পাবে?

আপনার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আপনারই হাতে

হে বোন! সমাজের নষ্ট পুরুষগুলো আপনাকে ভোগের সামগ্রী এবং চাহিদা মেটানোর মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। লোকাল বাসে, ট্রেনের ভিড়ে এসব পুরুষ নারীদের স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পণ্যের মডেল, বিজ্ঞাপন, সিনেমা-নাটকে অভিনয়ের নামে আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহের স্বাদ নিতে তারা সদা তৎপর। তাই আপনার ইজ্জত-সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আপনারই হাতে। আইন করে, সভা-সেমিনার করে এবং শুধু পত্রিকার পাতায় কলাম লিখে কেউ আপনার ইজ্জত বাঁচাতে পারবে না। আপনি কি একটুও ভাবেন না যে, যারা স্লোগান দেওয়ার জন্য আপনাকে রাস্তায় নামিয়েছে—তারা আসলে কি চায়? সত্যি বলতে তারা কখনও আপনার ভালো চায় না, তারা চায় আপনি পরপুরুষদের সাথে রাত কাটান, মদ, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন। আপনারা কেন তাদের বিরুদ্ধে কোন সভা-সেমিনার করেন না? আপনাদের সমাজ কেন এদেরকে লম্পট ও বদমাশ বলে না? কেন এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যান? আপনারা কি চান ঐ বেহায়া পুরুষ নামক জানোয়ারগুলো আপনাদেরকে পথেঘাটে ধর্ষণ করুক? আপনাদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে টানাহেঁচড়া করুক?

ইসলামের পথে আসুন

প্রিয় বোন! আপনার সম্মান ওরা কী দিবে? ওরা তো আপনার সম্মান কেড়ে নেওয়ার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে চতুর্দিকে। আপনাকে চাকরির লোভ এবং মিডিয়া জগতের মডেল বানানোর রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে ব্যবহার করছে। সব রঙিন স্বপ্ন ও প্রলোভনকে পিছনে ফেলে ইসলামের পথে আসুন। অন্ধকার জগত থেকে আলোর ভুবনে আসুন। আপনাকে আলোর ভুবনে স্বাগত জানাচ্ছি। দেখুন, ইসলাম কত সুন্দর! ইসলাম কত চমৎকার কথা বলে! ইসলাম আপনাকে কী দিয়েছে! কতটা সম্মান ও মর্যাদার আসনে ইসলাম আপনাকে সমাসীন করেছে! একবার

এসেই দেখুন। তখন আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় ছিলেন এতদিন? আপনি বুঝবেন আপনার গন্তব্য কোথায়! আর কোথায় এতদিন দিকভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন?

যা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে

হে আমার বোন! আমরা যে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলগুলোর দিকে ভয়ঙ্করভাবে ঝুঁকে পড়েছি, যার প্রভাব আমাদের জীবনযাত্রায় সংক্রমিত হচ্ছে। আমাদের নীতি ও নৈতিকতায় প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে এই চ্যানেলগুলো। বিশেষ করে আমাদের দেশের যুবসমাজ এবং নারীদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা তাদেরকে অনুসরণ করছেন ও তাদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করছেন এবং তাদের মত করে জীবনটা কাটাচ্ছেন। আপনি কি ভাবেন না, যারা আপনাদের মতো উগ্র বা অশালীন পোশাক পরিধান করে না তাদের সময়গুলো কি বসে থাকে? অবশ্যই না। তাহলে মুসলমান হয়ে কেন আপনি বিধর্মীদের পোশাক পরিধান করেন? কেন তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণকে গ্রহণ করেন? মনে রাখতে হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণের হিসেব আপনাকে দিতেই হবে। কাফির ও মুশরিকের আমদানিকৃত কালচারকে গ্রহণ না করে, ইসলামের পবিত্র ও স্নিগ্ধ আদর্শকে গ্রহণ করুন। আপনার দুনিয়া যেভাবে সুন্দর হবে, আপনার পরকালও হবে সফল।

প্রসিদ্ধির লোভ

হে বোন! আমাদের দেশে অনেক মেয়েরা আছে, যারা সাধারণ দশজন মেয়েদের থেকে অগ্রগামী! তারা যেন নিজেকে সুপারস্টার প্রমাণ করতে চায়! সুপারস্টার হওয়ার জন্য তারা কত রকমের কষ্টই না সহ্য করে! অমানবিক চেষ্টা-সংগ্রাম করে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তাদেরকে সুপারস্টার ভাববে, মডেল মনে করবে! তারা খ্যাতির লোভে প্রয়োজনে নিজের ইজ্জত-আব্রু বিক্রি করে দিবে, দুদিনের প্রসিদ্ধির জন্য নিজের শরীরের সবটুকু দিয়ে দিবে! তবুও তাকে সুপারস্টার হতে হবে! মডেল হতে হবে!! নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সফল (!) হতে হবে!!!

পরিতাপের বিষয় হলো ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের কোনো না কোন মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। হয়তো বাপ-দাদারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। কিন্তু দুনিয়ার চাকচিক্য, ফেমাস হওয়ার লোভ আর মিডিয়ায় অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন

তাদেব এভাবে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকার চোবাবালিতে। এই হলো, আজকের মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র!

আসল কথা হলো, যতদিন আপনি দেখতে সুন্দর, আপনার রূপের আলো ঝলমল করবে, আপনার নিটোল গালের হাসি দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করতে পারবেন, আপনার যৌবনের উচ্ছ্বলতায় চারপাশ প্রাণবন্ত করে রাখতে পারবেন, ততোদিন আপনি ওইসব পুরুষের কাছে মূল্যবান। ততোদিন পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন ছাপাবে। মিডিয়ার ক্যামেরাগুলো আপনার পেছনে ঘুরঘুর করবে। এরপর যখন আপনি সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলবেন, আপনার রূপে আঁধার নেমে আসবে, আপনার নিটোল গালের হাসি দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করতে পারবেন না, আপনার উচ্ছ্বলতায় চারপাশ প্রাণবন্ত হবে না; তখন আপনি তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবেন। আপনি যদি জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় সময় কাটাতে থাকেন, তবু কেউ আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কেউ আপনার খোঁজ-খবর কেউ নিবে না।

হে বোন আমার! এখনো সময় আছে, ভাবুন। কোন পথে যাচ্ছেন? কাকে সন্তুষ্ট করছেন? কীসের মোহে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন? সময় থাকতে ভাবুন। নতুবা শত আফসোস করেও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন না।

তার সঙ্গেই সুখের সংসার করুন

হে বোন! অবাক হই, যখন দেখি একজন নারী তার স্বাভাবিক কোমলতা ও নম্রতার মতো সুন্দর গুণাবলিকে বিসর্জন দিয়ে, হয়ে উঠে ঘাতক-খুনি। আপনার বিয়ের আগে যদি কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থেকেই থাকে, তবে তাকে আপনি বিয়ে করে নিন। তার সঙ্গেই সুখের সংসার করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পরস্পর দুজন মানুষের ভালোবাসার জন্য বিয়ে থেকে উত্তম কিছু নেই।' আর যদি তাকে বিয়ে না-ই করেন এবং অন্যের সংসারে যান, তবে আগের জীবনের গল্প এখানেই শেষ করে দিন। দুদিকের সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে কেনো একজন নিরীহ মানুষের জীবন ধ্বংস করেন? কেনো ডাবল রোলে পার্ট করেন?

কেন এই উদাসীনতা?

প্রিয় বোন! হাসি-তামাশা, আনন্দ-বিনোদন; সর্বোপরি দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছে ও এমনভাবে ভুলিয়ে রেখেছে আমাদের মৃত্যু, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, কবর ও পরকাল সম্পর্কে; যেন আমরা বিশ্বাস করেছি আমাদের মৃত্যু হবেনা! আমরা কবরে যাবো না। আমরা শেষ বিচারের মুখোমুখি হবো না!

মানুষের হাতে এমন সব উপকরণ রয়েছে, আজকাল অনায়াসেই মানুষ সেসবে ডুবে থাকতে পারে। ভুলে থাকতে পারে মৃত্যুর কথা, কবর-হাশরের কথা। বর্তমান প্রজন্মকে এমনভাবে আত্মভোলা করে রাখা হয়েছে, এদের সামনে মৃত্যু, কবর-হাশর, জান্নাত-জাহান্নামের কথা তুলে ধরা হলে এরা এগুলোকে গতানুগতিক মোল্লা-মুনশিদের 'নীতিকথা' বা 'ধর্মকথা' মনে করে। এক কান দিয়ে ঢোকায়, অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। কেন এই উদাসীনতা? কেন এই নির্লিপ্ততা? রঙিন পৃথিবীর রঙের মেলায় আর কদিন ঘুরপাক খাবেন? কেন উদাসীন হয়ে দয়াময় রবের করুণা থেকে দূরে যাচ্ছেন? আল্লাহ তায়ালা কত দরদভরে আপনাকে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে মানুষ! কোন জিনিষ তোমাকে তোমার মহামহিম রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?

শিয়ালকে চিনে রাখুন

হে আমার বোন! আপনি কাদেরকে 'রক্ষক' হিসেবে চিনেন! কাদের আপন মনে করেন!! বিশ্বাস করুন, আপনি যাদেরকে রক্ষক হিসেবে চিনেন, তারা কেউ আপনার রক্ষক নয়; তারা হলো আপনার ভক্ষক। কোন পরপুরুষ আপনার 'আপন' হতে পারে না। আপনার মা-বাবা ও ভাই-বোন ছাড়া আপনি কোথাও নিরাপদ নন। পরপুরুষ যত ভাল অবস্থানেই থাকুক না কেন, সে তার পশুসুলভ আচরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

হেফাজত করুন মূল্যবান সম্পদ

হে বোন! জেনে রাখুন, একবার যদি কোনো মেয়ের জীবনে 'ঝড়' নেমে আসে আর তার সমাজ যদি তা জেনে যায়, তবে কেউই তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবে না। এমনকি যে পুরুষ তাকে 'নষ্ট' করেছে, সেও তাকে বিয়ে করে নিজের জীবনে আনতে রাজি হবে না। অথচ সে বিয়ের মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে তার সতীত্ব নাশ করেছে ও সম্ভ্রম শেষ করেছে; এবং তার মনের চাহিদা পূরণ করে কেটে পড়েছে। অথচ এই লম্পট যখন বিয়ের মাধ্যমে কোন নারীকে ঘরে উঠাবে, তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র, সতী ও পবিত্র নারীকেই পছন্দ করবে। সে কখনো কামনা করবে না যে, তার স্ত্রী হোক একজন নষ্ট নারী, ঘরওয়ালি হোক একজন চরিত্রহীন মহিলা এবং তার সন্তানের মা হোক একজন ব্যভিচারিণী। নিজে ফাসিক ও পাপী হয়েও সে চাইবে তার স্ত্রী হোক পবিত্র নারী। এমনকি যখন সে নিজের 'কুঅভ্যাস' পূর্ণ করার জন্য পাপের বাজারে কোনো পাপিষ্ঠা নারীকে খুঁজে পাবে না এবং বিয়ে ছাড়া কোন পন্থাও থাকবেনা, তখন সে নিজের স্ত্রী নির্বাচনের জন্য কোনো পতিতাকে বা নষ্ট মহিলাকে কখনোই 'ঘরের বউ' বানাতে রাজি হবে না।

সাবধান হোন হে বোন! নিজেকে নিজে রক্ষা না করলে, কেউই জোর করে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

যে জীবন অশান্তির

হে আমার বোন! একজন নারী দুনিয়াবি যত মর্যাদাই অর্জন করুক, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত উৎকর্ষতাই সাধন করুক, এবং যতই ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করুক, এতে তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হবে না। তাদের এসব মান-মর্যাদা, প্রসিদ্ধি, সম্পদ-বৈভব তাদের মনকে প্রশান্ত করতে পারবে না। বিবাহের মাধ্যমে ও স্বামীর সান্নিধ্যের দ্বারা জীবনে নেমে আসতে পারে সুখ-শান্তি। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই একজন নারী পৌঁছুবে চূড়ান্ত সফলতায়। সে তখনই প্রকৃত শান্তির খোঁজ পায়, যখন সে একজন আদর্শ স্ত্রী হতে পারে; একজন সম্মানিতা মা হতে পারে এবং হতে পারে একটি বাড়ির ঘরোয়া বিষয়ের জিম্মাদার।

একজন সাধারণ নারী থেকে শুরু করে রাণী, রাজকন্যা, বিশ্বসুন্দরীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা। এ ক্ষেত্রে আমরা নাম উল্লেখ না করে দু'জন নারীর উদাহরণ দিতে চাই। আমরা তাদেরকে চিনি ও জানি। তারা

উচ্চশিক্ষিতা, ধনবতী ও সুসাহিত্যিক। স্বামীহারা হয়ে তারা প্রায় পাগল অবস্থায় বেঁচে আছেন। কয়েকদিন আগেও তাদের জীবন ছিলো স্বাভাবিক, মুখে ছিলো হাসি আর জীবন ছিলো আনন্দে ভরপুর। এখন তাদের সবই আছে, হারিয়েছে শুধু স্বামী। একজন নারী যদি দুনিয়ার কোন কিছুই না পায়, কিন্তু একজন যোগ্য স্বামী পেয়ে যায়; তবে সে যেন সবকিছুই পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোন নারী যদি দুনিয়ার সবকিছুই অর্জন করে ফেলে, কিন্তু স্বামীর মত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়; তবে সে যেন সব নেয়ামত থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেল। বিয়ে হচ্ছে প্রতিটি নারীর সর্বোচ্চ স্বপ্ন ও চূড়ান্ত কামনা। নারী যদি পার্লামেন্টের সদস্যও হয়ে যায় কিংবা কোনো রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও হয়ে যায়, তথাপি তাদের মনের প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না বউ হয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করবে।

আপনার জন্য একটি সতর্কবার্তা

হে বোন! আপনি যদি খোলামেলা ও পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তবে আপনাকে জানাচ্ছি এক সতর্কবার্তা। কেননা, লাগামহীন জীবনযাপন আপনাকে নাফরমানি ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। মানুষের চোখেও আপনি মূল্যহীন ও তুচ্ছ হয়ে পড়বেন। আমরা একবার কয়েকজন 'ছাত্রের' কাছে জানতে চেয়েছিলাম—যারা বিপণি বিতানগুলোতে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে (ছুটির সময়) নারীদের পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করে, তাদেরকে বললাম—"তোমরা সেসব তরুণীকে কোন দৃষ্টিতে দেখো, যারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়?" তারা সবাই তখন আমাকে জানালো—'বিশ্বাস করুন! আমরা মোটেই তাদেরকে ভালো চোখে দেখি না। আমরা তাদেরকে 'নষ্ট-প্রকৃতির' মনে করি। তাকে নিয়ে এবং তার আবেগ নিয়ে আমরা একটু 'প্রেম-প্রেম' খেলা করি। তারপর আমাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেলে কিংবা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ওদেরকে 'ছেড়ে দেই।'

আপনারা অবাক হবেন, তাদের মধ্য থেকে একজন আমাদেরকে এও জানালো যে—'ভাই! বিশ্বাস করুন, যখন আমরা বিপণি কেন্দ্রগুলোতে ঘুরে বেড়াই আর কোনো পর্দানশীন নারীকে দেখতে পাই, তখন তাকে নিজের অজান্তেই শ্রদ্ধা জানাই। তার নিকটবর্তী হওয়ার সাহস-ই পাই না। বরং কেউ এমন 'দুঃসাহস' করলে আমরাই তাকে বাধা দিই।'

গন্তব্য কেন জাহান্নামের দিকে?

হে বোন! আপনি যত খোলামেলা হবেন, অশ্লীলতার বাজার ততো গরম হবে বেড়ে যাবে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই এবং বিভিন্ন রকমের অপরাধ। মনে রাখবেন, শয়তান পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্যই আপনাকেই ব্যবহার করে। সুতরাং যে নারী শয়তানের ফাঁদে পা দেবে, শয়তানের আনুগত্য করবে, প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেবে, 'আধুনিকতা' ও 'সামাজিকতা'-এর অনুসরণ করে পোশাক কিংবা বোরকা পরবে, ভ্রু-কর্তন করবে বা ভ্রু ছোট করবে, গান-বাজনা বা নাটক সিনেমা দেখে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে, আর আল্লাহর দ্বীনের চেয়ে তথাকথিত সামাজিকতা তার কাছে বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাহলে জেনে রাখুন সেই নারীই নাফরমান। রবের অবাধ্য এরকম অবাধ্যদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে জাহান্নাম ও জাহান্নামের আগুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম এবং রাসূলকে মানতাম![১]

এসব আয়াত হলো সেসব নারীদের জন্য, যারা তাদের রবের নাফরমানি করেছে এবং নিজের আখেরাতকে ভুলে গিয়েছে। তাদের মিজান বা আমলের পাল্লা হালকা হবে। কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে তাদের বাবা-মা পর্যন্ত অস্বীকার করবে এবং তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে নিজেদের নির্দোষ ঘোষণা করবে। কোনো উপকারে আসবে না তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন। কোনো কাজে লাগবে না তাদের বালা-চুড়ি ও প্রসাধনী। কোন কল্যাণে আসবে না সোশ্যাল মিডিয়ার হাজারো ফ্যান-ফলোয়ার।

জাহান্নামীরা কীভাবে থাকবে জাহান্নামে? তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে অনন্তকাল। সেখানে নেই তৃপ্তির ঘুম। না মৃত্যু হবে, না বেঁচে থাকা যাবে! পান করতে হবে জাহান্নামিদের দূষিত রক্ত-পুঁজ। তাদের খেতে দেয়া হবে 'জাক্কুম'। জাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা আস-সাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। জাক্কুমের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়,

---

[১]. সূরা আহযাব : ২২, ২৫।

জাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে।[১৩] কেননা, এখানে মানুষকে খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য সূরায় বলা হয়েছে,

لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.

তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে। অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর তার উপর পান কববে উত্তপ্ত পানি। পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।[১৪]

শুধু আগুন আর আগুন। আগুন থাকবে তাদের চেহারায়। জাহান্নামীরা থাকবে শিকলবন্দী। শিকলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে ফেরেশতাদের কাছে। তারা এদের জাহান্নামের আগুনে টেনে-হেঁচড়ে ঘুরে বেড়াবে। তখন কী ভয়ানক কষ্ট যে হবে! তাদের শরীর থেকে দূষিত রক্ত, পুঁজ বা ঘাম বের হবে। শোনা যাবে শুধু চিৎকার ও হাহাকার। তাদের দেহ থেকে চামড়া খসে খসে পড়বে। থাকবে শুধু হাড্ডি। তাদের দেহ থেকে ছড়াবে তীব্র দুর্গন্ধ।

কোন পথে যাবেন?

আধুনিক নারীরা মনে করছেন পাশ্চাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেই বুঝি উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যাবেন। একবারও কি তারা ভেবে দেখেছেন, যে পথে তারা অগ্রসর হচ্ছেন, সে পথ থেকে কখনও ফিরে আসতে পারবেন কি-না? কখনো কি ভেবে দেখেছেন, জীবনসন্ধ্যার শেষটা কোথায় হবে? কেমন হবে?

চিন্তা করে দেখুন, কোন পথ গ্রহণ করবেন! কোন পথে যাবেন? এখনও সময় আছে। এখনও চাইলে অতীতের গৌরবদীপ্ত কীর্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। আজও আপনাদের থেকে জন্ম নিতে পারে দিগ্বিজয়ী বীর, সত্য ও ন্যায়ের সেনানী, যুগের নকিব, মুজাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফাসসির। আপনাদের

---

[১৩] ফাতহুল কাদীর।

[১৪] . সূরা আল-ওয়াক্বি'আ: ৫২-৫৬।

কোলে তৈরি হতে পারে মুসলিম জাতির কাণ্ডারি। হে বোন আসুন, সে পথেই অগ্রসর হোন। আল্লাহর সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

সৌভাগ্যের সোপান

হে আমার বোন! আপনি হোন খেজুর গাছের মতো গুণবতী। খেজুর গাছ থাকে সব ধরনের আবিলতা-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। ঢিল ছোড়লে ফল দেয়। শীত কিংবা গ্রীষ্ম সব সময়ই সজীব। নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেয় মানুষের কল্যাণে।

নিজেকে নিয়ে যান সব ধরনের তুচ্ছ কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে। শালীনতা পরিপন্থী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। আপনার কথা হোক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। আপনার নীরবতা হোক প্রজ্ঞাময়। আপনার চিন্তা হোক উম্মাহকে ঘিরে, উম্মাহর কল্যাণের জন্য। আপনার চিন্তা হোক সমৃদ্ধ ও বাস্তবিক। তখন আপনি লাভ করবেন সৌভাগ্য ও সফলতা। এভাবে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। মানুষের আন্তরিক দুআ আপনাকে সিক্ত করবে। আল্লাহ আপনার ওপর থেকে কষ্টের মেঘ, ভয়ের ছায়া ও পঙ্কিলতার স্তূপ সরিয়ে দিবেন। আপনি ঘুমান মুমিনের দুআর বৃষ্টি নিয়ে। জেগে উঠুন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে। আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগবিলাসের উপকরণে কামিয়াবি নেই। কামিয়াবি শুধু দ্বীনের মধ্যে। আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের মধ্যে। সৌভাগ্য নিহিত নয় নতুন কাপড়চোপড় ও অসংখ্য খাদিমের খিদমতের মাঝে। সৌভাগ্যের সোপান রয়েছে মহান রবের বিধান অনুসরণের মাঝে।

হে বোন! নিরাশ হবেন না। অবস্থা পরিবর্তনশীল। আপনার অবস্থা আজ হোক, কাল হোক পরিবর্তন হবেই। তবে পরিবর্তন আসে ধীরে ধীরে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।[১৮]

আপনার সাহস ভেঙে দেওয়া জিনিসগুলোই একসময় আপনাকে সাহস যোগাবে। তাই হতাশাকে কখনো জয়ী হতে দিবেন না।

---

[১৮]. সূরা ইনশিরাহ: ৯।

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন উত্তম আখলাকে

হে বোন! বিশ্বাস রাখুন, সমস্যা যখন আছে, অবশ্যই তার সমাধানও আছে। কান্নার পর রয়েছে আনন্দের হাসি। নিকষ অন্ধকার রাতের পর আছে প্রভাতের আলোকিত সূর্য। কোন কিছুই স্থায়ী নয়, আপনার কষ্টগুলোও চিরদিন স্থায়ী থাকবে না। বিপদাপদ, কষ্ট ও দুঃখের এই অবস্থা একসময় বদলে যাবে। জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতে আপনি হোন একজন 'সাবিরা'। প্রতিটি কষ্টে আপনি সবর করুন। বিশ্বাস করুন, আপনার সবরের পুরস্কার আপনি উভয় জাহানে পাবেন। আপনাকে করা হবে সম্মানিত ও দান করা হবে বিশেষ মর্যাদা।

আপনার সন্তান দ্বীনের পতাকাবাহী হবে এবং জাতির পথপ্রদর্শক। তবে তার জন্যে শর্ত হলো, সন্তানকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিপালন করতে হবে। বড় হয়ে সে আপনার জন্য শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে দুআ করবে।

আপনার জন্য এতটুকুই তো অনেক গর্বের বিষয় যে, সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠমানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদাত্রী মা-ও একজন 'নারী' ছিলেন। আপনি আপনার সমমনা নারীদেরকে মূল্যবান উপদেশ, হৃদয়গ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে তাওহিদের দাওয়াত দিন। আরো বোনদেরকে তাদের আমানত পৌঁছে দিন। যারা তাওহিদের বুঝ পায়নি, যারা আল্লাহর একত্ববাদের মর্ম বুঝে না; যারা আল্লাহর জন্য হৃদ্যতা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাদেরকে সে বিষয়গুলো জানিয়ে দিন। হে বোন! গল্পের আসরে বসলে তো কত অহেতুক ও অনর্থক কথাই বলেন! ঈমান ও আকিদার কথাগুলো যদি আপনি না বলেন, আর আপনার কোন বোন যদি ঈমান ও আকিদার বিষয়ে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়; আপনি কি তখন তার দায়ভার এড়াতে পারবেন? আপনি নিজেকে উত্তম আলাপচারিতার মাধ্যমে, উত্তম আচরণের মাধ্যমে ও উত্তম কাজের মাধ্যমে সবার সামনে উত্তম দৃষ্টান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। একজন নারী স্রেফ তার উত্তম আচরণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে এতো বড় ভূমিকা রাখতে পারবে, যা অন্যরা বড়বড় বক্তৃতা, লেকচার দিয়েও করতে পারবে না।

আপনি শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী

হে আমার বোন! আপনার জীবনে কোন দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে? আপনি ভেঙে পড়বেন না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্যে পরীক্ষা। আপনার জন্য অবশ্যই সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ চাইলে এগুলো খুব সহজে এই পরিস্থিতি বদলে যাবে।

সবসময় নেক কাজ করুন। নেক কাজ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। গোনাহ মানুষকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আপনি যেখানেই যান সবসময় শরিয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলুন। আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মজবুতির সঙ্গে ধরে রাখুন। দ্বীনের জন্য দৃঢ় থাকুন। আপনি একজন মুসলিম নারী, এটা আপনার জন্য চরম সৌভাগ্য ও পরম আভিজাত্যের বিষয়। ঈমানের চেয়ে দামী 'দৌলত' আর কিছুই হতে পারে না। গর্ব করুন এই ভেবে যে, আল্লাহ আপনাকে মুসলিম পরিবারে ভূমিষ্ঠ করে মানবজাতির মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেসকল নারী কাফির পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে একটু দেখুন, বিশ্বাস করুন তাদের অবস্থা আপনার মতো নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের কেউ খ্রিস্টান, কেউ ইহুদি ও কেউ অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। জন্মসূত্রে তারা ইসলামের আলো পায় না। বিপরীতে আল্লাহ আপনাকে মুসলিম পরিবারে একজন মুসলিম নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের সদস্য বানিয়েছেন। আপনার শিবিরে তাকিয়ে দেখুন, কাতারের প্রথম সারিতে পেয়ে যাবেন হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না-দের মত মহীয়সী নারীদেরকে।

পার্থক্য খেয়াল করুন

হে বোন! আপনি নিজেকে নিশ্চিত সৌভাগ্যবতী মনে করবেন যদি একটি বিষয় ভাবেন। তা হলো—মুসলিমবিশ্বে মুমিন নারীর অবস্থান দেখুন, ও অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে কাফির নারীর অবস্থান দেখুন! মুসলিমবিশ্বের মুসলিম নারী হয়ে থাকেন আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, সতী, রোজাদার, নামাজি, পর্দানশীন ও স্বামীর অনুগত। সে তার রবকে ভয় করে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোমল ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে, সন্তানদেরকে সীমাহীন আদর করে এবং ভালবাসে। অভিনন্দন জানাই সেসব বোনদের, যাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার ও শান্তিময় জীবনের নিশ্চয়তা। পক্ষান্তরে কুফরি রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিম নারীরা হয় আত্মপ্রদর্শনপ্রিয়। নগ্নতা যাদের কাছে স্বাভাবিক। সে হয়ে থাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং নিকৃষ্ট মনোভাবের অধিকারী। সমাজে তাদের কোনো মূল্য নেই এবং কোনো আভিজাত্য ও কৌলীন্য নেই। ইজ্জত-আব্রুর কোনো বালাই নেই। তাদের মধ্যে পরস্পর কোন বিশ্বস্ততা নেই।

এবার আপনি দু'জনকে তুলনা করুন। এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্য করুন। যদিও বাস্তবতা হলো তাদের মাঝে তুলনা করার কোন সুযোগ নেই, প্রিয় বোন! তারপরেও আপনি যদি উভয়ের শুধু বাহ্যিক চিত্র তুলনা করেন তখন আপনি অবশ্যই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। কারণ, তখন আপনি নিজেকে পাবেন অন্য যে কারো থেকে অধিক ভাগ্যবতী, অধিক সম্মানী, অনেক মর্যাদাবান ও সুখময় জীবনের অধিকারিণী।

শীঘ্রই ফুল হেসে উঠবে

হে বোন! জীবন তো কাটছেই। কারো অট্টালিকায়, কারো কুঁড়েঘরে। কিন্তু দিন শেষে রয়ে যাচ্ছে একটা প্রশ্ন—কে ভাগ্যবান হতে পেরেছে? প্রিয় বোন! মনে রাখবেন, আপনার দ্বীনের প্রতি আনুগত্য দুনিয়ার স্বর্ণ-রৌপ্য থেকে বেশুমার দামী, আপনার আচরণই আপনার অলঙ্কার, আপনার শিষ্টাচারই আপনার সম্পদ। হে বোন! রাতটা পার হতে দিন। শীঘ্রই ফুল হেসে উঠবে। বিষণ্ণতা ও পেরেশানি কেটে যাবে। জীবন হয়ে উঠবে আনন্দের রঙে রঙিন।

কর্মহীন বসে থাকবেন না

প্রিয় বোন! আপনাকে বলছি—আপনি নিজেকে সবসময় কর্মব্যস্ত রাখুন। অলসতাকে ধারে-কাছে আসতে দিবেন না। ঘর ও ঘরের পাঠাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন করুন। বাসাবাড়িতে যদি পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে, তবে ছোট্ট পরিসরে বাগান করুন গাছ-গাছালির যত্ন নিন। নামায পড়ুন কুরআন তিলাওয়াত করুন। উপকারী বই-পুস্তক পড়ুন। প্রতিবেশিদের সঙ্গে খোশালাপ করুন তাদের সঙ্গে এমন কথা বলুন, যা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে। এগুলো আল্লাহ চাহেন তো আপনার জন্য সৌভাগ্য, আনন্দ ও সুখ বয়ে আনবে। খবরদার! কর্মহীন বসে থাকবেন না। কেননা তা আপনার জীবনে দুঃখ, বিষণ্ণতা, সন্দেহ-সংশয়, তিক্ততা ও পেরেশানিকে ডেকে আনবে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, আপনি নিজেকে উপকারি ও ভালো কাজে ব্যস্ত রাখুন। আপনি আপনার শারীরিক ফিটনেসের প্রতি মনোযোগী হোন। ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুন। স্বামী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বান্ধবীদের সঙ্গে সদাচরণ করুন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন। আপনার অন্তরে তাদের জন্যে উদারতা সৃষ্টি করুন।

আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করুন এবং কাজে লাগান

আমাদের কষ্ট ও দুঃখ মূলত আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকেই দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। কষ্টের আড়ালে থাকে সুখ ও শান্তি। বান্দা যখন সবর করে ও শোকর আদায় করে, তখন তার সম্মান বৃদ্ধি করা হয়। তার মর্যাদা বুলন্দ করা হয়। বান্দা যতই আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করে, বান্দার নিয়ামত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃতজ্ঞ বান্দার নিয়ামত কখনো কমে না। অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান বান্দার নিয়ামত আল্লাহ নষ্ট করে দেন এবং তাকে শাস্তির মুখোমুখি করেন। আল্লাহর নিয়ামতের কদর করুন, এবং আদায় করুন আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ অনুগ্রহ করে আপনাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে উপকৃত হোন। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন অকৃতজ্ঞতা থেকে। বেঁচে থাকুন নিয়ামতের বিস্মৃতি থেকে।

সবসময় প্রশংসা করুন মহান রাব্বুল আলামীনের।

ভুলকে এড়িয়ে চলুন

প্রিয় বোন! জীবন যতদিন আছে, ভুল ততদিন থাকবেই। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই, যে নিজেকে দাবি করতে পারবে আমি একেবারে সঠিক, আমি জীবনে কোন ভুল করিনি, আমার জীবন শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ। না বোন! এমন কেউ বলতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভুল করার বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভুলের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেননি। মানুষ ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। আপনি একটা ভুলের জন্য আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারেন না। আপনি কি জানেন! আপনার জীবনটা অন্য হাজারো জীবনের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর? দেখুন, রাস্তার পাশে বসে থাকা কিছু মানুষের দিকে, আর অনুভব করুন তাদের কষ্টের কথা। ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে মানুষ কুকুরের মারামারি দেখুন! তবু কি জীবনের অর্থ বুঝে আসে না? বেঁচে থাকার জন্য তারা যে সংগ্রাম করছে, তা থেকে কি অনুপ্রাণিত হোন না?

আপনার হাজারটা ভুল হয়েছে। তাতে কী হয়েছে! ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তো 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' আছেন। ভুলের জন্য ভেঙে পড়তে নেই। এড়িয়ে চলুন। ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভুলগুলো শুধরে নিন।

আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করুন

প্রিয় বোন! আপনি কষ্ট অনুভব করছেন! একাকিত্ব অনুভব করছেন? নামাজে দাঁড়িয়ে যান, সিজদা করুন ও কান্নাকাটি করুন। দুআর মধ্যে আপনার সব অভিযোগ আল্লাহর কাছে পেশ করুন। তার সাহায্য কামনা করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্ব সহকারে আদায় করুন। সবর ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য তালাশ করুন।

গোনাহমুক্ত জীবন

হে আমার বোন! আমি আপনাকে গোনাহমুক্ত জীবন পরিচালনা করার পরামর্শ দিব। আপনি গোনাহ এড়িয়ে চলুন। কারণ, আপনার কৃত গোনাহ আপনাকে দয়াময় রবের অনুগ্রহ ও দয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিবে। গোনাহ হলো সব দুঃখ-বেদনার মূল উৎস। বিশেষ করে, নারী সমাজের অধিকাংশ যেসব গোনাহে লিপ্ত, সেসব গোনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। গায়রে মাহরামের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের সামনে খোলামেলা চলাফেরা করা, নিজেকে প্রদর্শন করা, গায়রে মাহরামের সাথে একান্তে বসে গল্প করা বা আড্ডা দেয়া, কাজিনদের নিজের আপন ভাই-বোন ভেবে পর্দার তোয়াক্কা না করা।

ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে কাউকে অভিশাপ দেয়া, গালি-গালাজ করা, গীবত করা, দুর্নাম রটানো, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান না দেয়া ইত্যাদি।

বিশ্বাস করুন! আপনি অনেক ভাল আছেন

হে বোন! চারপাশে দৃষ্টি দিন। আপনি দেখবেন, হাসপাতালের শয্যায় হাজার হাজার রোগী প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কেউ কেউ তো বছরের পর বছর মৃত্যুর অপেক্ষায় ছটফট করছে। আপনি দেখেন জেলখানার ওপাশে সহস্র মানুষ পরাজয়ের গ্লানি বয়ে বেঁচে আছে, তাদের আনন্দগুলো পরিণত হয়েছে নীল বেদনায়। মানসিক হাসপাতালে আপনি দেখবেন, মানসিক ভারসাম্য হারানো একদল মানুষ কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে! পাগলের নিদর্শন নিয়ে জীবনের ধূসর মরুভূমি কীভাবে হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে! শত শত এতিম, অসহায়, অনাথ ও

দরিদ্র মানুষ কীভাবে বস্তির কুঁড়েঘরে অসহায় জীবন যাপন করছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য অল্প খাবার জোগাড় করতেও তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

প্রিয় বোন! পৃথিবীতে এমন নারী কি নেই, যার সবক'টি সন্তান একই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে একসঙ্গে মারা গিয়েছে? এমন নারী কি নেই, যার দৃষ্টিশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে? বা যিনি শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? বা যার হাত পা অকেজো হয়ে গিয়েছে? বা যিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন? বা যিনি ক্যান্সার বা এজাতীয় মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন? এর বিপরীতে আপনার শরীর-স্বাস্থ্য অনেক ভাল আছে। শান্তি, সুস্থতা, নিরাপত্তা ও আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করছেন। এসকল নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে এখনই আপনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা দিন।

নিজেকে সস্তা বানাবেন না

বোন আমার! আপনি কি মনে করেন, পাঁচ-দশটা ছেলের সাথে মোবাইলে কথা বললে আপনার সময় কেটে যাবে? আর আপনিও এই পাপের শাস্তি পাবেন না! আসলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, আপনি জানেন না এই কাজের শেষ পরিণতি কী হবে! আপনি জানেন কি ঐসব প্রেমিক নামক ছেলেগুলো আপনার থেকে সাময়িক আনন্দ ছাড়া আর কিছুই চায় না। আপনি হয়ত বলবেন, কথা বললে তো আর কিছু হবে না। আসলে এটা আপনার বোকামি। আপনার সরলতা। এসব প্রেম ভালোবাসার শেষ পরিণাম হলো, তারা আপনার সতীত্বকে কেড়ে নিয়ে আপনাকে নর্দমায় ফেলে দিবে। আপনি তাকে খোঁজে বেড়াবেন, কিন্তু তাকে আর পাবেন না। কারণ, সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করে, এখন নতুন শিকারের সন্ধানে।

পরকালের প্রস্তুতি নিন

হে আমার বোন! দেখুন, কতো মানুষ এই পৃথিবীতে ছিল। তারা সবাই চলে গেছে এই পৃথিবী ছেড়ে। কেউ কি পেরেছে তাদের সঙ্গে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে? তাদের সুরম্য অট্টালিকাগুলো নিয়ে যেতে পেরেছে? তাদের পদ-পদবি, তাদের ক্যারিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছে? তারা কি তাদের সোনাদানার ভাণ্ডার সাথে নিয়ে গিয়েছে? তাদের দৃষ্টিনন্দন গাড়ি-বাড়ি কি তাদের সাথে গিয়েছে? পারেনি। আদৌ পারেনি। তাদেরকে পরনের পোশাক পর্যন্ত ফেলে রেখে যেতে হয়েছে। শুধু কয়েক টুকরো কাফনে জড়িয়ে তাদেরকে কবরে সমাহিত করা হয়েছে।

সেখানে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে—তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে? কাজেই ওই দিনের প্রস্তুতি নিন। দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে আফসোস করবেন না। ক্যারিয়ার নিয়ে অনুতাপ করে করে পরকালকে ভুলে যাবেন না। এগুলো নিতান্তই তুচ্ছ ও ধ্বংসশীল। একটিমাত্র ভূমিকম্পে আপনার সব ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রিয় বোন! মনে রাখবেন, দুনিয়া থেকে আপনি শুধু আপনার নেক আমলই নিয়ে যেতে পারবেন।

শয়তান যেভাবে বাধ্য করে

হে আমার বোন! সোনালী যুগের ইতিহাস পড়ুন। কেমন ছিলো নারী সাহাবিদের জীবন। তাঁরা তো এমন ছিলেন যে, তাদের কোন ত্রুটি হয়েছে, আর সাথে সাথে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কান্নাকাটি ও অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন।

একটু ভাবুন তো বর্তমান যুগের নারীদের নিয়ে? তাদের কত জনের পা ফসকে গিয়েছে, প্রবেশ করেছে পাপাচারের পিচ্ছিল জগতে। তাদের আশেপাশে শয়তান জায়গা করে নিয়েছে বেশ সহজে, তারপর তাদেরকে বিপথগামী করেছে ও বের করে দিয়েছে ইসলামের সুসংরক্ষিত সীমানা থেকে। কাউকে বাধ্য করেছে মূর্তিপূজা করতে, আর কাউকে বাধ্য করেছে প্রবৃত্তিপূজা করতে।

বিশ্বাসী নারীদের আদর্শ

প্রিয় বোন! পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রবক্তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, ইসলামি সংস্কৃতি নারীদের জন্য অত্যাচার ও বন্দিত্ব। ইসলামকে প্রগতির পথে অন্তরায় বলে চেঁচামেচি করছে। কিন্তু ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল অবদান আজও মুসলিম নারীদের প্রেরণা যোগায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একাই ২২১০টি হাদিস[১৬] বর্ণনা করে হাদিস ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। অসংখ্য জটিল মাসআলার সমাধান দিয়ে উম্মতের জন্য দ্বীনের পথকে সহজ করে দিয়েছেন। ইসলামি রীতি-নীতির একনিষ্ঠ অনুসরণ করে নারী সাহাবিগণ হয়েছেন বিশ্বাসী নারীদের আদর্শ। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী যুবাইদা শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নারীকুলের জন্য আজও অনুকরণীয় হয়ে আছেন। এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে,

[১৬]. আল হাদিস ওয়া ইসূলুল হাদিস: ৬৪৪।

যেখানে নারীরা পরিপূর্ণ ইসলামের গণ্ডিতে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এ যুগে প্রয়োজন এমন নিবেদিতপ্রাণ নারীর

হে বোন! এ যুগে প্রয়োজন এমন নিবেদিতপ্রাণ নারীর, যিনি স্বামীভক্তিতে হবেন উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহার ন্যায়, যে মহিয়সী দ্বীন ও ইসলামের উন্নতিকল্পে সহায়তা করেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বস্ব উজাড় করে। ধৈর্য, সংযম ও আল্লাহ প্রেমে হবেন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের ন্যায়, যার ঈমানী দৃঢ়তা দেখে ওমরের মত অগ্নিপুরুষও ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রাণ উৎসর্গে হবেন সুমাইয়ার ন্যায়, যিনি ঈমান ত্যাগ না করার কারণে আবু জাহেলের বর্শার আঘাতে ইসলামের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

স্মরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

প্রিয় বোন! আমরা চাই আপনিও তাদের অনুসরণ করে জান্নাতুল ফিরদাউসের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবেন। স্মরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—"নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী জান্নাতের দরজাসমূহের যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।" একজন মুসলিম নারী হিসাবে আপনাকে সর্বপ্রথম সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> হে নবী, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছি, যে ব্যক্তি সময়মত গুরুত্ব সহকারে তা আদায় করবে আমি তাকে নিজ জিম্মায় জান্নাতে প্রবেশ করাবো, আর যে সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে না তার প্রতি আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে ক্ষমা করব, নচেৎ শাস্তি দিব।[১৭]

---

[১৭]. সহিহ বুখারি : ৩৮।

অদৃশ্যের সব চাবি আল্লাহ তায়ালার কাছে

হে বোন! যেসব জিনিস আপনার সময় নষ্ট করে, সেসব বিষয় এড়িয়ে চলুন। অনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্বলিত পত্র-পত্রিকা, নগ্ন ছবি, গোনাহের সুড়সুড়ি দেয় এমন গল্প-উপন্যাস বর্জন করুন। ইসলামি পত্রিকা, উপকারি বই-পুস্তক, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের বার্তাবাহী ম্যাগাজিন পড়ুন। কারণ হলো, সব বই এক রকম নয়। কিছু বই ও নিবন্ধ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। অহেতুক সংশয় জন্ম দেয়। মনে রাখবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে অদৃশ্যের সবগুলো ভাণ্ডারের চাবি আছে। একমাত্র তিনিই দুঃখ, পেরেশানি, বিষাদ, অবসাদ দূর করেন। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন। তিনি সবার প্রার্থনা শোনেন। তাঁর সামনে আপনি আপনার প্রয়োজন পেশ করুন।

আল্লাহর কাছে পুণ্যের আশা রাখুন

বোন! আপনি আল্লাহর কাছে পুণ্যের আশা রাখুন। আপনার উপর কখনও যদি দুঃখ-বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, আপনি ধরে নিন, এর মাধ্যমে আপনার গুনাহের কাফফারা হচ্ছে। যদি কোনো রোগ-ব্যাধি আপনার শরীরে হানা দেয়, আপনি ব্যথিত হোন—নিশ্চিত থাকুন, এর বিনিময়ে আপনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিশ্চিত পুরষ্কার পাবেন। আপনার সেই পুণ্যের পুরস্কার তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে। দরিদ্র, অভাব, রোগ, অসুস্থতা, এগুলোর প্রতিটির ওপর আপনি পুরস্কার পাবেন। যারা এসব বিপদাপদে সবর করবে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সুংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন

বোন! আপনার জীবনের সেই অংশটি অতীব মূল্যবান, যা আপনি আনন্দ, প্রফুল্লতা ও আত্মপ্রশান্তির সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। যদিও তখন আপনাকে অল্পতুষ্ট থাকতে হয়েছে। অল্পতুষ্টির জীবন আল্লাহর কাছে প্রিয়। সে জীবন গ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন। আল্লাহর লিখে দেওয়া ভাগ্যের উপর সবসময় সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হোন।

আপনি প্রজাপতির মত হোন। প্রজাপতি হালকা গড়নের হয়ে থাকে; অথচ কত দৃষ্টিনন্দন। অন্যদের কোনো কিছুতেই সে নাক গলায় না। এক ফুল থেকে আরেক

ফুলে উড়ে বেড়ায়। এক পাহাড় থেকে উড়ে যায় অন্য পাহাড়ে। বিভিন্ন বাগানে ঘুরে বেড়ায়। হে বোন! আপনি মৌমাছির মতো হোন। মৌমাছি পান করে পবিত্র জিনিস এবং নির্গতও করে পবিত্র ও কল্যাণকর জিনিস। মৌমাছি গাছের ডালে বসে কখনো সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে না। সুমিষ্ট পান করে খুবই কোমলতার সঙ্গে। এবং দান করে উপকারী মধু। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আপনার রব মধু মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও উঁচু চালে গৃহ তৈরি করো। অতঃপর সর্বপ্রকার ফল থেকে আহার করো এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও. তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙ এর পানি বের হয়, এতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।[১৮]

উচ্চ মনোবলের অধিকারী হোন

হে দ্বীনি বোন! দৃঢ় প্রত্যয় ও উচ্চ মনোবল গ্রহণ করুন। ব্যর্থতার কথা ভুলেও মনের মাঝে স্থান দেবেন না। মাথার ভেতর থেকে নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলুন। মনে রাখবেন, জীবন হলো কয়েকটি প্রহর ও হাতেগোনা কিছু বেলার সমষ্টি। পিপীলিকার মতো সাধনা করুন। ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। ইলম অর্জন ও উচ্চ মনোবলকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিন। কারণ সফলতা এই দুটি গুণের সাথে জড়িত। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরজা। আর ইলম হলো সে বন্ধ দুয়ারের চাবি। প্রতিটি মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় এ দুটি জিনিসে—সুউচ্চ মনোবল, যা তার উন্নতি সাধন করবে। এবং ইলম, যা তাকে বিচক্ষণতা দান করবে ও সঠিক পথ দেখাবে।

---

[১৮]. সূরা নাহল: ৬৮, ৬৯।

সংশোধন ও পরিশুদ্ধির সুযোগ সবসময় থাকে

হে আমার বোন! কুরআন শরীফ মুখস্ত করুন। একবার ভুলে গেলে আরেকবার মুখস্থ করুন। বার বার পড়ুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আপনি কখনোই নিজেকে আশাহত ও নিরাশ অনুভব করবেন না। মানব মেধা কোনো কিছুকেই সমাপ্তি মনে করে না। কাজেই সংশোধন ও পরিশুদ্ধির সুযোগ সবসময় থাকে। অভিজ্ঞতা অর্জন করা, হোঁচট খাওয়া ও অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া মানুষের প্রবৃত্তিরই একটি অংশ। জীবন একটি দেহের মতো। যদি তার কোথাও পচন দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা সারিয়ে তোলা যায়।

আপনি হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী

প্রিয় বোন! আপনি তাকওয়ার পোশাক পরিধান করুন। নিশ্চিত—আপনি হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। যদিও আপনার গায়ে পুরনো তালি দেয়া পোশাক রয়েছে। কিন্তু তার ওপর জড়িয়ে নিন আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্বের আলখাল্লা। নিশ্চিত আপনি হবেন—পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী। পাদুকাহীন নগ্নপদেও আপনি হবেন সবচেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী।

অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলায়

হে আমার বোন! নিজের ওপর হতাশ হবেন না। অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলায়। যদিও তার পরিবর্তনের গতি শ্লথ। জীবনে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা আসবে। কিন্তু সেগুলোকে আমলে নেয়া যাবে না, সংকীর্ণতাকে এড়িয়ে আপনাকেই পথ করে নিতে হবে। প্রিয় বোন! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অসংখ্য নিআমত দিয়েছেন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত হচ্ছে পানি। এর মাধ্যমে আপনি আপনার পিপাসা নিবারণ করুন, ওজু করুন, গোসল করুন। সূর্য থেকে আলো ও উত্তাপ গ্রহণ করুন। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় স্নান করুন। গাছের ফল-মূল ভক্ষণ করুন। ঝরনার জলে তৃপ্ত হোন। সমুদ্র দেখুন। সুবজ-শ্যামল শষ্যক্ষেত্রে পায়চারী করুন। এই অফুরন্ত নিয়ামত উপভোগ করুন আর আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

যেসব নারীর কোনো মূল্য নেই

হে প্রিয় বোন! আপনি আপনার ঘরে অবস্থান করুন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হবেন না। আপনার সৌভাগ্যের রহস্য আপনার অন্দরমহলের চার দেয়ালের মাঝেই লুক্কায়িত রয়েছে। আপনি আপনার সতীত্ব, সম্মান, মর্যাদা, আভিজাত্য আপনার ঘরে অবস্থান করেই হেফাজত করতে পারবেন। যেসকল নারী বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তাদের কানাকড়ি মূল্য নেই। নিত্য নতুন ডিজাইন ও অভিনব ফ্যাশন দেখতে তারা বাইরের পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে। সাজ-সজ্জার নতুন কী প্রসাধনী এসেছে, শুধু এ তথ্য জানতেই তারা শপিংমল ও বাজার-ঘাট চষে বেড়ায়। এসব বিষয়ের আপডেট রাখতে অনলাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করছে। অদূরদর্শী সেই নারীদের কাছে দ্বীনের কোন মূল্য নেই, দ্বীনের দাওয়াতেরও গুরুত্ব নেই। তারা মুখোরোচক খাবার ও আধুনিক ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য সম্পদ উড়ানোর মাঝেই শান্তি ও সুখ খুঁজে পায়।

সরলভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করুন

হে আমার বোন! অর্থহীন তর্কে একদমই জড়াবেন না। অবান্তর আলাপচারিতায় নাক সেঁধিয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাবেন না। কেননা এটি অন্তরের মাঝে সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা সৃষ্টি করে। কোনো বিষয় লোকসমাজে বিতর্কিত হলে সেখানে নিজের অভিমত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা কাউকে আপনার মতে প্রবক্তা বানানোর চেষ্টা করতে যাবেন না। নিজের অভিমত প্রকাশ করুন খুবই সরলতার সঙ্গে। সাবধান! অভিমত প্রকাশের সময় আপনার মুখ যেন অনিয়ন্ত্রিত না হয়। অযথা চেঁচামেচি করবেন না। হৈ হল্লোড় করবেন না। কাউকে সমালোচনার বস্তু বানিয়ে, তার উপর বিদ্বেষ উগরে দিতে যাবেন না। যা বলার নম্রতার সঙ্গে বলুন। ভদ্র পন্থায় বলুন।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন

হে প্রিয় বোন! আপনি আপনার জীবনের দিকে প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। প্রভাতের উজ্জ্বল কিরণ দিয়ে জীবনকে অভ্যর্থনা জানান। রাতের মৌনতা ও গাম্ভীর্য্য দিয়ে তাকে বরণ করুন। সূর্যের সবটুকু আলোকচ্ছটা সহকারে তাকে গ্রহণ করুন। পরিষ্কার-স্বচ্ছ পানি পান করুন মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার সঙ্গে মিশিয়ে। নির্মল বাতাস উপভোগকালে বুকের সবকটি দুয়ার খুলে দিন। সতেজ কলি

ও প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে আপনার ব্যক্তিত্বে বিমোহিত করুন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর (স্রষ্টার) পবিত্রতাও স্বীকার করুন। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অসাধারণ শিল্পকলার উপর গভীরভাবে ভাবুন.

সিজদা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

অর্থ উপার্জনের মাঝে কোনো সৌভাগ্য নেই। তাকওয়া যার মাঝে আছে সে-ই তো ভাগ্যবান। সৌভাগ্যের প্রথম পাতা এবং দিনের প্রথম শুভেচ্ছাপত্র হচ্ছে ফজরের সালাত। সুতরাং আপনি ফজরের সালাত দিয়ে দিনের সূচনা করেন, তখন আপনি থাকবেন আল্লাহর জিম্মায়, তার প্রতিশ্রুত হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তায়। তিনি আপনাকে সবধরনের কষ্টদায়ক জিনিস থেকে রক্ষা করবেন, কল্যাণের পথ দেখাবেন, সকল ভালো গুণের রাস্তা দেখাবেন। আপনাকে সব অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবেন। ফজরের সালাত দিয়ে যে দিনের সূচনা হয়নি সে দিনে আল্লাহ কোনো বরকত দান না করুন। যে দিনে ফজরের সালাত নেই সে দিন ফলদায়ক না হোক। কারণ, ফজর সালাতই দুআ কবুলের প্রথম নির্দশন। নুসরত, সম্মান, স্থায়িত্ব ও সফলতার রহস্য। যে ফজর সালাত আদায় করেছে তার জন্য সুখ হোক। যে ফজর সালাতে অবহেলা করেছে তার জন্য রয়েছে শুধুই কষ্ট, দুর্ভোগ আর ব্যর্থতা।

যেখানে আপনার প্রতিটি ইচ্ছে বাস্তবায়িত হবে

হে বোন! কিছু মনে করবেন না, একটি সত্য কথা বলছি। আপনি অনেক বড় ভুলের মধ্যে আছেন। আপনি মনে করছেন পরিস্থিতি সবসময় আপনার অনুকূলেই থাকবে। এটা শুধু জান্নাতেই সম্ভব। সেখানে আপনার প্রতিটি ইচ্ছে বাস্তবায়িত হবে। মরীচিকার পৃথিবীতে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এখানে আপনার প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ হবে না। এখানে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো জটিলতার মধ্যে আছে। অসুস্থ, বিপদাপদ, সংকট ও পরীক্ষার পরিক্রমা মানবজীবনকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে।

কল্পনার ডানায় ভেসে বেড়াবেন না

হে বোন! সংকটজনক পরিস্থিতিতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। অনুকূল পরিস্থিতিতে শোকর আদায় করুন। কল্পনার ডানায় ভেসে বেড়াবেন না। চিরদিন সুস্থ থাকবেন; কখনো অসুস্থ হবেন না, সবসময় প্রাচুর্যে থাকবেন; দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত

হবেন না, এমন স্বামী হবে, যার মাঝে কোনো অপ্রিয় বৈশিষ্ট্য থাকবে না, বান্ধবীদের এমন একটি দল পাবেন, যাদের মাঝে কোনো ত্রুটি থাকবে না—এমন স্বপ্ন কখনই আপনার অন্তরে জায়গা দেবেন না। চাইবেনও না। কারণ, পৃথিবীর বুকে এমনটি অসম্ভব। তবে আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি তাদের ভুল-ত্রুটি ও নেতিবাচক বিষয়গুলো থেকে আপনার দৃষ্টি উঠিয়ে নিন। সুধারণা পোষণ করুন। অন্যদের অভিযোগগুলো শ্রবণ করুন। তবে নির্ভর করুন একমাত্র আল্লাহর উপর। একমাত্র তিনিই পারবেন আপনার আস্থার প্রতিদান দিতে।

হতাশার মুহূর্তে বুক চিড়ে বেরিয়েছে যে ফরিয়াদ, এতেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন

আপনি হোন হাজ্জাজের নিকট অবস্থিত সেই বৃদ্ধার মত, যে তার প্রতিপালকের ওপর আস্থা রেখেছিল। যেদিন তার পুত্রকে হাজ্জাজ বন্দী করেছিল এবং বৃদ্ধাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলেছিল, তার পুত্রকে হত্যা করবে, তখন বৃদ্ধা অসম্ভব দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে বলল, তুমি তাকে হত্যা না করলেও একদিন তো সে মারা যাবেই! আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করার ক্ষেত্রে হোন ইরানি বৃদ্ধার মতো যে একদিন মুরগির খোয়াড় দূরে রেখে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমার মুরগির খোঁয়াড় তুমি হেফাজত করো, আর তুমিই সর্বোত্তম হেফাজতকারী। আপনি ধৈর্য ও সহনশীলতায় হোন আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত। তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে নিহত ও শূলিতে বিদ্ধ অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, তার কি এখানো নামার সময় হয়নি। আপনি এই নারীদের গৌরবময় ইতিহাস এবং সুসমৃদ্ধ জীবনচরিতে নজর বুলান।

ধর্মের সহজ বইগুলো পড়ুন

হে সম্মানিত বোন! সৌভাগ্যের বেশকটি উৎস রয়েছে। 'দ্বীনের ব্যুৎপত্তি অর্জন করাও একটি উৎস।' দ্বীনি শিক্ষা বক্ষ প্রশস্ত করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বয়ে আনে। ধর্মের সহজ বইগুলো পড়ুন। উপকার পাবেন। এগুলো আপনাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও ব্যুৎপত্তি দেবে। দলীলসহ বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ পড়ুন। উপকারী বই পড়ুন। আপনি জানতে পারবেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? কোন কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার বিবরণ তাঁর কিতাবে রয়েছে। হাদিস পড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাত ও দ্বীনের সমুন্নত মানসিকতা অর্জন করুন।

চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছে ফেলুন

প্রিয় বোন! আপনি যদি মনে করেন, পৃথিবী আপনার সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি করেছে যে, আপনি যখন যা চাইবেন তাই হবে। জীবনের প্রতিটি শাখা ও প্রতিটি বিষয়ে আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। সব জায়গাতেই আপনার চাওয়ার প্রতিফলন হবে। তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকুন—অতি শিগগিরই আপনি নিজেকে হতাশার গহ্বরে আবিষ্কার করবেন। কারণ এই মানসিকতা আপনার মাঝে এমন এক অনুভূতি জন্ম দেবে যে, যখন আপনি কোন কিছু হারাবেন তখনই আপনি দুঃখ পাবেন। এমনকি প্রতিটি অপূর্ণ ইচ্ছা আপনাকে পোড়াবে।

এর বিপরীতে আপনি বুঝতে সক্ষম হোন যে, পৃথিবীর অভ্যাস হলো, সে আপনাকে কখনো দেবে, কখনো নেবে। কখনো হাসাবে, কখনো কাঁদাবে। কখনো সে আপনার ওপর দানের বৃষ্টি হয়ে বর্ষিত হবে, কখনো মুসিবত হয়ে অনেক কিছু চুষে নেবে। জীবন হলো নেওয়া-দেওয়ার এক অভূতপূর্ব সন্ধি। আপনাকে দেওয়া প্রতিটি দান সে হিসেবের খাতায় টুকে রাখে। একসময় সে অবশ্যই তার বিনিময় তুলে নেবে। জীবনের এই আচরণ শুধু আপনার সঙ্গে নয়; প্রাসাদনিবাসী আর বস্তিবাসী-সকলের সঙ্গে সে এমন আচরণ করে। কাজেই আপনি আপনার দুঃখ হালকা করার চেষ্টা করুন। চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছে ফেলুন। কেননা আপনিই যুগের তীরবৃষ্টির প্রথম শিকার নন। আপনার মাধ্যমেই আঘাত পাওয়ার ধারাবাহিকতা সূচিত হয়নি। শোক ও আনন্দের এই পৃথিবীতে আপনার আগেও অসংখ্য মানুষ অতিবাহিত হয়েছেন।

তারা কেউ সৌভাগ্যের দেখা পায়নি

প্রিয় বোন! যাদের জীবনে প্রাচুর্যের জোয়ার বইছে, কাড়ি কাড়ি টাকা-পয়সার বদৌলতে তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাদের দিকে আপনি আক্ষেপভরা দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তারা আপনার ঈর্ষা নয়; দয়ার পাত্র। ব্যক্তিসুখের তাড়নায় যারা অহেতুক টাকা উড়াচ্ছে, যারা মনের প্রতিটি চাহিদা পূরণকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তারা কখনোই হালাল-হারাম দেখে পথ চলে না। চোখ বড় করে দেখুন, তাদের কেউ সত্যিকার সুখী নয়। তারা কেউ সৌভাগ্যের দেখা পায়নি। প্রতিনিয়ত তারা দুঃখ-বেদনার চোরাবালিতে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে।

আপনার ধৈর্য, দৃঢ়তা, ঈমান, আস্থার প্রাচুর্য

হে আমার বোন! জাগ্রত সময়ে এমন কাজ করুন যা আল্লাহর সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। এরপর আপনি আপনার মনটাকে তাকদীরের উপর সুস্থির রেখে চোখের পাতা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ুন। কথা দিচ্ছি, আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমের আবেশে হারিয়ে যাবেন। আপনার আশেপাশে হয়তো বিভিন্ন ঝামেলা লেলিহান শিখার মতো জ্বলছে। সেগুলোর কোনোটাই আপনাকে ছুঁতে পারবে না। বাইরের দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানিগুলো আপনার অন্তরে প্রবেশ করার মতো ফটক খুঁজে পাবে না। আপনার চোখকে অশ্রুসজল করার উপলক্ষ্য কেউ তৈরি করতে পারবে না। হে বোন! আপনি কি আপনার সন্তান হারিয়েছেন? বা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা কাউকে হারিয়েছেন? বেদনার পাহাড় আপনার উপর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে? কষ্টের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে আপনার মাথা ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে? তাহলে শুনুন, আল্লাহ আপনার জন্যে মহাপ্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন। তিনি আপনার মর্যাদা অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে উন্নীত করার আয়োজন করছেন। তিনি আপনার সাময়িক ক্ষতিকে স্থায়ী লাভে রূপান্তর করার ব্যবস্থা করছেন। অভিনন্দন আপনাকে! আপনার ধৈর্য, দৃঢ়তা, ঈমান ও আস্থার প্রাচুর্যের জন্যে। আপনাকে এ বিশ্বাস লালন করতে হবে যে, আপনি যা করছেন তার উপর মহান আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই মহাপ্রতিদান দিবেন। শীঘ্রই আপনি অবহিত হবেন যে, আপনার কোন শ্রমই বৃথা যায়নি।

পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়

প্রিয় বোন! খুবই ছোট্ট এই পৃথিবী। তারচেয়েও ছোট হলো আমাদের জীবন। হায়াতের যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে আমরা পৃথিবীতে এসেছি। আর পৃথিবী হলো বড্ড বর্ণচোরা। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। সে আজ একজনের দুয়ারে তো কাল অন্যজনের আঙ্গিনায়। পৃথিবীর এই চরিত্র সম্পর্কে যে জ্ঞাত হবে সে কখনই পৃথিবীর কোনো বিষয় নিয়ে আফসোস করবে না। তার হাত থেকে পার্থিব কোনো কিছু ছুটে গেলে তার ওপর সে কখনই নিজেকে আহত বোধ করবে না। আমাদের জন্যে পরকালই উত্তম। একমাত্র পরকালই স্থায়ী। পুরস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর তুলনায় পরকাল অনেক উত্তম। আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, তিনি আপনাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। যার কারণে আপনি বিশ্বাস করেন যে, একদিন সেই আল্লাহর সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। অন্য অমুসলিম নারীদের

মনে এ বিশ্বাস নেই। অভিনন্দন আপনাকে। কারণ, আপনার পরকালের উপর বিশ্বাস রয়েছে। সেই দিনের জন্যে আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হে বোন! এক রাশ আক্ষেপ তাদের জন্যে, যাদের ওই ঈমান নেই। বা আছে, কিন্তু দুর্বল। যারা আখেরাত ভুলে পৃথিবীকে নিয়েই ব্যস্ত আছে। যারা তাদের বাড়ি-ঘর, ঠুনকো জিনিসপত্র ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-উল্লাসে বিভোর আছে। যদি ঈমান না থাকে তাহলে এই আকাশচুম্বী অট্টালিকা, চোখ ধাঁধানো স্বর্ণালঙ্কার ও দামী দামী বালাখানার কি কোন দাম আছে? যদি তাকওয়া না থাকে এই সম্পদগুলোর শেষ পরিণাম কি হবে? রাজত্ব ধনাঢ্যতা ও নেতৃত্ব দিয়ে যদি সৌভাগ্য কেনা যেতো তাহলে পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশাহ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতির জীবনে কোন দুঃশ্চিন্তা-পেরেশানি থাকতো না। তারাই হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু বাস্তবে কি তাই?

আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবুন

প্রিয় বোন! আপনি ভাবুন! মানুষকে নিয়ে ভাবুন! তাদের সৃষ্টিবৈচিত্র্য নিয়ে ভাবুন। তাদের ভাষার বৈচিত্র্য, শ্রেণিগত ভিন্নতা ও আবেগপ্রবণতার রকমফের নিয়ে ভাবুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কত সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। কী চমৎকার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দিয়েছেন। চেহারা-সুরতে কতোটা দীপ্তি দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন! মহান আল্লাহ কিভাবে জমিনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন! কীভাবে তিনি ভূগর্ভ থেকে উচ্ছ্বসিত জলধারা উদগীরিত করছেন! এবং তার মাধ্যমে বৃক্ষ-তরুলতা সজীব করছেন। কীভাবে তিনি আকাশচুম্বী সারি সারি পাহাড়গুলোকে পূর্ণ ভারসাম্যের সঙ্গে মাটির ওপর স্থাপন করেছেন। বিপুল বিস্ময়ে লক্ষ্য করুন—কীভাবে তিনি জমিনের উপর নিপুণ কৌশলে সমুদ্র ও নদী-নালা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

হে আমার বোন!

আপনি কি সুখী হতে চান? তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই দশটি কথা মেনে চলতে হবে। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ চাইলে আপনাকে সুখ ধরা দিবে।

১. আপনার জীবিকা উপার্জনের পথটি আপনার মনঃপূত হতে হবে। যদি এমন কোন পথ না থাকে তাহলে আপনি এমন কোনো কাজে নিজেকে নিমগ্ন করুন যে কাজে আপনি মনের সুখ খুঁজে পান। কাজের অবসরে সেই কাজগুলো করতে থাকুন এবং নিজেকে সে কাজে দক্ষ করে তুলুন।

২. স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিন। কেননা সুস্বাস্থ্যই সুখের মূল চাবিকাঠি। সুস্বাস্থ্যের জন্যে আপনাকে অবশ্যই পরিমিত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হতে হবে। পানাহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। বাজে অভ্যাস থেকে নেজেকে নিবৃত্ত রাখুন।

৩. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। অবশ্যই আপনাকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কারণ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যক্তিকে কর্মমুখী ও উদ্যমী বানায়।

৪. জীবনে যেভাবে আছে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করুন। তিক্ততা, মিষ্টতা যাই আসুক বরণ করে নিন।

৫. বর্তমান-ই আসল জীবন। অতীতের দুঃখ-বেদনা ও আগামীর অগ্রিম দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার চক্করে ঘুরপাক খেয়ে আপনি শেষে কিছুই পাবেন না। যোগ-বিয়োগ করুন লাভের খাতা শূন্যই পাবেন।

৬. যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কাজ করার আগে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করুন। সিদ্ধান্ত ও কাজের পরিণতি যাই হোক—অন্য কাউকে কখনই তার জন্যে অপরাধীর কাঠগড়ায় ফেলবেন না।

৭. চোখের দৃষ্টি শুধু ওই সকল ব্যক্তির উপর রাখবেন, যারা (পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে) আপনার চেয়ে নিম্নস্তরে আছে।

৮. সবসময় মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে রাখবেন। বিনম্র হবেন। নিজেকে আশাবাদী মানুষদের সংশ্রবে রাখার চেষ্টা করবেন।

৯. অন্যদের মাঝেও সম্প্রীতি ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন। দেখবেন, বাতাস তাদের দিক থেকেও আপনার দিকে ভালোবাসার সুবাস নিয়ে আসছে।

১০. আনন্দ ও সম্প্রীতির সুযোগ পেলে সেটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। জীবনকে সৌভাগ্যসুধায় সতেজ রাখতে হলে আপনাকে সবসময় প্রীতিময় থাকতে হবে।

দানশীলতায় অভ্যস্ত হোন

হে আমার বোন! সাদাকা হলো রহমতের অন্যতম দরজা। এ দরজা দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বচ্ছলতা নেমে আসে। সাদাকা ব্যক্তিকে নেক আমলের উপর উদ্বুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি বেশি বেশি দান-খয়রাত করে তার বিভিন্ন জটিলতা

নিরসনে মহান আল্লাহ্ সহায়তা করেন। দানশীল ব্যক্তির জীবনে সমস্যার প্রকোপ অন্যদের তুলনায় কম থাকে। যার ফলে তিনি সবসময় সচ্ছল জীবন অতিবাহিত করেন। কাজেই যতোটুকুই সম্ভব সাদাকা করুন। দানশীলতায় অভ্যস্ত হোন। সাদাকার জিনিসকে কখনই তুচ্ছ মনে করবেন না। এক টুকরো খেজুর, এক লোকমা ভাত, এক চুমুক পানি হলেও দান করুন। পিতৃসোহাগ বঞ্চিত, মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত অনাথকে কাছে টেনে নিন। তার মুখে খাবার তুলে দিন। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির আপ্যায়ন করুন। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করুন। দেখবেন, মহান আল্লাহ্ আপনার সমস্ত পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন।

যাদের জীবনে নেমে এসেছিলো লাঞ্ছনার বিভীষিকা

হে সম্মানিত বোন! ইতিহাসের পাতা থেকে ঘুরে আসুন। শত শত উদাহরণ পাবেন। ক্ষমতার সিংহাসনে আসীন অবস্থায় যাদের জীবন ছিলো আড়ম্বরপূর্ণ। বুকের উপর শোভা পেত বিরল মুক্তার মালা। যুগের পালাবদলে সিংহাসন থেকে ছিটকে পড়তেই তাদের জীবনে নেমে এসেছিলো লাঞ্ছনার বিভীষিকা। তাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো হয়েছিলো জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি। মুক্তোখচিত শাহী পোশাকের স্থলে তাদের পরতে হয়েছে কারাবন্দীর মলিন ছিন্ন বস্ত্র। কাজেই আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনি এমন মুক্তা সংগ্রহ করুন যা কেউ কোনো দিন আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, কোনো অত্যাচারীর খড়গহস্ত যাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বিনম্র সালাত, অশ্রুসিক্ত আঁখি, নিষ্কলুষ দান, ভাবুক মনের তিলাওয়াত—এগুলোই হোক আপনার চিরন্তন মুক্তামালা।

সবচে' বেশী মূল্যবান হলো আপনার জীবন

হে আমার বোন! একটু কল্পনা করুন আপনার সবগুলো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। একটি চাওয়াও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দেখা গেল, সেগুলো ভালভাবে উপভোগ করার পূর্বেই হঠাৎ সবগুলো আপনার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। তখন কি আপনি দুঃখিত হবেন না? হতাশায় মুষড়ে পড়বেন না? প্রচণ্ড অনুশোচনার আগুনে নিজেকে দগ্ধ করবেন না? এই নেআমতরাজি হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ভেঙ্গে পড়বেন না? অথচ নেআমতের মধ্যে সবচে' বেশী মূল্যবান হলো আপনার জীবন। সোনার চেয়েও দামী জীবনের সেই অতীব মূল্যবান মুহূর্তগুলো একের পর এক নষ্ট হচ্ছে! হায় আফসোস, সেই অনুভূতিটুকুও আজ আপনার নেই। মনে রাখবেন, আপনার

জীবন হলো সেই মূল্যবান মুক্তা, যা পৃথিবীর অন্য কোন বস্তু দিয়ে ক্রয় করা যাবে না। যার মূল্য নির্ধারণ করার কোন বিশেষণ বা বস্তু নেই।

সৌভাগ্য অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না

হে আমার বোন! সৌভাগ্য অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যারা তাদের জীবন-যৌবন, শরীর-স্বাস্থ্য নিঃশেষ করে দিয়েছেন সম্পদ অর্জনের পিছনে। কারণ, তারা মনে করে সম্পদেই তাদের কাছে সৌভাগ্য এনে দিবে। কিন্তু তারা জানে না তারা শ্রেফ মরীচিকার পিছনে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যখন সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে বিগত যৌবন ফেরত চান, তখন বার্ধক্য তাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ফেরত চাইতেই রোগ-ব্যাধি এসে তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে জীবনের উপর। তারা কি কোন ফল পাবে মরীচিকার পিছনে ঘুরে? তারা কি সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে অর্থের বিনিময়ে? অবশ্যই না। মনে রাখবেন, সৌভাগ্য একমাত্র আল্লাহর হাতে. তিনি যাকে চাইবেন একমাত্র তাকেই তা দান করবেন। হয়তো আপনি ভাববেন পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যারা অর্থের মাধ্যমে সৌভাগ্য ফিরিয়ে এনেছে। আসলে বাস্তবে তা নয়। কারণ আপনি নীল চশমা দিয়ে তাদেরকে দেখছেন। আপনি তাদেরকে সাদা চশমা দিয়ে দেখুন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনি তাদের আসল চেহারা দেখতে পাবেন।

তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবেন না

প্রিয় বোন! ধৈর্য ও সহনশীলতা এমন এক কার্যকর হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে একজন মানুষ তার ক্রোধ, নিবুর্দ্ধিতা ও মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। দ্রুততা পরিহার করে, মেধা ও বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়াকে প্রজ্ঞা বলে। তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবেন না। যে কাজ আপনি পাঁচ মিনিটে করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, সে কাজ আপনি কেন তিন মিনিটে করতে যাবেন! তাছাড়া সময় নিয়ে কাজ করলে সে কাজের প্রকৃত উপকার পাওয়া যায়. সে কাজ সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে আদায় হয়। আর আল্লাহ তায়ালা তো বলে দিয়েছেন,

তোমরা যা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছো; তা তোমাদের পিঠের পেছনে এসে গেছে[১৯]

কখনও অলস সময় পার করবেন না

হে আমার বোন! কখনও অলস সময় পার করবেন না। সবসময় নিজেকে ভালো কাজে জড়িয়ে রাখুন। কারণ অলস ব্যক্তিদের মনে হাজারো মন্দ স্বভাব জন্মায়। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে ধ্বংসের জীবাণু। আপনার আমার পার্থিব জীবন হলো পরকালীন জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। কাজেই যারা অবহেলা করে হেলায়-খেলায় এই পার্থিব জীবন নষ্ট করছে তারা নিজেদের চরম সর্বনাশ করছে। দিনশেষে তারাই হবে সেই বঞ্চিত রিক্তহস্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সময়রে ব্যাপারে বারবার সচেতন করছেন। কোনো একজন ব্যক্তিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

তুমি পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও: ১. বার্ধ্যক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে গুরুত্ব দাও। ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও। ৩. দারিদ্রতা আসার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও। ৪. তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে গুরুত্বারোপ করো। ৫. তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকে গুরুত্ব দাও।[২০]

অবশ্যই কষ্টের লাঘব হবে

হে আমার বোন! ভাগ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস গড়ে তুলুন। ওই বিশ্বাস বিপদকালে আপনার মনে প্রশান্তি যোগাবে। বিশেষত বান্দা যখন মনে করবে যে, মহান আল্লাহ

---

[১৯] সুরা নামল : ৭২।

[২০]. আস সুনান, ইমাম তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকিম: ৭৮৪৬। সনদ: বুখারি এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ।

বান্দাদের সার্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ধৈর্যশীল বান্দাদেরকে তিনি অফুরন্ত প্রতিদান ও সীমাহীন পুরস্কার দেবেন। আমরা যদি এভাবে ভাবতে শিখি, নিজেকে এমন চেতনার ওপর গড়তে পারি তাহলে আমাদের দুঃখ-কষ্টগুলো নিমিষেই আনন্দ-উল্লাসে রূপান্তরিত হবে। আক্ষেপ হলো, এতটা শক্তি আমাদের অনেকেরই নেই। কিছু পদ্ধতি আছে, আমরা যদি সেগুলো অবলম্বন করি তাহলে আমাদের বেদনার অনুভূতি হ্রাস পাবে। কষ্টের লাঘব হবে। পদ্ধতিগুলো হলো—কল্পনা করুন, আপনার জীবনে যে বিপদ এসেছে তারচেয়েও বড় বিপদ আসতে পারতো। এরচেয়েও ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি আপনি হতে পারতেন।

১. কিছুক্ষণের জন্য তাদের কথা ভাবুন, যারা আপনার চেয়েও মারাত্মক ও ভয়াবহ বিপদের সঙ্গে লড়াই করছে।

২. ওই নিয়ামত ও কল্যাণগুলোর কথা ভাবুন, যা আপনি প্রতিনিয়ত উপভোগ করছেন। পৃথিবীতে কতো লোক আজ সেসব নেআমত থেকে বঞ্চিত, যেসব নেআমত সম্পর্কে আপনি উদাসীন।

৩. কখনো উদাসীনতা ও হতাশাকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। কেননা এগুলো সবসময় বিপদ বয়ে আনে।

তুচ্ছ বিষয় এড়িয়ে যাবেন

হে আমার বোন! প্রতিনিয়ত ব্যক্তিজীবনে কত দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এতে মানুষের মাঝে কিছুটা অস্বস্তি কাজ করে। মনে করুন, আপনার কারণে আপনার আপনজন যেকোন ছোট্ট দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এতে যদিও তার কোন ক্ষতি হয়নি, তবে কিছুটা সময় মানসিক যন্ত্রণায় কেটেছে। তাই সে আপনাকে সম্বোধন করে বাজে কথা বলেছে। এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে এই তুচ্ছ বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া। প্রায়সময় আমি দেখতে পাই ছোটখাট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে ভয়াবহ কলহ বেধে যায়। এই ছোটখাট বিষয়গুলো মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত ঘরে ঘরে আগুন ধরে যায়। ফলে দীর্ঘ দিনের আত্মীয়তাকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দেয়।

যেভাবে মনে সবসময় আনন্দ-প্রফুল্লতাবোধ বিরাজ করবে

হে আমার বোন! মুমিনদের সবচেয়ে কাছের সত্তা হলেন আল্লাহ। তিনি ভালোবাসার উৎস। ইবাদতকারীর কাছে তাঁর ভালোবাসাই সবচেয়ে গভীর। আল্লাহকে যে ভালোবাসলো, সে নিজের জীবনকেই ভালোবাসল। বেঁচে থাকার সার্থকতা একমাত্র সে ব্যক্তিই খুঁজে পাবে। তার পক্ষেই সম্ভব জীবনকে সত্যিকার অর্থে উপভোগ করতে পারা। এমন ব্যক্তির আত্মা সবসময় আলোকিত থাকে। অন্তর প্রশান্ত থাকে। পরিপূর্ণ ঈমানদারীত্ব থাকে তার অন্তরের অন্তস্তলে। বক্ষ প্রশস্ত থাকে। কারণ, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা অঙ্কিত আছে। সে নিয়মিত আল্লাহর নামগুলো জপে। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলির উপর চিন্তা-ভাবনা করে। আল্লাহর দান, দয়া, অনুকম্পার অনুভূতি সৃষ্টি করে। যার ফলে ব্যক্তির মনে সবসময় আনন্দ-প্রফুল্লতাবোধ বিরাজ করে।

ভালোবাসার আলামত

হে আমার বোন! আপনি কি তাঁকে পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসেন? আপনি কি কখনো নিজেকে এ প্রশ্ন করেছেন যে, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতটুকু ভালবাসেন? আপনি কি জানেন, ভালোবাসার আলামত কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজগুলো করতে বলেছেন সেগুলো সম্পন্ন করার পুরস্কার কী, তা কি আপনি জানেন? তিনি যেসব কাজ করতে বারণ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারার বিনিময় কী, তা আপনি কি জানেন? আপনার অন্তরের খোঁজ-খবর নিন। অন্তরকে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর ভালবাসামুখী করুন। এরপর সেটিকে অভিমুখী করুন সেই মহান ব্যক্তিত্বের দিকে, যাকে মহান আল্লাহ পাঠিয়েছেন আমাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধারের জন্য। আপনি যদি জান্নাতী হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই হাদীসটি মনে রাখতে হবে,

> ব্যক্তির পরকাল তার সঙ্গেই হবে, যাকে সে ইহকালে ভালোবাসতো।[১]

---

[১]. সহিহ বুখারি : ৬১৬৯।

আপনিই বহুমূল্য মুক্তা

হে আমার বোন! নিজের মাঝে স্নেহ-মমতা ও দয়াপ্রবণতার গুণ গড়ে তুলুন। এটি যেমন আপনার মাঝে সুখ সৃষ্টি করবে। তদ্রুপ আপনার আশপাশের লোকদের মাঝেও সুখানুভূতি ছড়াবে। স্নেহ-মমতা ও দয়া-করুণা এতোটাই উত্তম বৈশিষ্ট্য যে, এগুলোর কোনো সীমারেখা নেই। নারীসত্তার কাছ থেকে রূপ-লাবণ্য, কমনীয়তা যেমন কাম্য, পুরুষের কাছেও দয়া-করুণা ও স্নেহ-ভালোবাসা কাম্য। কোনো নারীর মাঝে যদি রূপ-লাবণ্যের পাশাপাশি স্নেহ-ভালবাসা থাকে তাহলে সে নারী-ই বহুমূল্য মুক্তা।

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন

হে আমার বোন! বিপদে পড়েছেন বলে আপনি হতাশ হবেন না। শিগগিরি আপনি সেখান থেকে উঠে আসবেন। আপনি অনুভব করবেন, আপনার ভেতরের প্রাণশক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, আপনি ধৈর্যধারণ করেছেন। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। দুশ্চিন্তা ও বেদনাবোধকে আপনার ওপর চেপে বসতে দেবেন না। আপনার দেহের কোন এক অংশকে যদি এমন কোনো ব্যক্তি তীর ছুড়ে রক্তাক্ত করে, যাকে আপনি সীমাহীন ভালোবাসতেন, তাহলে নিশ্চিত জানুন আপনার আরেক হিতাকাঙ্ক্ষী শিগগিরি আপনার কাছে আসছেন—যিনি ওই তীর বের করে আনবেন, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করবে, আপনাকে নিয়ে যাবে আনন্দময় নতুন জীবনে। বিধ্বস্ত জীবনের ধ্বংসস্তুপের কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবেন না, বিশেষত ওখানে চামচিকারা এখন ডেরা ফেলেছে। প্রেতাত্মাদের বসতভিটায় আপনার জন্য সন্দেশ নেই। আপনি দৃষ্টি দিন কাকলীমুখর সেই চড়ুই পাখিদের দিকে—যারা দিগন্তের ওপারে নতুন সূর্যোদয়ের অগ্রিম শুভ বার্তা বহন করছে।

প্রিয় বোন! বীরত্বের সঙ্গে প্রবৃত্তির মোকাবেলা করুন। আপনি নিজেকে প্রশ্নগুলো করুন। এরপর সেগুলোর বিজ্ঞোচিত উত্তর দিন—

(১) আপনি কি জানেন, আপনি এমন এক যাত্রায় বের হয়েছেন যেখান থেকে ফেরা অসম্ভব। আপনি কি যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন?

(২) আপনি কি এই অস্থায়ী জগত থেকে আপনার নিজের জন্য নেক আমলের সেই পাথেয় নিয়েছেন, যা কবরজগতে হবে আপনার একমাত্র সহমর্মী ও সমব্যথী।

(৩) আপনার বয়স কত? আপনি আপনার সম্ভাব্য হায়াতের কতটুকু অংশ ইতিমধ্যে অতিবাহিত করেছেন? আপনি কি জানেন, প্রতিটি সূচনার সমাপ্তি আছে? আপনার সমাপ্তি কোথায়? জান্নাতে না জাহান্নামে?

(৪) আপনি একটু কল্পনা করুন—আপনার রূহ কবজ করতে আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসেছেন। ওই অবস্থাতেই আপনি হাসি-ঠাট্টায় গাফিল আছেন!

(৫) আপনি কি আপনার পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর কথা ভেবেছেন? যখন আপনি আপনার স্বামী, সন্তান, পরিবার পরিজন থেকে দূরে চলে যাবেন! হ্যাঁ, এটাই সেই মৃত্যু, যার ভয়াবহতার শেষ নেই। যার কাঠিন্য অকল্পনীয়। যার কবাল গ্রাস থেকে মুক্তি নেই। হ্যাঁ, এটাই সেই মৃত্যু! এটাই সেই মৃত্যু!!

দৃষ্টি দিন দূর দিগন্তের দিকে

হে আমার বোন! কেনো অযথা ভাবছেন? শৈত্যপ্রবাহ আপনার ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে, তো কী হয়েছে? তুষারপাতের ফলে সবগুলো পথ বন্ধ হয়েছে, তো কী হয়েছে? আপনি দৃষ্টি দিন আগমনি বসন্তের দিকে। ফাগুনের মাতাল হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য আপনার ঘরের সবগুলো জানালা খুলে দিন। দৃষ্টি দিন দূর দিগন্তের দিকে আকাশের নীল বুকে উড়ন্ত পাখির দিকে তাকান। সহসাই যে পাখিগুলো আপনাকে মাতিয়ে তুলবে সুললিত কাকলিতে। আপনি দেখবেন, গাছের পাতার উপর সূর্যের কিরণ কীভাবে আলোর বিকিরণ তুলছে! সেখানে আপনি শুনতে পাবেন নতুন জীবনের আবাহনী। দৃষ্টিনন্দন সবুজের খোঁজে আপনি তেপান্তরে বেরুলে ভুল করবেন। সেখানে আপনি অনাবাদ ভূমি ও নিঃসঙ্গ প্রকৃতি ছাড়া কিছুই পাবেন না। আপনার সামনেই আছে সারি সারি বৃক্ষ। যা আপনাকে ছায়া দিচ্ছে। সুমিষ্ট ফল, বাহারী ফুল দিচ্ছে। সেগুলোর ডালে ডালে কোকিলের কুহুতান আপনার শ্রবণেন্দ্রীয়ে ঢেলে দিচ্ছে সুরলহরী। কী ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব জানতে আপনি কেনো অতীতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কারণ, জীবনের হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলো আপনি কখনই ফেরত পাবেন না। মনে রাখবেন, প্রতিটি বসন্ত আপনাকে দেবে নতুন কুঁড়ি, নতুন পত্রপল্লব।

অহীর ওই হীরকখণ্ডের মূল্য অনেক বেশি

হে প্রিয় বোন! ধরে নিলাম—চুলের খোপা থেকে পায়ের তলদেশ পর্যন্ত আপনি হীরকখণ্ড খচিত পোশাক পরেছেন। বলুন তো, এতে কী লাভ হলো? আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তাকওয়ার পোশাক পরিধান না করা পর্যন্ত ওই আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের কানাকড়ি মূল্যও নেই। শরীরের উপর মুক্তাখচিত পোশাক পরিয়ে কী লাভ; ভেতরটা যদি হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পুতিদুর্গন্ধময়। পোশাকের শক্তিতে কারো আত্মা যেমন সুসজ্জিত হয় না, তদ্রুপ হীরের পোশাক পরে কাপুরুষও পালোয়ান হতে পারে না। আসুন আমরা দ্বীনদারি, আত্মসংবরণ ও ব্যক্তিত্বের হীরকখণ্ড সঞ্চয় করি। সাগরসেঁচা মুক্তার চেয়ে অহীর ওই হীরকখণ্ডের মূল্য অনেক বেশি।

ধিক্কার সেই ঘুণেধরা সমাজের জন্য

হে বোন! যে সমাজ অপচয়ে অভ্যস্ত, তাতে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। কারণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেই সমাজে ভারসাম্য থাকে না। আর কোনো সমাজ যখন ভারসাম্য খুইয়ে ফেলে তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। আমি জাহেলী সমাজের কথা বলছি। অপচয়, অবিচার ও অনাচারে ডুবে যাওয়া সমাজের কথা বলছি। যে সমাজের ধনাঢ্যরা বাজার থেকে লাস্যময়ী, লাবণ্যময়ী বাঁদি ক্রয় করে বাড়িতে তুলতো। এরপর তার উপর হীরা, জহরাতের স্তূপ উপুড় করে ফেলতো। বাঁদির পোশাকের মণি-মুক্তাগুলো রাতের আলো-আঁধারী পরিবেশেও ঝলমল করতো। অন্যদিকে দেখুন—মহিয়সী মহিলা সাহাবিগণ মাটির কুঁড়েঘরে ক্ষুৎ-পিপাসায় শব্দহীন কষ্ট স্বীকার করে যাচ্ছেন। খেজুর পাতার পুরনো মাদুরের ওপর অনাহারে-অর্ধাহারে কোনোমতে দিন গুজরান করছেন। ধিক্কার সেই ঘুণেধরা সমাজের জন্য। ধিক্কার সেই পৃথিবীকে, যার চোখে সতী-অসতীর ফারাক নেই। সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে যে অভ্যস্ত নয়।

হে আমার বোন! আপনার সামনে একজন জার্মান মুসলিম নারীর কিছু উপদেশ তুলে ধরেছি। তিনি লিখেছেন—

> আপনি পাশ্চাত্যের দর্শন ও ফ্যাশনের ফাঁদে পা দেবেন না। এগুলো তাদের প্ররোচনা। তারা খুবই সংগোপনে আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে সরাতে ও আমাদের সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। ইসলাম ও তার পরিবারব্যবস্থা নারীদের

জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কেননা নারীদের স্বভাব-প্রকৃতি তাকে গৃহে অবস্থান করতে বলছে। হয়তো আপনি জিজ্ঞেস করবেন—কেনো? কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষকে নারীর তুলনায় অধিক শারীরিক শক্তি, মেধা ও বুদ্ধি দিয়েছেন। বিপরীতে নারীকে বানিয়েছেন অত্যন্ত নাজুক, স্পর্শকাতর ও আবেগপ্রবণ। তার শরীরে পুরুষের মতো শক্তি নেই। নারী খানিকটা ছন্নবেশী মেজাযের অধিকারী। কাজেই তার জন্য নিজ গৃহই নিরাপদ আশ্রয়। যে নারীর মাঝে স্বামী-সন্তানের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে সে কখনোই বিনা প্রয়োজনে ঘর ত্যাগ করতে পারে না, পরপুরুষের সঙ্গে খোলামেলা মেলামেশা করতে পারে না। নিরানব্বই শতাংশ পশ্চিমা নারী এতোটাই পচে গেছে যে, সে নিজেকে বিক্রি করে ফেলেছে এবং তার মনে আল্লাহভীতির নাম-গন্ধও নেই। পাশ্চাত্যের সিংহভাগ নারীকে জীবিকার সন্ধানে বাইরে বের হতে হয়। যার পরিণতি দাঁড়িয়েছে যে, এখন পুরুষদেরকে গৃহস্থালী কাজগুলো সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এখন পুরুষ ঘরের বাসন পরিষ্কার করছে, ঘর-গৃহস্থালি পরিষ্কার রাখছে, সন্তানের দেখাশুনা করছে। আর অবসরে মদ পান করছে। আমি জানি—ইসলাম পুরুষকে গৃহস্থালী কাজে নারীদের সহায়তা করতে নিষেধ করেনি; বরং উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম একজনের উপর অন্যজনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে।

অতীত চিরকালের জন্যই অতীত

হে আমার বোন! অতীতের দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসে বসে চিন্তা ভাবনা করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না। মনে করবেন, অতীত স্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে গেছে। অতীতের উপাখ্যান শেষ হয়ে গেছে, দুঃখ সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। বিষণ্ণতা সেগুলো সংশোধন করতে পারবে না; হতাশা কখনোও অতীত জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। অতীত চিরকালের জন্যই অতীত; কারণ তা অস্তিত্বহীন। অতীতের দিনগুলো চলে গেছে এবং শেষ হয়ে গেছে, ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরে গেছে, এখন সেগুলোকে ময়নাতদন্ত করে লাভ হবে না। অতীতের দুঃখগুলোকে ছেড়ে দিন অতীতের জায়গায়। কারণ, সে আর কখনো জেগে উঠবে না। আপনি অতীতকে আক্ষেপ করে বলবেন, হে অতীত! তুমি তো বিদায় হয়ে গেছো; আমি তোমাকে নিয়ে কাঁদতে চাই না। তোমাকে স্মরণ করলে বা তোমার কথা মনে করলে তুমি তো আমাকে আর দেখতে আসবে না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও না। কারণ, তুমি তো আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছো।

সবসময় ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন

হে আমার বোন! ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। যা এখনো ঘটেনি তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আপনি কি গাছ রোপন করার সাথে সাথে ফুল-ফল পেতে চান? আপনি কি ফল পাকার আগে তা ছিঁড়ে ফেলাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন? অতএব আপনি তা নিয়ে ব্যস্ত হবেন কেন? আপনি যখন জানেন না আপনি আগামী দিনের মুখটা দেখতে পারবেন কিনা, তাহলে ভবিষ্যত নিয়ে আপনি এতো ভাবছেন কেন? প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করার দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন! সবসময় ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। যেহেতু আপনি আজকের কর্ম নিয়ে ব্যস্ত তাই ভবিষ্যতের চিন্তায় নিয়োজিত হওয়া থেকে সাবধান হোন।

আপনার জিম্মাদারী কাজ করে যাওয়া, ফলাফল আল্লাহর জিম্মায়।

অন্যের সাথে প্রথম সাক্ষাতে নির্মল হাসি দিয়ে কথা বলুন

প্রিয় বোন! গরিব অসহায়, দুর্বল-মিসকিনদের বেশি বেশি সাহায্য করবেন। তখন দেখবেন আপনার ব্যক্তিত্বে, আচরণে পরিবর্তন এসেছে। অন্যের মুখে হাসি দেখে আপনি নিজেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করবেন। আপনি যদি নিজেকে সংকটাপন্ন ও দুঃখে জর্জরিত দেখতে পান তবে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। অভাবীকে দান করুন, মাজলুমকে রক্ষা করুন, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করুন এবং রোগী দেখতে যান। অন্যের সাথে প্রথম সাক্ষাতে নির্মল হাসি দিয়ে কথা বলুন। তার ভাল-মন্দের কথা জিজ্ঞেস করুন। সাবধান! অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে ভ্রু কুঁচকাবেন না, এতে আত্মার ব্যাধি এবং অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। তবেই আপনি দেখতে পাবেন, সুখ সবদিক থেকে আপনাকে ঘিরে রেখেছে।

প্রতিবেশীদের ভালোবাসুন

হে আমার বোন! প্রতিবেশীর হক ঠিকভাবে আদায় করুন। আমি মনে করি, প্রতিবেশী হলো একজন মানুষের সবচে' প্রয়োজনীয় স্বজন। কারণ, তারা প্রথমে আপনার সুখে-দুঃখে আপনার কাছে ছুটে আসবে। প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া, তার ভালো-খারাপ জানা। তার কি কোন কিছুর অভাব হচ্ছে কিনা সেটা জানা। আপনাদের কোন ছোট্ট ভুলে তার মনের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটা নিজে ভালোভাবে উপলব্ধি করা। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আজকে যদি

আপনি কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন, দেখবেন তারা আগে এসে আপনার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসবে। আপনি কোন বিপদে পড়েছেন, দেখবেন তারা প্রথমে আপনার বিপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীদের গুরুত্ব দিয়েছেন।[২২]

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বাসাবাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ প্রতিবেশীর প্রভাব অপর পড়শির ওপর খুব ভালোভাবে পড়ে। একটা হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি সৌভাগ্যের বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, উত্তম প্রতিবেশী। আর চারটি দুর্ভাগ্যের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি হলো খারাপ প্রতিবেশী। খারাপ প্রতিবেশীর ভয়াবহতা এতই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআর মধ্যে খারাপ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।

আপনি অন্য বোনদের আল্লাহর পথে ডাকুন

হে আমার বোন! ‘বড় চিন্তা’ কী জানেন? ‘বড় চিন্তা’ হলো আপনি শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবেন না, ভাববেন না। বাঁচবেন দ্বীন নিয়ে। ভাববেন দ্বীনকে নিয়ে।

---

[২২]. প্রতিবেশী। মানবসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে ইসলামে প্রতিবেশীর হককে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার কাছে মনে হয়েছে প্রতিবেশীকে মিরাছের অংশিদার বানিয়ে দেয়া হবে। [সহিহ বুখারি : ৬০১৪; সহিহ মুসলিম : ২৫২৪]

কিন্তু আজকাল এ বিষয়ে আমাদের মাঝে চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে [সহিহ মুসলিম : ১৮৫]

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। [সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৮৩] মন্দ প্রতিবেশী থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কারণ একজন মন্দ প্রতিবেশী সাধারণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবে বা আমাকেও মন্দের দিকে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— ‘তোমরা মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ৯১০৬]—শার'ঈ সম্পাদক।

আপনার ভাবনা হবে না, মোজা ও তার জুতা। আপনার ভাবনা হবে না, কেশ ও তার বিন্যাস। পার্থিব সুখ-শান্তির আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো কিংবা কালের স্রোতের সাথে গা ভাসানো –এও আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ হলো শুধু দ্বীনের খেদমত। যেমন আপনি যদি দেখতে পান আপনার কোনো বোন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত, তাহলে তাকে উপদেশ দিন। ফিরে আসতে বলুন। আপনার বোনদেরকে আলোর পথে তুলে আনতে নিজেকে উজাড় করে দিন। ইসলাহি ও দাওয়াতি মজলিস কায়েম করে সেখানে নিজের সবটুকু জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শ্রম-সাধনা ঢেলে দিন। তাদের মাঝে বিলিয়ে দিন ভালো ভালো লেকচারের ক্যাসেট। যাকে যেভাবে কাছে টানা দরকার, তাকে সেভাবেই কাছে টানুন। আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আলোকিত করুন তাদের মন-মানসকে।

এই যদি হয় আপনার 'মিশন', তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, যেখানেই থাকুন না কেন আপনি হে বোন! আপনি বরকতময়! আপনি সৌভাগ্যবতী! আমরা আপনাকে মনে করি পুণ্যবতী! যারা পরপুরুষের দিকে তাকায় না। দৃষ্টি নিম্নগামী করে রাখে। এমনকি যে সকল নারীর দিকে তাকালে কখনো কখনো প্রলুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাদের দিকেও তাকায় না। মনে রাখবেন; যারা হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকায় অবহেলা করে, নির্জন নারী সংস্রবকে কিছু মনে করে না তাদেরকেই যিনা ও ব্যভিচারের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

হায়! কোথায় হারিয়ে গেলো আমাদের সোনালী সেই দিনগুলো! এখন তো এক নারী এক টেলিফোন সংলাপেই বিকিয়ে দেয় নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রম! হায়! মোর অভাগা জাতি!! দুনিয়ার মিথ্যা স্বাদে কেনো হারাচ্ছেন আপনি আখেরাতের সুখ-প্রাসাদ? এতো অবলা আপনি? এতো অদূরদর্শী আপনি? এতো অসাবধান আপনি? এতো বোকা আপনি? বোকা হয়েও নিজেকে অনেক চালাক ভাবেন? পাপের গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসতে ভাসতেও নিজেকে প্রগতিশীল ও শিক্ষিত ভাবেন আপনি? কবে হবে আপনার সুমতি?!

নরওয়ে থেকে আফ্রিকা

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য; তাদের মেয়েরা দ্বীনের সহযোগিতা করছে না। বরং দ্বীন থেকে দিনে দিনে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে অন্যায়-অনাচার প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরাধের বিভিন্ন ভয়াবহ চিত্র সমাজ জীবনে অন্ধকার ঢেলে দিচ্ছে। ইসলামি আইন লঙ্ঘনের যেনো মহড়া চলছে। নারীর জন্যে ইসলাম পর্দার যে বিধান দিয়েছে, তা নারীরাই লঙ্ঘন করছে। অবহেলায়। অবলীলায়। বরং

তাচ্ছিল্যভরে। নারীরা হারিয়ে যাচ্ছে প্রণয় ও ভালোবাসার নামে অবৈধ সম্পর্কের তিমির আঁধারে। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়—আল্লাহর আজাব বুঝি আমাদেরকে সহসাই গ্রাস করে নেবে। সবচে' বেদনাদায়ক হলো, অন্যায়-অনাচার ও সীমালঙ্ঘনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যারা, তারা আমাদেরই আত্মীয়, বোন ও সহপাঠিনী। এসব কিছুর পরও তাদেরকে হাত ধরে আমরা ফিরিয়ে আনছি না। আমরা প্রতিবাদমুখর হচ্ছি না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণা হলো—"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, সে যেনো তার প্রতিবাদ করে...।" বলুন তো আপনি কি আপনার সাধ্য অনুযায়ী অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছেন? হায়! যদি না করে থাকেন তাহলে কী অবস্থা হবে কিয়ামতের দিন? যদি আপনার বান্ধবী কিংবা সহপাঠিনী আপনার বিরুদ্ধে চিৎকার করে করে এই নালিশ করে—"কেনো তুমি আমাদেরকে অন্যায় কাজ করতে দেখেও বাধা দাও নি? কেনো আমাদেরকে উপদেশ দাও নি? কেনো বোঝাও নি?" তাহলে কী জবাব দেবেন আপনি?

অথচ অপরদিকে বিধর্মীরা তাদের বাতিল ধর্মের জন্যে কী ত্যাগ ও কুরবানীই না পেশ করে থাকে, নমুনা দেখবেন?

এক দাঈ (আল্লাহর পথে আহবানকারী) বলেছেন—

আমি আফ্রিকার এক শরণার্থী শিবিরে এক দাওয়াতী সফরে গিয়েছিলাম। বড়ো ক্লান্তিকর সফর। রাস্তা ছিলো দুর্গম ও ভীতিপ্রদ। চলার যেনো কোনো শেষ নেই। যেতে যেতে চোখে পড়ছিলো শুধু বালিয়াড়ি আর বালিয়াড়ি। যে গ্রামেই গিয়ে পৌঁছতাম, গ্রামবাসী চোখ উল্টে আমাদেরকে সতর্ক করে দিতো ডাকাত ও দস্যুদের ব্যাপারে। এক সময় আমরা নিরাপদেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই। সময়টা ছিলো রাতের বেলা। আমার আগমনে ওরা খুব খুশি হলো এবং আমার জন্যে আলাদা তাঁবু খাটালো। দূর সফরের ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিলো। তাই দেরী না করে তাঁবুর জীর্ণ বিছানাতেই গা এলিয়ে দিলাম। তখন মনে এলো এলোমেলো কতো চিন্তা। বলতে পারো আমি তখন কী নিয়ে ভাবছিলাম?

আমি কিছুটা গর্ব অনুভব করছিলাম। যা কিছুটা অহঙ্কারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলো। ভাবছিলাম—কোন সে টানে আমি এ দুর্গম পথের সফরে সাহস করলাম? আমি ছাড়া অন্য কেউ সম্ভবত এমন সফরে সাহস করতো না। কে বরদাশত করবে এতো কষ্ট, এতো যাতনা? অর্থাৎ আমি শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কেবল 'আমি আমি' করছিলাম। মনে হলো, শয়তান আমার ভিতরে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

আমি বিভ্রান্ত হয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্তিগফার পড়তে পড়তে শুয়ে পড়লাম

সকলে আমি বেরিয়ে পড়লাম আশপাশের ঘর-বাড়ি দেখার জন্য, ঘুরতে ঘুরতে শরণার্থী শিবির থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা কূপের কাছে চলে এলাম। দেখলাম একদল নারী মাথায় করে পানির পাত্র নিয়ে বাড়ি ফিরছে এদের মাঝে এক মহিলার গায়ের রঙ সাদা। আফ্রিকার কালো মহিলাদের মাঝে এমন সাদা রঙের মহিলা দেখে আমি ভেবেছিলাম শরণার্থী শিবিরের কোনো মহিলাই হবে। হয়তো শ্বেত রোগের কারণে ওকে এমন সাদা দেখাচ্ছে কিন্তু আমার সঙ্গিটিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানালেন যে, এ মহিলা নরওয়ের অধিবাসিনী। বয়স ত্রিশ। খ্রিষ্টান। ছয় মাস ধরে এখানে আছে। আফ্রিকান সম্প্রদায়ের সাথে ও একেবারে মিশে গেছে। এখন পরিধানও করে এদেশের পোশাক। খায়ও এদেশের খাবার। আমাদের কাজেও ও সহযোগিতা করে। রাতের বেলা সব মহিলাদেরকে জড়ো করে তাদের সাথে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে। তাদেরকে লেখাপড়া শেখায়। মাঝেমধ্যে নাচও শেখায়। কত এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং কত বেদনা-পীড়িত মানুষের বেদনা লাঘব করে দিয়েছে

নরওয়ের তরুণীটির কথা একটু ভাবুন তো! কিসের টানে সে ছুটে এলো এই দূর মরুদেশে? অথচ দ্বীন ও আকিদায় সে একজন ভ্রান্ত! সে কেনো ছেড়ে এলো ইউরোপের সভ্যতা এবং সেখানকার সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা? কোন সে পরশে ছয় মাস ধরে পড়ে আছে এই অক্ষম-অসহায় লোকজনের সাথে, অথচ যৌবন-বসন্তের একেবারে শীর্ষে ও অবস্থান করছে? বলেন তো, ওর কথা ভাবতে ভাবতে আপনার কাছে কি নিজেকে ভারী ছোট মনে হচ্ছে না? বোঝেন না! ও খ্রিষ্টান ধর্মের এক ভ্রষ্টা নারী হয়েও আফ্রিকার প্রতিকূলতাকে কষ্টে সৃষ্টে জয় করে ওখানে কেনো পড়ে আছে? শুধু কি প্রতিকূলতা? মহা প্রতিকূলতা! আফ্রিকার ঝোপ-জঙ্গল এর সাথে সখ্যতা গড়ে বসবাস করাটা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? তারপরও বৃটেন আমেরিকা-ফ্রান্স থেকে কেনো ছুটে আসছে এই আফ্রিকায় তরুণীরা, যুবতীরা? কেনো ওরা প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে এখানে এসে অখাদ্য খাচ্ছে? পান করছে অশুদ্ধ পানি? কেনো? কেনো? শিশুদেরকে লালন-প্রতিপালন করার জন্যে! অবলা নারীদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্যে! অন্য কথায়-দ্বীনি ব্রত পালনের জন্যে! যে দ্বীন বিকৃত! যে দ্বীন মনগড়া বর্ণনায় জর্জরিত! এমন দ্বীনের খিদমতের জন্যেই ওরা বেছে দেয় প্রাসাদী জীবনের বদলে দূর মরু আফ্রিকার কষ্ট-যাতনাঘেরা ফকিরী জীবন! ওরা যখন ওদের এ 'ধর্মীয় ব্রত' পালন

শেষে স্বদেশে ফিরে যায়, তখন দেখলে চেনাই যায় না! কী ছিলো আর কী হয়ে ফিরেছে! বদন-দীপ্তি নিষ্প্রভ! ত্বকের মসৃণতা উধাও!

বলবে কি হে আমার মুসলিম বোন! তাদের তুলনায় আপনার দান-অবদান কী, আপনার সত্য ধর্ম ইসলামের জন্যে?

আরেকজন দাঈ'র বক্তব্য লক্ষ্য করুন—

আমি তখন জার্মানীতে। কে যেনো দরজায় নক করলো। কাছে এসে দেখলাম এক তরুণী দরজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, কী চাও? সে বলল, দরজা খুলুন। আমি বললাম, দরজা খোলা যাবে না। আমি মুসলমান। আমার স্ত্রী ঘরে নেই। এই অবস্থায় প্রবেশ করা তোমার জন্য জায়েজ নেই। কিন্তু তরুণীটি তাতে ক্ষান্ত হলো না। চলেও গেলো না। আমি দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে সে বলল—আমি একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। আপনাকে কিছু বই-পুস্তক ও আমাদের পরিচিতিমূলক কিছু কাগজপত্র দিয়ে চলে যাবো। দয়া করে দরজাটা একটু খুলুন। আমি বললাম –না, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। এই বলে আমি সেখান থেকে আমার কামরায় চলে গেলাম। তখন সে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে তার দ্বীন সম্পর্কে দশ মিনিটের মতো সময় ধরে ব্যাখ্যা দিয়ে গেলো। তার বক্তব্য শেষ হলে আমি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—কেনো এই পণ্ডশ্রম? নিজেকে এভাবে কেনো কষ্ট দিচ্ছো? আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, তবু কেনো শোনাচ্ছো?

সে বললো—"আপনি শুনুন আর না-ই শুনুন। আমি বলতে তো পেরেছি! আমি এখন স্বস্তি অনুভব করছি। কেননা, আমি যতদূর সম্ভব আমার দ্বীনের হক আদায় করতে পেরেছি।"

যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তো কষ্ট পায়। অথচ আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা করো তারা তা আশা করে না। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন! বলুন তো, ইসলামের জন্যে আপনি কী করেছেন? কী সয়েছেন? ক'জন নারী আপনার হাতে তাওবা করেছে? দিশেহারা তরুণীদের হেদায়াতের জন্যে আপনার কতটুকু শ্রম ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে?

অনেক 'পুণ্যবতী' (!) নারীদেরকেই বলতে শুনেছি—"দাওয়াত দেয়ার দুঃসাহস করতে পারবো না আমি। অন্যায় কাজের বিরোধিতায় নামাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আশ্চর্য!! তাহলে এক পাপাচারিণী কণ্ঠশিল্পী হওয়ার দুঃসাহস কীভাবে হয় আপনার? এই হাজার হাজার মানুষের সামনে গলা ছেড়ে আর রূপ 'খুলে' গাও এবং নাচো, তখন আপনার লজ্জা-সংকোচ কোথায় যায়? জানেন না, তারা আপনার গান 'খাওয়ার' আগে গিলে গিলে আপনার রূপ খায়? গান গাইতে গিয়ে কেনো বলেন না—আমার লজ্জা হয়, আমার ভয় হয়?

নির্লজ্জ নৃত্যশিল্পী হতে লজ্জা হয় না, হাজার হাজার মানুষের সামনে 'শরীর প্রদর্শনী'তেও অরুচি ও অস্বস্তি হয় না, তা যতো অরুচি আর অস্বস্তি আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে ও আনতে হয়?

হে আমার বোন!

আমরা আপনার শত্রু নই, চির কল্যাণকামী। তাহলে আপনি কেনো আপনার বোনের কল্যাণ কামনা করবেন না? কেনো তাকে আল্লাহর পথে ডাকবেন না? শয়তানের দলের সাথে আপনার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে বলে?! আরো অবাক করা বিষয় হলো—কোন কোন তরুণী অশ্লীলতা বিনিময় করে! একে অপরকে অশ্লীল পত্রিকা দেয়! অশ্লীল গানের ক্যাসেট ও সিডি দেয়। বিভিন্ন নোংরা জিনিস শেয়ার করে। একে অপরকে ডেকে নিয়ে যায় খারাপ ও বিপজ্জনক আসরে। এসব কি অন্যায় ও অশ্লীল কাজে সহযোগিতা নয়?! শয়তানের দলভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা?! অন্যায় কাজে একে অপরকে টানার ও সহযোগিতা করার এই যে ভালোবাসা, তা একদিন রূপান্তরিত হবে শত্রুতা ও ঘৃণায়। সেদিন কারো কাছে কারো কথা জিজ্ঞেস করা হবে না। আল্লাহ্ বলেন—

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না।[২৩]

বন্ধুরা সেদিন একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকি ছাড়া।[২৪]

হ্যাঁ, তারা একে অপরকে অভিসম্পাত দেবে! অথচ দুনিয়াতে একজন আরেকজনের সাথে গভীরভাবে মিশেছিল। গল্পে গল্পে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। হাস্যরসে শত শত মাতাল সন্ধ্যা পার করে দিয়েছে। হয়েছে ভালোবাসার উষ্ণ বিনিময়। কিন্তু ভুল, সবই ছিলো ভুল! ক্ষণিকের মরীচিকাময় স্বপ্ন, চিরকালের

---

[২৩]. সুরা মা'আরিজ: ১০।

[২৪]. সুরা আয যুখরুফ: ৬৭।

দুঃস্বপ্নময় বাস্তবতা! সেদিন বলবে একজন আরেকজনকে—"তুমিই তো আমাকে অবৈধ প্রেমালাপ আর অশ্লীলতার দিকে ডেকে এনেছিলে! তোমার উপর আল্লাহর লানত!" অপরজন উত্তর বলবে—"বরং তোমার উপর আল্লাহর লানত। তুমিই না আমাকে উপহার দিয়েছিলে গোনাহের সরঞ্জাম।" উত্তরে বলা হবে—'আমার উপর নয়, তোমার উপরই আল্লাহর লানত! তুমিই আমার সামনে গোনাহ ও পাপাচারের 'রঙিন' জগত খুলে দিয়েছিলে।' অপরজন নীরব থাকবে না। বলবে—'না! না! তোমার উপরই লানত। গোনাহের পথ তুমিই আমাকে দেখিয়েছো!'

আশ্চর্য! কোথায় হারিয়ে গেলো দুনিয়ার রঙ-তামাসা ও হাসি-আনন্দের সেই দিনগুলো? কোথায় তলিয়ে গেলো ফিসফিসানি আর কানাকানির পরশ-ভোলানো সুরটা? মার্কেটে ঘুরতে এসে সেই যে কলকলানো শব্দে হাসতে হাসতে একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়তে, আজ তা কোথায়? কেনো আজ তোমরা একে অপরকে গালমন্দ করছো, অভিশাপ দিচ্ছো?

কারণ একটাই আর তা হলো—তোমরা কখনো একে অপরের কল্যাণ কামনায় এবং ভালো চাওয়ায় এক হতে পারোনি! এক হয়েছো তখন সূর্য ডুবেছে যখন! জাহান্নামের আগুন এখন সামনে। এ আগুন কি নিভার আগুন? তার লাভাস্রোত কখনো স্তিমিত হবে না! কখনোই না! কোথায় যাচ্ছে তবে মাতৃজাতি?

আমাদের বর্তমান নারী জাতির অবস্থা কী? পূর্ববর্তী মহিয়সীগণের তুলনায় তারা কি অনেক অনেক গুণ পিছিয়ে নয়? তারা শরীয়তের বিরোধিতা করে যাচ্ছে পোশাকে, কথায়, দৃষ্টিতে। তাদেরকে উপদেশ দান করলে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে—'সব মহিলাই তো এমন করছে! আমি স্রোতের উল্টো চলতে পারবো না!'

কী লজ্জার কথা! কোথায় আপনার ঈমানি গায়রত? কোথায় আপনার দ্বীন পালনের দৃঢ়তা? অন্যায়ের কাছে এতো সহজে আত্মসমর্পন করতে আপনার লজ্জাবোধ হয় না? বিবেকের মাথা খেয়ে বসেছেন নাকি?

আল্লাহ যেসব নারীকে অভিসম্পাত দেন, তাদের জন্য বড়ো দুঃখ হয়। এরা দ্বীন নিয়ে তামাশা করে। পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় পরিধান করে। কাঁধ খোলা রাখে। নারীত্বের মহিমা ও গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। এদের উপর তো আল্লাহর লানত পড়বেই।

কোথায় সেই নির্লজ্জ নারী, সে উল্কিচিহ্ন আঁকে নিজের কপালে, চেহারায় ও অঙ্গে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

উল্কি-চিহ্ন যে নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে, উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।[১৫]

আর যারা নকল চুল ব্যবহার করে, তারাও বাঁচবে না আল্লাহর অভিসম্পাত থেকে।

হে অভিসম্পাতে অভিসম্পাতে জর্জরিত নারী! জানেন কি—আল্লাহর অভিসম্পাত কী? আল্লাহর অভিসম্পাত হলো তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া! জান্নাতের পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া!! বলুন না আপনি কি চাইবেন জান্নাতের পথ থেকে বিতাড়িত হতে? দূরে সরে পড়তে? সাবধান! একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দিবেন!

হে বঞ্চিত নারী! প্রবৃত্তি ও শয়তানের ডাকে যখন নারী সাড়া দেয়, তখনই তার ইচ্ছে করে নিজেকে সুসজ্জিত করে পর পুরুষের সামনে পেশ করতে। তখন সে ভুলে যায় আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা। তার ভয়াবহ পরিণতির কথা। যেভাবে এবং যা করে নারী নিজেকে সাজায়, তা যেমন অরুচিকর, তেমনি শরীয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ। এর মধ্যে একটি হলো ভ্রুকে সরু করা, উপড়ে ফেলা অথবা মুণ্ডানো। যে নারী এমন কাজ করলো, সে শয়তানের নির্দেশই পালন করলো।

সুতরাং ভ্রু সরু করা আল্লাহর লানত এর শিকার হওয়ার কারণ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে আবু দাউদ শরীফে বলা হয়েছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

উল্কি-চিহ্ন যারা নিজে আঁকে এবং আরেকজনকে এঁকে দিতে বলে, যারা ভ্রু সরু করে এবং কপালের চুল উপড়ে ফেলে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকারী। তাদের উপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত দিয়েছেন।[১৬]

---

[১৫]. আস সুনান, ইমাম ইবনু মাজাহ: ১৯৮৮। সনদ: সহিহ। হাদিস: সহিহ।
[১৬]. আস সুনান, ইমাম আবু দাউদ: ৪১৬৮। সনদ: সহিহ

কেমন করে আপনি একাজ করতে পারেন, যার পরিণতি আল্লাহর অভিসম্পাত? অথচ অপরদিকে আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চাচ্ছেন নামাজের ভিতরে এবং বাইরে! এটা কি কথায় ও কাজে অমিল আচরণ করা নয়? একদিকে কামনা করছেন আল্লাহর রহমত, অপরদিকে করছেন এমন কাজ; যা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অদ্ভুত, বড় অদ্ভুত!!

উলামায়ে কেরাম ভ্রু সরু করা বা মুণ্ডানোকে হারাম বলেছেন। আমাদের সামনে এখন পর্যন্ত অন্তত হারাম হওয়ার বিশটি ফতোয়া রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি হলো, তিনি যা করতে বলেছেন তা করা আর যা নিষেধ করেছেন তা না করা। উল্কিচিহ্ন তো মুসলিমদের কাজ নয়। এটা বিধর্মীদের কাজ। আর বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা মানে, তাদের সাথে মিশে যাওয়া। কেউ যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যায়, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। বোঝা গেল, যে যাকে ভালোবাসবে, তার হাশর হবে তারই সাথে। সুতরাং আপনি বলবেন না যে, 'অনেকেই তো এটা করছে!' তাহলে আমি বলবো, অনেকেই তো মূর্তিপূজা করে? অনেকেই ক্রুশ-চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখে। আপনিও কি এক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবেন? অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি কি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা দেয়? আপনার আমল সম্পর্কে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

পৃথিবীতে আপনার জন্মের ধাপ লক্ষ্য করুন প্রথমে আপনি ছিলেন আপনার পিতার 'পৃষ্ঠদেশে' একা। তারপর এসেছেন মায়ের গর্ভে একা। তারপর এসেছেন পৃথিবীতে একা। আপনি মরবেনও একা। পুনরুত্থিতও হবেন একা। পুলসিরাত আপনাকেই একা পার হতে হবে। যখন আপনার আমলনামা আপনাকে পেশ করবে, তখনও আপনি একা থাকবেন আল্লাহর সামনে আপনি জিজ্ঞাসিতও হবেন একা।

কী করে আপনি ওদের খেলার পুতুল হতে পারলেন?

হে আমার বোন! কত মুসলিম যুবতী নারী ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সাথে, ঢেউয়ের সাথে। গড্ডলিকা প্রবাহে। পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা হয়ে গেছে তার মজ্জাগত স্বভাব। ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা বরং নীলনকশা বাস্তবায়নকারী পাপাচারী কাফের, মুশরিকরা যেসব পোশাক বাজারে ছাড়ছে, তার উপর তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যা নারীকে না ঢেকে বরং প্রবৃত্তিপূজারি মানুষের চোখে আরো উদাম করে দেয়।

হে আমার বোন! যে পোশাকে আপনার পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা কেনো আপনি পরবেন? আজকাল আরো লক্ষ্য করা যায় মেয়েদের জামা এতো পাতলা কাপড়ে তৈরী হচ্ছে যে, শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

হে বোন!

হিজাব ছেড়ে কেনো দুশমনের চাপিয়ে দেয়া এ 'ফ্যাশন'-এর পেছনে ছুটছেন? জানেন না হিজাব কী? বোঝেন না হিজাবের মাহাত্ম্য? হিজাব হলো পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারী সৌন্দর্য ঢেকে রাখার একটি শরয়ী বিধান। পর্দা নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক। একে সুন্দর করার জন্যে আলাদা কসরত বা অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই।

হে আমার বোন!

বলেন তো, এমন কোন নারী কি আছে, যে জান্নাত বা জান্নাতের সুগন্ধি পেতে চায় না! কেনো বুঝেন না এই পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনার ভয়াবহতা, এটি তো এমন মাধ্যম, যা মানুষকে শয়তানের দাসে পরিণত করে। এ মাধ্যম আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে জানেন? একজন পুরুষকে উত্তেজিত করে হারামে বা ব্যভিচারে লিপ্ত করা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আপনি কি চাইবেন একজন পুরুষ শুধু আপনার বেপর্দার কারণে, রূপ প্রদর্শনের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হোক? মনে রাখবেন, আপনি যে ধরনের বোরকা পরেছেন, তা মোটেই ইসলামি হিজাব নয়, পর্দার নামে একধরনের 'ফ্যাশন'। এ 'ফ্যাশন' পোশাক যখন আপনি পরবেন, আর আপনার দেখাদেখি অন্য মেয়েরা পরবে, তখন তাদের সবার গোনাহ আপনার আমলনামায় লেখা হবে এই গোনাহ চলমান থাকা পর্যন্ত। এই যে বোরকা-হিজাব ও নেকাব পরে কিছু লাইক-কমেন্ট ও বাহবার আশায় আপনি ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার ছবি আপলোড করলেন, আপনার এই ছবি কতটা মানুষের কাছে পৌঁছে? আপনাকে নিয়ে কতজন মানুষ কত রকমের কল্পনা করে? আপনার এহেন কাজে একটুও অনুশোচনা কাজ করে না? আত্মমর্যাদায় লাগে না? একটু ভেবে বলেন তো, আপনি কি গোনাহের কাজে আদর্শ ও মডেল হতে চান?

হে আমার বোন!

কার জন্য সাজবেন আপনি? এ ধরনের 'ফ্যাশন'মূলক হিজাব পরিহিতা কোনো মেয়ের কাছে আপনি যদি জানতে চান—'কেনো পরেছো তুমি এ 'আবা'? সে আপনাকে বলবে—'এটা সুন্দর তাই!' তখন আপনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা

করেন—'কার জন্য তোমার এ সুন্দর সাজ?' উত্তরে বলবে—'আমার এ-সাজ অভিজাত কোনো প্রস্তাবকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।' এ অলংকৃত হিজাব-নিকাবে বের হলে এক ঝাঁক প্রবৃত্তিতাড়িত লোলুপ দৃষ্টি তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মজা লুটে। অথচ আমাদের বোনেরা এই নিকৃষ্টদের চোখে নিজেদের রূপ প্রদর্শন করে আপ্লুত হয়। ভাবে কেউ বুঝি আমাকে পছন্দ করলো!

হে আমার বোন!

সত্যি বড় আফসোস হয়! এরা কারা জানেন? যাদের চোখে পড়তে আপনি এতোটা ব্যাকুল, উন্মুখ? আল্লাহর ভয়ে এদের হৃদয় কাঁপে না। আল্লাহর বিধানের প্রতি এরা ভ্রুক্ষেপ করে না। এরা নারীর সম্মান ও মর্যাদাও বোঝে না। তার সতীত্ব ও পবিত্রতা এদের চোখের কাঁটা। এরা এতোই নিকৃষ্ট যে, অবৈধ যৌনতার পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নারীর সতীত্বের কোমল আঁচলের উপর দিয়ে সুযোগ পেলেই হামলে পড়ে। নারীর দিকে তাকায় যৌনকাতর দৃষ্টিতে। এরপর যখন তারা নারীর সতীত্ব লুটে নেয়, তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং খুঁজতে থাকে অন্য শিকার।

হে আমার বোন!

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, কেনো আল্লাহ আপনাকে পর্দার বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাবেননি আল কোরআনের এই আয়াত নিয়ে—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

> তারা যেনো গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে এবং কারো নিকট নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে।[২৭]

হে আমার বোন!

একটু ভাবুন, কেনো আল্লাহ আপনাকে আপনার সৌন্দর্য (চেহারা, চুল এবং সমস্ত শরীর) ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? কেনো আল্লাহ আপনাকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন? আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে কেনো দুশমনি, বৈরিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা তো নেই! আছে কি? নেই! আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও তিনি করেন না। কিন্তু আল্লাহর শাশ্বত বিধান সর্বযুগে কার্যকর, তাঁর শরীয়ত, তাঁর অপরিবর্তনীয় বাণী, তাঁর ইনসাফপূর্ণ নীতি

---

২৭. সূরা নূর: ৩১।

পুরুষকে দিয়েছে যেমন কিছু স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা, নারীকেও দিয়েছে কিছু স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর হুকুম না মেনে পৃথিবীতে কারো টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্যেই সতীসাধ্বী মহিলারা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা খোঁজে শুধু দ্বীনের আনুগত্যে আল্লাহর হুকুম পালনে।

হে আমার বোন!

হ্যাঁ, সফলকাম তারাই যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের দলভুক্ত নয়, তারাই চায় আপনাকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করতে। আপনার পর্দার সম্মান নষ্ট করতে। শুধু তাই নয়; ওরা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে জীবনকে বাজি রাখে। ধন-সম্পদ উজাড় করে দেয়। অফুরন্ত সময় ব্যয় করে। দেখেন না অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, যৌনোদ্দীপক লেখালেখি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, এসবের লক্ষ্য একটিই। তা হলো পর্দাকে অসম্মান করা। ধর্মের অবমাননা করা। পর্দার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এরা সব এক। সব শেয়ালের এক পা। এরা চায়-মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার জীবাণু অনুপ্রবেশ করাতে। আপনি যখন বাইরে যান, তখন আপনাকে, আপনার রূপকে দেখে দেখে ওরা কামদৃষ্টির জ্বালা মেটাতে চায়। আপনাকে নাট্যমঞ্চে ও নৃত্যমঞ্চে প্রদর্শন করে করে ওরা 'সুখ' পেতে চায়। আপনাকে বিছানার সঙ্গী করে প্রবৃত্তির মাতাল সুখে গা ভাসাতে চায়। ওরা শুধু জমিনেই আপনাকে ব্যবহার করতে চায় না, আকাশেও ব্যবহার করতে চায়। ওরা আপনাকে বিমানবালা বানায়নি? ঠেলে দেয়নি হিজাববিহীন 'ফ্যাশন'ময় পোশাকে? এসব কি শুধু চোখের জ্বালা মেটাতে? শুধু আপনার রূপসুধা পান করতে? আপনার 'মুক্তাখচিত' দাঁতের মুচকি হাসির দিকে বেহায়ার মতো তাকিয়ে থাকতে?

সত্যিই বিস্মিত হতে হয়! নারীর অধিকার বলতে ওরা কি শুধু পর্দাহীন বেলেল্লাপনাকেই বোঝে? পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালনাকেই বোঝে? মাহরাম ছাড়া যার তার সাথে ঘুরে বেড়ানোকেই বোঝে? অফিসে-আদালতে ও শিল্প-কারখানায় পুরুষের পাশে অবাধ চলন-বলন বসনকেই বোঝে? প্রচার মাধ্যমে অংশ নেয়ার অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বোঝে? শুধু এগুলোই কি নারী অধিকার? নারী-স্বাধীনতা?

নিপাত যাক আল্লাহর দুশমনদের এসব ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা। কোথায়! একদিনও তো ওদেরকে বিধবা, অসহায় বৃদ্ধা কিংবা 'ওল্ড এজ হোম'-এর মজলুম অধিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হতে শুনিনি? কোথায়! কোনো সন্তানকে তো ওরা কোনোদিন বলেনি—'সাবধান! তোমার মা-বাবাকে

'ওল্ড এজ হোম'-এ পাঠিয়ে জ্যান্ত কবর দিও না! নাতি, নাতনীকে আদর-সোহাগ দেয়ার প্রাকৃতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করো না!

প্রিয় বোন!

ওরা আসলেই সমাজ সংস্কারের নামে সমাজের ভিতরে পচন ধরাতে চায়। এরা মুনাফিক। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর নাতি-পুতি ও মানসপুত্র। এই অভিশপ্ত 'আব্দুল্লাহ' ছিলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিকদের মাথা। এই মুনাফিকরাই আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। বড়ো নিকৃষ্ট লোক ছিলো এই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। সে সুন্দর সুন্দর বাঁদি ক্রয় করে করে ওদেরকে পয়সার বিনিময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করতো। এরপর আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাজিল করে তার মুখোশ খুলে দেন।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

> তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে, পার্থিব জীবনের লোভ-লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না।[২৮]

এই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের বংশধররাই এখন আওড়ে যাচ্ছে—'অবগুণ্ঠন আপনাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখবে। লম্বা বোরকা! সে তো অনেক ভারী ও বিরক্তিকর! প্যান্ট পরো, চলতে সুবিধা হবে। ওহ! চেহারা ঢেকে রাখতে কষ্ট হয় না? দম বন্ধ হয়ে আসে না?!'

এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বিধর্মীদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। আর এ সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মনে করে হিজাবের 'উৎপাটন' এবং নারীদের কাপড় উপরে তোলাই একমাত্র পথ। পাশ্চাত্যের, প্রতীচ্যের কিংবা প্রাচ্যের কোনো দেশে কখনো সফরে গেলে এ বাস্তবতা আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোথাও দেখবেন নারী বিমানবন্দরে কুলি-মজুরী করছে। কোথাও বা নারী পরিচ্ছন্নকর্মী। কোথাও বা কোম্পানীর অধীনে বাথরুম পরিষ্কার করছে। আর নারী একটু সুশ্রী হলে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ভিন্নভাবে। তাকে নিয়ে

---

[২৮]. সুরা নূর: ৩৩।

'বাণিজ্য' করছে মদ্যমাতাল একদল মানুষ। চাহিদা শেষ হয়ে গেলে কিংবা পণ্যমূল্য কমে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে 'ডাস্টবিনে'।

হে আমার বোন!

বলুন তো এই কি নারীর স্বাধীনতা? এই কি নারীর সম্মান ও মর্যাদা? এই কি নারীর অধিকার? যার শ্লোগানে মুখর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা? ঐ ফিলিপাইনে কিংবা এই কাশ্মিরে কোনো মা বোন নিপীড়িত হলে আমি-আপনি একটু-আধটু বেদনাক্রান্ত হলেও সে দেশের নারী কি পায় তার পাশে কোনো বেদনার্ত হৃদয়ের কাউকে?

আপনিই তো রানী

হে আমার বোন! আপনি সৌন্দর্য চান? তাহলে মনে রাখবেন আল্লাহর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টির ভিতরে কোনো সৌন্দর্য নেই। আপনি প্রকৃত সৌন্দর্য পাবেন শুধু আল্লাহর বিধানে, তাঁর হুকুম পালনে। সৌন্দর্যের পূর্ণ ছবিটা অবশ্য এখানে, এই পার্থিববাসে পাবেন না। তা পাবেন শুধু জান্নাতে শুধুই জান্নাতে। পূর্ণরূপে, পূর্ণ ছবিতে, পূর্ণ অবয়বে। দেখবেন তখন তা চোখ ভরে। ভোগ করবেন মন ভরে জান্নাতের হুরদের কথা শুনেছেন? এই হুরদের সাথে আপনার কোথাও কোথাও কিন্তু মিল রয়েছে, জানেন সে কথা? হুরদের যদিও রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতে হয় না এবং দিবসে কষ্ট করে করে রোজা রাখতে হয় না। এবার হুরদেরকে পাশে রেখে আপনি নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করুন! কতো বিনিদ্র রাত কেটেছে আপনার!! আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও স্তুতি-বন্দনায়। তিনি শুনেছেন আপনার অশ্রুসজল প্রার্থনা। দিয়েছেন আপনার কাতর ডাকে সাড়া। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আপনি ত্যাগ করেছেন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস। প্রবৃত্তি আপনাকে ডেকেছে বারবার, অনেকবার, প্রতিবারই আপনি সাফ বলে দিয়েছেন—'আপনি আসবেন না! অশালীন আহ্বানে সাড়া দেবেন না!'

তাহলে কী বুঝলেন, কী দেখলেন? আপনি যে এখানে সাধনায় ত্যাগে জান্নাতের হুরকেও হার মানিয়েছেন, তা কি বুঝতে পেরেছেন? তাদের তো প্রবৃত্তিই নেই, তাহলে তার তাড়না আসবে কোত্থেকে? আপনার প্রবৃত্তি ছিলো, তার আকর্ষণীয় আবেদন ছিলো, লোভনীয় ফাঁদ ছিলো, তবু আপনি বলে দিয়েছেন—'না! না!! না!!!, তাহলে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ! আপনিই তো সুন্দর! আপনিই তো রানী!!

জান্নাতের প্রবেশদ্বারে ফেরেশতারা যদি আপনাকে স্বাগত জানায়, তাহলে কেনো অবাক হবেন আপনি?

ধিক, শত ধিক এ সংস্কৃতিকে

হে আমার পুণ্যবতী বোন! এখনকার গান ও তার ভাষা এবং এখনকার বাজনা ও তার রকমারী বাহার ও বৈচিত্র, আর পাশাপাশি গায়িকাদের রূপ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ও শরীর প্রদর্শনের উৎকট মানসিকতা দেখলে আপনি কী বলবেন? হায়! এ পাপময় 'সংস্কৃতি' এখন সর্বত্র কী দাপটের সাথেই না বিরাজ করছে! গাড়িতে-উড়োজাহাজে, জলে-স্থলে, সর্বত্র! এমনকি ঘড়িতে ঘড়ির এলার্মে, শিশু খেলনায়, কম্পিউটারে এবং ফোনে-মোবাইলে ঢুকে পড়েছে 'মিউজিক' ও সঙ্গীত। সবচে' বেদনাদায়ক সত্য হলো এসব কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে মূল্যায়িত হচ্ছে। আর মানুষ বলছে অবলীলায়—"আমাদের সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা অগ্রগতির অনেক পথ মাড়িয়ে এসেছি!"

হায়! হারাম ও অবৈধ জিনিসকে যখন এমন অকপটে 'মুসলিম' পরিচয়দানকারী কিছু মানুষ নিজের সংস্কৃতি বলে গর্ব করে, তখন কান্না ছাড়া আর উপায় কী? আল্লাহ করেছেন হারাম আর আল্লাহর বান্দা সেই হারামকেই ঘোষণা করছে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে! এরা সংস্কৃতি কি শুধু হারাম জিনিসেই খুঁজে পায়? হালাল জিনিস চোখে পড়ে না? নাকি অন্য কোনো বদ মতলবে এরা হারাম দিয়ে বেসাতি করে বেড়ায়? ধিক, শত ধিক এ সংস্কৃতিকে!!

গান : অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম

হে আমার বোন! গান হলো অশ্লীলতা ছড়ানোর এবং মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়ার একটি মাধ্যম। বর্তমানে অধিকাংশ গানের কথা ও বাণী আসলে কী? কেবল কথিত প্রেম-ভালবাসা। সহজভাষায় যিনা-ব্যভিচার। প্রেমের বেসামাল ডাকে সাড়া দিয়ে নিশ্চিত অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। ঠিক করে বলেন তো! এমন কণ্ঠশিল্পী কজন খুঁজে পাবেন আপনি, যারা ব্যভিচার কিংবা পরপুরুষ কিংবা পরনারীর রূপ-দর্শন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন? কিংবা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের চেষ্টা করেছেন? অথবা মানুষকে দিনের বেলা রোজা রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন? আর রাতের বেলা অশ্রু ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে বলেছেন? না! আমরা কখনো এমনটি

শুনিনি। বরং এই কণ্ঠশিল্পীদের অধিকাংশই গানের মাদকতা ছড়ানো সুর-সঙ্গীতে এবং প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়া নৃত্যে তরুণ-তরুণীদেরকে অবৈধ ভালবাসার দিকে ঠেলে দেয়। মঞ্চে নৃত্যমাতাল অঙ্গভঙ্গি করে করে যুবক যুবতীদের মাঝে অনৈতিকতার জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাদের হৃদয় ও মনকে জুড়ে দেয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে। বরং কখনো কখনো ও কণ্ঠশিল্পীরা এর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর মহাবিপদের দিকে ওদেরকে টেনে নিয়ে যায়।

হে বোন!

হ্যাঁ, বড়ো আশঙ্কাজনকভাবে এমন নারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। স্বভাবে এরা চপল তরল। এই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। এই চলতে চলতে এলিয়ে পড়ছে। মুখে হাসি জড়ানো চটুল কথা। পরনে গায়ের সাথে লেপটে থাকা আঁটোসাঁটো 'শর্ট' জামা। এর সাথে ওর সাথে মান-অভিমান ও ছলনা করা। কখনো গম্ভীর ফিসফিসানি, দৃষ্টিকটু মাখামাখি। কখনো আবেগঘন চিঠির কাতর করা ভাব বিনিময়। কখনো বা শয়তানী সব উপহার বিনিময়। এখন এসব চোখে পড়ে প্রায় সবখানেই। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। 'আদর্শ নাগরিক' বানানোর কারখানাতেও।

কেনো ওরা এমন করে? অন্য মানুষের হৃদয়ে মুগ্ধতার আবেশ ছড়াতে। ছল করে করে অন্য মানুষকে মায়ায় জড়াতে। ভালবাসার নামে জীবাণুযুক্ত প্রেমের আবিলতায় অন্যকে আবিল করতে। নিঃসন্দেহে এসব আচরণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও প্রবৃত্তি তাড়িত। এসব আচরণে ত্বরান্বিত হয় আসমানি আজাব। যেন ত্বরান্বিত হয়েছিলো কওমে লূতের উপর। কওমে লূত আ.-এর শাস্তি জগতবাসীর জন্যে নিদর্শন, মুত্তাকিদের জন্য শিক্ষার উপকরণ, আর পাপাচারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। তারা যে পাপ কাজ করেছিল তা তাদের জীবনে কোন উপকারে আসেনি। নিমিষেই চলে গেলো সব স্বাদ-আহ্লাদ ও ভোগ বিলাস। কুপ্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতায় এখন তাদের সকালও কাটে না, সন্ধ্যাও কাটে না। সামনে শুধু অন্ধকার। শুধু আক্ষেপ। শুধু আজাব। ভোগ-বিলাস মাত্র কয়েকদিন। আল্লাহর শাস্তি অনন্তকাল। বেদনাদায়ক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অনুশোচনা? না, তখন তা কোনো কাজে আসবে না। কান্নাও কোনো কাজে লাগবে না। অশ্রুকান্না তো দূরের কথা, রক্তকান্নাও কোনো কাজে লাগবে না। জাহান্নামের আগুনে এখন তাদেরকে ঝলসানো হবেই। তাদের নাকে-মুখে জাহান্নামের আগুন বের হবেই। জাহান্নামের দুর্গন্ধযুক্ত 'পানীয়' পান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবেই। তাদেরকে বলা হবেই—"দেখেন, যা আপনারা দুনিয়ায় বসে কামাই করেছিলেন।"

তাওবা করুন

হে আমার বোন! আপনাদেরকে আমি বিশেষভাবে তাওবা করার আহ্বান জানাচ্ছি! তাওবা করুন আল্লাহর কাছে। কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলুন 'ওদের' সব চিঠি, সব নম্বর। ধ্বংস করে দিন পাপ জগতের সব ছবি, ক্যাসেট ও সিডি-ডিসিডি। প্রমাণ দিন অন্য কারো প্রতি নয়, শুধু রাহমান-এর প্রতিই আপনার সব ভালোবাসা। শয়তানের আনুগত্য নয় আল্লাহর আনুগত্যই আপনার জীবনের একমাত্র চাওয়া পাওয়া।

আল্লাহর আজাব আপনাকে গ্রাস করবে

হে আমার বোন! কুরআন তিলাওয়াত শুনতে যার মন অনাগ্রহী, অথচ গান-বাজনায় অতি উৎসাহী তাকে বলতে চাই, আল্লাহর আজাব আপনাকে গ্রাস করবে। জান্নাতে গিয়ে গান শোনার মহা সৌভাগ্য ও সুযোগ থেকেও আপনি বঞ্চিত হবেন। কুরআনের তিলাওয়াত আপনার জন্যে যথেষ্ঠ হবে না বরং এর পরিবর্তে গান-বাজনা নিয়ে সারাবেলা মেতে থাকবেন, এটা বড়ো আফসোসের কথা। এর দ্বারা আপনার অন্তরে গোনাহের প্রতি মোহ সৃষ্টি হয়।

দ্বীনের পথে আপনি কী করেছেন?

হে আমার প্রিয় বোন! আপনি একবার আপনার মনকে জিজ্ঞেস করুন, দ্বীনের পথে আপনি কী করেছেন? কী বিলিয়েছেন? ব্যয় করেছেন কি শ্রম ও সাধনা? সৎ কাজের আদেশে কেটেছে আপনার ক'বেলা? নাকি নাফরমানিতেই কাটিয়ে দিয়েছেন সারাবেলা? ঐ যে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেছেন 'সরু-ভ্রু-নারী'দের, কিংবা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়ানো ঐ স্বল্প-ভূষণা বে-আব্রুদের, অথবা বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রায় বসনমুক্ত এই যুবতীদের তখন আপনি কী করেছেন? তাদের প্রতি আপনার যে দায়িত্ব, তা কি পালন করেছেন?

হে গুণবতী বোন!

কোথায় আপনি হে গুণবতী ও পুণ্যবতী, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসা যার নেশা ও পেশা? আপনার মত ক'জন

পারে নফসের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে? যখনই আপনার সামনে এসেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের প্রশ্ন, তখন আপনি তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সব কিছুর উপরে। আপনার বান্ধবীরা বলেছে—'তুই এতো সেকেলে কেনো? আয় না আমাদের সাথে? বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াই, মজা করি, আড্ডা মারি!' তখন আপনি বলেছেন, অসম্ভব! কক্ষনও না! আমি আল্লাহর পথ থেকে সরে শয়তানের পথ অনুসরন করতে পারবো না।

সোনালী যুগের নারী

হে আমার প্রিয় বোন! আপনি কি জানেন? আল্লাহ যখন সূরা আন নূর-এ হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তা শুনে পুরুষেরা যখন নারীদের কাছে পৌঁছে দিলেন, তখন স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী শুনে, বাবার কাছ থেকে মেয়ে শুনে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোন শুনে, এবং আত্মীয়ের কাছ থেকে আত্মীয়রা শুনে সাথে সাথেই আমলের জন্যে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন। কেউ ছুটে গেলো নিজের ওড়নার দিকে—মাথা ঢাকতে, কেউ বা কাপড়ের দিকে—তা কেটে 'ওড়না' বানাতে! কেন এই তাড়াহুড়ো? আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে। তাঁর হুকুম পালনের জন্যে ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতার কারণে।

আল্লাহু আকবার! এই ছিলো সে যুগের মহিলাদের অবস্থা। যখন পর্দার ডাক এসেছে, তখন আমলের জন্যে তাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন। নিজেদের রূপ-লাবণ্য আড়াল করার জন্যে এমনভাবে তারা অবগুণ্ঠিত হতেন যে, তাদের কোনো রূপ-অংশই পুরুষের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতো না।

হে একবিংশ শতাব্দীর নারী!

তখন কেমন সব নারীকে হিজাবের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো? ভেবে দেখেছেন কি? একজন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা! আরেকজন নবী-নন্দিনী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা! অপরজন আবু বকর তনয়া আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা! এ ছাড়া আরো অন্যান্য পুণ্যবতী রমণীগণ!

প্রিয় বোন! একটু ভেবে দেখুন তো, কার কাছ থেকে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য আড়াল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাঁদেরকে? কেমন পুরুষ ছিলেন তাঁরা? তাঁরা সবাই ছিলেন 'সোনার' মানুষ! একজন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

আনহু! আরেকজন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু! আরেকজন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু! আরেকজন হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু! এছাড়া অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম! সবাই এই উম্মতের পবিত্রতম ও পরিচ্ছন্নতম মানুষ। সবচে' সৎ ও শুভ্র নৈতিকতার অধিকারী। এমন শিশির-শুভ্র চরিত্রের অধিকারী মানুষের সমাজেও আল্লাহ নারীদেরকে হিজাব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজের সততা ও শুভ্রতার পথের সকল কাঁটা ও বাধা দূর করার জন্য। কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন হযরত আবু বকর, উমর, তালহা ও যুবায়েরসহ সকল সাহাবিকে, নারীর সঙ্গে উঠা-বসা করো না!

তাহলে এই নষ্ট যুগের নারী-পুরুষের জন্যে এই হিজাব-এর বিধান রক্ষা করা এবং তা মেনে চলা কতোটুকু জরুরী ও আবশ্যকীয়? কী বলবেন আপনি ঐ সব দুঃসাহসি নারী সম্পর্কে? যারা হিজাব পরেই 'মার্কেটে' গিয়ে, পুরুষ বিক্রেতার সাথে কথা বলছে নির্দ্বিধায়? যেন কথা বলছে নিজের স্বামীর সাথে কিংবা ভাইয়ের সাথে! কী বলবেন আপনি ঐ নারী সম্পর্কে, যে একাকী প্রাইভেট গাড়ীর চালকের সাথে বাইরে বেরিয়ে যায়? অথচ নারী-পুরুষ একাকী হলেই শয়তান এসে তাদের মাঝে অবস্থান নেয়!

এসব যে পাপ এটা ভালো করেই জানে কথিত প্রগতিশীল নারীরা। কিন্তু এরপরও তারা পাপের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহর নেআমতের না-শোকরি করে। আল্লাহর অসংখ্য নেআমতের ছায়ায় বসবাস করেও তারা ধৃষ্টতা দেখায়। এদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে মনে হয়, আল্লাহ যেন এদেরকে শাস্তি দিতে 'অক্ষম'। কিংবা আল্লাহ যেনো 'না জেনে না বোঝেই' ওদেরকে পর্দা করতে বলেছেন! নাউজুবিল্লাহ।

এরা এতো ধৃষ্টতা কীভাবে দেখায়? আল্লাহর নেআমতের কথা একটু শুনবেন? হাসপাতালে গিয়ে দেখুন, সুস্থতা হারিয়ে ওখানে কতো মানুষ মরণ যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। আপনার মত কত মেয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের সাদা বিছানায়। আরো লক্ষ্য করুন তাদের অবস্থা। কারো কারো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। নিথর দেহটা পড়ে আছে বিছানায়। নড়ছে শুধু মাথাটা একটু একটু। চোখটাও 'কথা বলছে' কখনো কখনো। আর বাকি দেহে কোনো চেতনা নেই। হাত-পা কেটে ফেললেও সে বুঝতে পারবে না কী ঘটে যাচ্ছে।

আল্লাহর দরবারে আমরা তাদের সুস্থতার জন্যে দুআ করছি। দুনিয়ার এ কষ্টভোগের বিনিময় যেন তিনি তাদেরকে দান করেন পরকালে। আহ! কী করুণ অবস্থা তাদের! চোখে-মুখে বেঁচে থাকার আকুতি টপকে টপকে পড়ছে! কারো কারো পেশাব-পায়খানা আটকে আছে। মনে-প্রাণে তারা চাচ্ছে, একটু পেশাব যদি

বের হতো! কেনো পায়খানা হচ্ছে না? আর কি হবে না? পায়খানা না হওয়ার কারণে মৃত্যু! আহ! কী করুণ সে মৃত্যু!! এরচে' আরো করুণ হলো, কেউ কেউ বেহুঁশ পড়ে আছে বিছানায়। কখন যে পেশাব-পায়খানা বের হয়ে বিছানা-বালিশ ভরে যাচ্ছে, তারও কোনো খবর নেই! শিশুদের মতোই তাদেরকে 'ডায়পার' পরিয়ে রাখা হয়েছে! মাঝে মধ্যে এই 'ডায়পার' পরানো থাকে তিনদিন/চারদিন। অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়। খোলার কেউ থাকে না। এরা একদিন আপনার মতই ছিলো। খেতো, ঘুরতো ও হাসতো। আনন্দ-উল্লাসে উচ্ছল ঝরনার মতোই বয়ে যেতো তাদের বেলা।

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎ একদিন আলো হয়ে গেলো অন্ধকার। রাঙা প্রভাত হয়ে গেলো কালো সন্ধ্যা। সুখের চাদরে নেমে এলো দুঃখের বৃষ্টি। কেউ জীবন হারালো গাড়ির নীচে চাপা পড়ে। কেউ মারা গেলো উচ্চ রক্তচাপে। কেউ চলে গেলো হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। জীবন্ত মানুষটা এখন মরা লাশ। একদিন সে মানুষ ছিলো। তার একটা নাম ছিল। আজ সে মরা লাশ।

হে বোন! সব অসুস্থতাই অসুস্থতা নয়। কিছু কিছু অসুখ আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিদান। কিন্তু আফসোস! অনেকেই তা বুঝতে পারে না। শিক্ষা নেয় না।

হে মুসলিম নারী! জান্নাত আপনাকে ডাকছে!!

মুসলিম নারীরা ছোট-বড় সব পুণ্যময় কাজে প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি ময়দানেই রয়েছে তাদের অবদান ও অংশ। জানেন? কোন কাজ আপনাকে পৌঁছে দেবে জান্নাতের সীমানায়? এমনও তো হতে পারে যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি ভালো আলেমদের লেখা একটা উপকারী বই দিয়ে এলেন। অথবা কাউকে কোনো ভালো কাজের পরামর্শ দিলেন। আর আল্লাহ এ কারণে আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন! আপনার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করবেন! হতে পারে না?

মুসলিম বোনদের প্রতি হৃদয়বিদারক চিঠি

লূত আলাইহিস সালামের জাতি তাদের নারীদের ছেড়ে পুরুষের সঙ্গে যৌনচাহিদা পূরণ করাকে অভ্যাস বানিয়েছিল। এই নিকৃষ্ট কর্ম আজ ইউরোপ আমেরিকার মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। আর আজ তারা মুসলিম বিশ্বের নারীদেরকেও এজন্য এ পথে আহবান করছে যে, যৌনতার এ আগুনে পুড়ে আমরাই কেবল শেষ হব কেন? শান্তিতে থাকা মুসলিম নারীদেরও এ থেকে ছাড়

দেওয়া হবে না। তাদের মধ্যে যারা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা কেঁদে কেঁদে মুসলিম বিশ্বের নারীদেরকে সতর্ক করছে। মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে খৃস্টান সাংবাদিক জোয়ানা ফ্রান্সিস-এর চিঠির সারসংক্ষেপ আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

প্রিয় বোন আমার! আমার বিনম্র শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আজ বড়ই বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এ চিঠি লিখছি। এর খানিকটা পর তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরূপ তুলে ধরে লিখেন—বিশ্বাস করো, বোমা মেরে ফিলিস্তিন, লেবাননকে কোনোদিন ধ্বংস করা যাবে না। বোমায় কোনো জাতি নিশ্চিহ্ন হয় না। যেমন হয়নি হিরোশিমা-নাগাসাকি। তবে এমন বোমা রয়েছে, যা একটা জাতির নৈতিকতাকে চির অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। আমরা সেই নৈতিক অবক্ষয়ের বোমার শিকার। এ বোমায় কোনো শব্দ হয় না, কোনো রক্তপাত হয় না, কিন্তু প্রতিটি ঘরে সুখের অন্তরালে বেদনার শব্দহীন অশ্রুপাত হয়!

তাইতো বোমার আঘাত না পেয়েও আমরা কাঁদি, আর বোমায় তোমাদের প্রতি ইঞ্চি ভূমি ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরও তোমাদের চেহারা থেকে সেই স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমার সত্যিই তাই ঈর্ষা হয়, খুব ঈর্ষা!

আমাদের নিজস্ব তৈরি ফাইটার জেট, ট্যাংক থেকে এ বোমা নিক্ষিপ্ত হয়নি। হলিউডের নগ্ন আর মুক্ত যৌনতার বোমা আমাদের পরিবার, সমাজকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমরা জানি না, আজ আমাদের সন্তানের পিতা কে? তোমরা জান কি-না জানি না, আমাদের সন্তান সিঙ্গেল মাম (এক মা) এই পরিচয়ে বড় হয়। বিবাহ বহির্ভূত সন্তানে আজ সয়লাব হয়ে গেছে পুরো আমেরিকা। অনেক সময় নিজের মেয়ে বড় হয়ে মায়ের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে অভিসারে জড়িয়ে পড়ে! এর চেয়ে আর বড় বোমাবাজি কী হতে পারে?

তোমাদের উপর যে বোমাবাজি হয়, তাতে আমার দুঃখ হয়, আর আমাদের ওপর এ বোমায় আমার ভেতরে গোঙানি আর আর্তনাদের শব্দ হয়। এ কান্না মেকি সভ্যতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। কেউ দেখতে পায় না!

আমি একজন নারী হিসেবে চাই, পৃথিবীর আর কোনো মা-বোনকে যেন এমন দুর্বিষহ, অভিশপ্ত জীবনের ভেতর দিয়ে পথ চলতে না হয়। কিন্তু ওরা সন্তর্পনে এভাবেই এগোচ্ছে। অবাধ স্বাধীনতা আর মিথ্যা সুখের প্রলোভন দেখিয়ে তোমাদের সংসারের সেই স্বর্গীয় সুখের পায়রাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চাচ্ছে!

একজন রোগাক্রান্ত মানুষই বোঝে তার যন্ত্রণা। যেহেতু আমরা সেই যন্ত্রনার ভেতর দিয়ে সময় পার করছি। তাই অনুরোধ করছি প্রিয় বোন আমার, কথাগুলো শুনো—তবে তোমরাও এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পার।

হলিউড থেকে যা কিছু বের হয়, তা শুধু মিথ্যার প্যাকেজ ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তবে এই নগ্নতা ও যৌনতার সঙ্গে সভ্যতায় কোনো মিল নেই। এ শুধু মিথ্যা প্রহেলিকা, মরীচিকা আর আলেয়া!

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌনতার নামে যে নির্দোষ বিনোদনের ফেরি হচ্ছে আমেরিকার তথাকথিত সভ্যতায়, তা শুধুমাত্র এক বিষের পেয়ালা ছাড়া কিছুই নয়। বোন আমার, ভুলেও এ বিষের পেয়ালা ঠোঁটে লাগিও না। কারণ, এ এমন এক বিষ, যার কোনো প্রতিষেধক নেই। আছে শুধু নৈতিক মৃত্যু। মানুষ তখন পশু হয়ে যায়। পশুর কি আর নৈতিকতা আছে?

চলচ্চিত্র, মিউজিক ভিডিও, নানা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ওরা পৃথিবীকে দেখাতে চায়, মুক্ত যৌনাচার আর অবাধ স্বাধীনতায় আমেরিকার নারীরা খুবই সুখী আর পরিতৃপ্ত। মিথ্যা, একেবারে ডাহা মিথ্যা! এরচেয়ে বড় ধোঁকা ও বড় জোচ্চুরি কিছুই হতে পারে না! ওরা প্রচার করে, রাতের আঁধারে খদ্দের শিকারী পতিতাদের মত অশালীন পোশাক পরে আমরা খুবই গর্বিত! বিশ্বাস করো, এটা তো নিজেকে সস্তায় মুক্ত পণ্য হিসাবে বিকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কুকুর, বিড়ালসহ নানা পোষা প্রাণীকে এখন কাপড় পরাই আর নিজেরাই নগ্ন হয়ে যাই। ধিক ও সভ্যতাকে! বোঝো বোন, এ কেমন বিষাক্ত বিষ!

আমেরিকার মিলিয়ন মিলিয়ন নারীরা আজ ডিপ্রেশন, অবসাদে ভুগছে। ফার্মেসির কাউন্টার এন্টি ডিপ্রেশান পিলে ভরে গেছে। রাতে ঘুমের পিল না খেলে আমাদের ঘুম হয় না। কাজের মাঝে আমরা অবসন্ন হয়ে পড়ি। প্রেমিকের নামে শত শত লম্পট আমাদের ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়। সন্তান, মাতা-পিতার বন্ধন, সংসারের সুখ, সেই মধুর ভালবাসা আজ বিলীন-বিপন্ন!

ওরা বোঝাতে চায় বিবাহ হল দাসত্ব, মাতৃত্ব হল অভিশাপ! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, ওরা আমাদের বোঝাতে চায়, সতীত্ব রক্ষা করা, পূত-পবিত্র থাকা ওল্ড ফ্যাশন ছাড়া কিছুই নয়! (নগ্নতা, অবাধ যৌনতাই আধুনিকতা)। বিয়ের আগে কুমার-কুমারীর জীবন নিয়ে ওরা হাসি-তামাশা করে। পুরো সভ্যতাকে উল্টে দিয়ে অবাধ যৌনতা আর সমুদ্রফেনায়িত রাশি রাশি নিষিদ্ধ ভ্রূণের জন্মের নাম দিয়েছে ওরা সভ্যতা?! ওরা হল সেই বিষাক্ত সাপের মত, যে ইভ (হাওয়া আ.)-কে

কামড়ে আঘাত করেনি; কিন্তু নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর প্রলোভন দিয়েছিলো। ঠিক তেমনি ওরা আজ আমাদের সরাসরি বোমা মারেনি, কিন্তু প্রতিটি নারীর মুখে বিষাক্ত বিষের পেয়ালা তুলে দিয়েছে। আর সুখ স্বপ্নের নামে সে বিষ পান করে আমরা আজ দিশেহারা, উদ্ভ্রান্ত, গন্তব্যহীন, সতীত্বহীন এক অবৈধ মাতা-পিতা।

তবে আমি তোমাদের মাঝে দেখি মাতৃত্বের ছায়া, সেই সতীত্ব, সেই স্বর্গীয় সুষমা, সেই মমতাময়ী বোনের রূপ, সেই কর্তব্যপরায়ণা সংসারধর্মী রমণীর চির সুন্দর প্রতিচ্ছবি। ঠিক যাদের কথা বলা হয়েছে বাইবেলের এর ১৩:১৪ অনুচ্ছেদে।

"অর্থাৎ যা পবিত্র বস্তু তা কুকুরকে দিও না, নিক্ষেপ করো না তোমার মুক্তাগুলো লম্পট শূকরের সামনেও, এই আশঙ্কায় যে, তারা তা পায়ের তলায় পদদলিত করতে পারে এবং ঘুরে এসে তোমাকেই আঘাত ও বিদীর্ণ করতে পারে!"

তাই, আমরা নিজেদের সস্তা পণ্য করে খোলাবাজারে খুব সস্তায় বিকিয়ে দিয়েছি। পণ্যের মান বাড়ানোর জন্য নিজেকে নিজেই সাজিয়ে প্রদর্শন করছি। কেউ দেখে আমাদের ঠোঁট, কেউ দেখে আমাদের স্তন, কেউ দেখে আমাদের ফিগার! সবকিছু ভাল করে দেখে কিনে নিয়ে যায়। বিধাতার দেওয়া সেই অমূল্য তারকা-মুক্তোর দ্যুতির মর্যাদা হারিয়ে নিজেকে সামান্য 'পণ্য' বানিয়েছি মুক্ত সুখের প্রলোভনে পড়ে! নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে বড় সৌন্দর্য আর কিছুই হতে পারে না। আজ তোমাদের মাঝেও দেখছি, কিছু ফ্যাশন ম্যাগাজিনের কভার ছবিতে মুগ্ধ হয়ে তোমরাও এ বিষপেয়ালার দিকে ছুটে আসছো। ছোট হয়ে আসছে তোমাদের পরিধেয় কাপড়! প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছো! বিভিন্ন শয়তানি কৌশলে ওরা তোমাদেরকে তৃষ্ণার্ত করে তুলছে, যখন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা বিষের পেয়ালা তোমাদের ঠোঁটে লাগিয়ে দেবে!

আগে বলছি, এই বিষ একবার স্পর্শ করলে আর মুক্তি নেই! তাই বড় সাবধানে থেকো বোন! আমরা এখন ভুগছি। চাই না আর কোনো বোন এই মরণব্যাধির শিকার হোক!

ওরা আমাদের ব্রেইন ওয়াশ করছে, 'যৌনতা পাপ নয়' বলে। ভুল! ভুল! ভুল সবই ভুল। পাপে কোনো লাভ হয় না। এতো শুধুই ক্ষতি। আর শুধুই প্রতারণা। ওরা আমাদের বুঝিয়েছে—প্রতিটি ঘরের মুসলিম মহিলারা নির্যাতিতা, কিন্তু আমার মনে নেই, করে আমাদের সন্তান শেষবার আমাদের আঁচলে তার মুখ মুছেছিল? মায়ের আঁচলের নীচে সন্তানের মুখ, এরচে' বড় স্বর্গীয় প্রশান্তি আর কী হতে পারে? এবার দেখি, কারা সত্যিকারার্থে নির্যাতিতা?

তোমাদের সবাই যখন সংসারে জায়নামাজে বসে গভীর রাতে পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে সেজদাবনত হয়ে পরস্পরের কল্যাণের জন্য মোনাজাত করো, তখন আমরা ক্লাবে কোনো পুরুষের বাহুলগ্না হয়ে বেসামাল হই। এরপর মদে বুঁদ হয়ে টলতে টলতে ঘরে ফিরি। অথবা পুলিশ ঘরে পৌঁছে দেয়। আমরা মায়েরা সন্তানকে মাতৃত্বের আঁচল দিতে পারিনি। ২১ বছর হলেই মদের পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছি। এবার বোঝ বোন, আসল সুখ কোথায়? আর কেন তোমাদের জন্য আমার এতো হিংসা!

শত শত বোমা তোমাদের ভূমি ক্ষত-বিক্ষত করেছে, কিন্তু সংসার ভাঙতে পারে নি। আর আমরা অর্থ, বিত্ত-বৈভব আর প্রাচুর্যে থেকেও আমাদের সংসার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। স্নেহ, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সৌহার্দ, বড়দের ভক্তি, ছোটদের স্নেহ, ভাই-বোনের নিবিঢ় সম্পর্ক নেই বলেই আজ কৌশলে বিভিন্ন দিবস বানিয়ে মার্কেটে ছেড়ে দিয়েছি। নাম দিয়েছি ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস, বন্ধু দিবস। দিবসগুলো আমাদের কিছু কার্ড, ফুল আর চকলেট দিয়েছে; কিন্তু সেই স্বর্গীয় ভালবাসা, মাতা-পিতার অকৃত্রিম মায়ার বন্ধন ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

হয়ত আমার কথাগুলো অনেকেই অস্বীকার করবে, কিন্তু এটাই সত্য. এ সমাজে আমার জন্ম, এখানে আমার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা নেওয়া, আমার নষ্ট হয়ে যাওয়া কথাগুলো আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। আর কেউ বলবেও না। পিতাহীন একজন সন্তান যখন শুধু পাপের মাধ্যমে জন্ম আর পাপের মাঝে বড় হয়, তখন তাকে কে রক্ষা করবে বলো? এ 'সভ্যতার বোমা' আমাদেরকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে। আমি চাই না, এ পাপ তোমাদের সমাজকেও কলুষিত করুক। তখন 'মানবসমাজ' বলতে আর কিছুই থাকবে না। হয়ে উঠবে এক 'পশুসমাজ'!

এক বিষাক্ত সাইক্লোনের মতো ধেয়ে আসছে এ নৈতিক অবক্ষয়ের নগ্নবোমা সভ্যতা। তোমাদের দৃঢ় মনোবল ধর্মীয় স্প্রিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করো বোন আমার। এ বিষ সংসার বিনাশকারী। এ বিষ সন্তান বিনাশকারী। এ বিষের বিষ মায়া-মমতা, ভালোবাসা, স্নেহ, নৈতিক মূল্যবোধ বিনাশকারী। এ বিষের পেয়ালা স্পর্শের কোনো চিন্তাও করো না। ঠিক এখানেই থামো। আর একটুও অগ্রসর হয়ো না বোন আমার! আশাকরি একজন বোন হিসেবে আমার এ উপদেশটুকু উপেক্ষা করবে না। অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর অশেষ শুভকামনায়।

'জোয়ানা ফ্রান্সিস'

মুসলিম দাঈদের স্ত্রীগণের প্রতি

হে দাঈদের (যারা দিন-রাত ইসলামের দিকে আহ্বানে কর্মরত) ও মুজাহিদিনের স্ত্রীগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং দৃঢ় থাকো ও ধৈর্য্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের স্বামীদের কঠোর সংগ্রামের সফলতা এবং ব্যর্থতার কারণ।

একটি প্রবাদ আছে—'প্রতিটি মহান পুরুষের সফলতার পিছনে রয়েছে একজন মহৎ নারীর অবদান।' অনেকেই এ প্রবাদের পক্ষে এবং অনেকেই এর বিপক্ষে তবে আমাদের সকলেরই একথা স্বীকার করতে হবে যে, একজন স্বামীর জীবনে তার স্ত্রীর গুরুত্ব অনেক; আর তাদের দায়িত্ব যদি তারা ঠিকমত পালন করে, তবেই ইসলাম প্রচার আরো সুষ্ঠু ও সফলতার সাথে হবে। একারণেই আমাদের রাসুল (সা) একাধিক স্থানে নারীদের গুরুত্বের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তিনি মুসলিম পুরুষদেরকে বিবাহের জন্য দ্বীনি মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন; যে তার স্বামী, গৃহ ও তার সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

আমরা বিশ্বাস করি, কোন ব্যক্তিই আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না, যদি আমরা বলি যে অন্য সবার চেয়ে প্রতিটি দাঈর জন্য একজন নেককার, ভদ্র ও মহৎ স্ত্রীর প্রয়োজন, যে তার দুঃসময়ে এবং সুসময়ে তার পাশে দাঁড়াবে, তাকে সমর্থন করবে, তার বাড়ীতে থেকে তার কাজ ও দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজে এবং তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করবে।

দাঈদের স্ত্রীগণের যেসকল বৈশিষ্ট থাকা উচিৎ

১. সাধারণ পুরুষদের থেকে একজন দাঈ অনেক ভিন্ন। তার সময়সূচী অন্যদের মত নয় এবং তার উদ্বেগও অন্যদের থেকে পৃথক।

সুতরাং তার কর্ম ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অন্যদের থেকে আলাদা হবে একজন সাধারণ ব্যক্তির উদ্বেগ শুধুমাত্র তার নিজস্ব ব্যাপারে যেমন তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্যদিকে একজন দাঈর উদ্বেগ শুধুমাত্র এসব বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার উদ্বেগ আরও উচ্চমাত্রার। যা হলো—এই উম্মাহর পুনর্জাগরণ, উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার কারণে তার মন ব্যাকুল থাকে এবং সে সর্বদা কর্মরত থাকে এমন এক ভীতিকর পরিস্থিতি পরিবর্তন করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য।

২. আয়-রোজগার এবং পরিবারবর্গের চাহিদা পূর্ণ করার মাধ্যমে কীভাবে সংসারে সুখ আনা যায় এসব ছাড়া একজন সাধারণ পুরুষের আর অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা

নেই। অথচ একজন দাঈর চিন্তা, দায়িত্ব ও কাজ সেই সাধারণ মানুষের থেকে এত বেশি যে তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সঙ্গ দেয়ার মত সময় তিনি খুব অল্পই পাবেন, আর তার নিজ স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির বিষযটা নাই-ই বা উল্লেখ করলাম। তার ব্যস্ততা এমন পর্যায়েও বৃদ্ধি পেতে পারে যে তার স্ত্রী হয়ত ভাবতে শুরু করবে যে তার স্বামী তাকে অবহেলা করছে এবং তার নিজ পরিবারের দায়িত্ব পালন না করে এই মুসলিম উম্মাহর কার্জক্রম নিয়েই ব্যতিব্যস্ত আছেন। সুতরাং একজন মুসলিম মহিলা যদি তার স্বামীকে (যিনি একজন দাঈ) সমর্থন না করে এবং সাধারণ মহিলাদের থেকে চিহ্নিত করার মত তার মধ্যে বিশেষ কিছু গুণের উপস্থিতি না থাকে, এবং তার স্বামীর দায়িত্ব ও কর্মের ব্যাপারে লক্ষ্য না রাখে আর এটাও উপলব্ধি করতে না পারে যে, তার স্বামীর দ্বীনি দায়িত্ব অন্য সকল কিছুর উপর প্রাধান্য পায়; তাহলে নিঃসন্দেহে শত্রু, প্রতিপক্ষ ও কাফেরদের মোকাবেলার এই যাত্রায় সেই দাঈকে আরও কঠোরভাবে শ্রম দিতে হবে ও অনেক বেশি বাধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হবে। আর এটাই হতে পারে তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) সম্পর্কে প্রথম ফাটল।

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যদি আমরা উদাহরণ সরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করি, যা আপনাদের কাছে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিবে। যদিও এর দ্বারা আমরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছি না। আমরা একজন দাঈকে কল্পনা করি, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি মানুষদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বানে ব্যয় করেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এই উম্মাহর করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য সারাদিন পরিশ্রমের পরে ঘরে ফিরলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যখন তিনি ঘরে ফিরলেন সেখানে একজন 'মহিলা' (তার স্ত্রী) আছে, যে তার এই সারাদিনের কর্মশ্রমকে অবমূল্যায়ন করছে; বিলাপ করছে এবং তার যে দীর্ঘ সময় ঘরে একা থাকতে হয় সে ব্যাপারে অভিযোগ করছে অথবা তার স্বামীর কানে সেই বাঁধাধরা অভিযোগ ও অনর্থক দাবী করেই যাচ্ছে। আর সে এই সব তার স্বামীর মাথার উপর চাপিয়ে দেয়। অথচ সে একবারও চিন্তা করেনা যে, তার এমন আচরণের ফলে তার স্বামীর বা তাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক, সেটা নষ্ট হচ্ছে। এবং এসব কাজকর্মের দ্বারা ইসলাম প্রচারের মিশন কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কল্পনা করুন এমন এক মহিলার কথা, যে দীর্ঘসময় তার স্বামীর ইসলাম প্রচারের সকল কার্যকলাপ দেখার পরও তার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয় তার স্বামীর চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা; আর উম্মাহর এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য যে কী পরিমান কর্মশক্তি প্রয়োজন, এসব বিষয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। আমি এমন মহিলাদের দেখেছি যারা তাদের স্বামীদের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের

নিরুৎসাহিত করে আর তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প ধ্বংস করে দেয়। অধিকন্তু, এই দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তার স্বামীর যে উৎকণ্ঠা, উদ্দীপনা ও আবেগপূর্ণ আগ্রহ আছে তা নিঃশেষ করে দেয় এবং সকল পন্থায় তাকে নিরুৎসাহিত করে ও তার দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে অবচেতন করে রাখে আর এসবের মাধ্যমে তাকে হতাশ ও বিষণ্ণ করে তোলে। এবং আরও সে তার স্বামীর কাছে এমন সব আবদার ও দাবী করে যা অপ্রয়োজনীয়, পূর্ণ করা খুব কঠিন অথবা প্রায় অসম্ভব।

৩. এই পথে থাকলে যেসকল বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়, যে রক্তাক্ত তীর তার বুকে নিক্ষেপ করা হয়, আর চতুর্দিক থেকে যে সকল আক্রমন আসে, এসকল কিছুর জন্য তার অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠে এমন একজন স্ত্রীর সঙ্গ, যিনি ইসলাম প্রচারে তার স্বামীর দায়িত্ব পালনে সকল প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন, দুঃসময়ে তার সাথে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার এই কাঁটা বিছানো, কঠিন ও কষ্টকর পথে দৃঢ় থাকবে ও সমর্থন করবে। অবশ্যই একজন নেক স্ত্রীকে ধৈর্যশীল ও স্থিরসংকল্পের অধিকারিনী হতে হবে এবং এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, তার স্বামীই প্রথম এবং একমাত্র নয়, যিনি এই বিস্ফোরক ও কাঁটা বিছানো পথে চলছেন, বরং ইতিহাসের পাতায় এমন অগণিত মানুষ রয়েছেন যাঁরা তাঁদের রক্ত উৎসর্গ করেছেন ইসলাম প্রচার এবং এই দ্বীন কায়েম করার জন্য।

তার এই বিষয়টিও উপলব্ধি করতে হবে যে, তার স্বামী যত বিপদাপদ, ক্ষয়ক্ষতি আর হুমকির মধ্যেই থাকুক না কেন এর অর্থ এই নয় যে তিনি এ সংগ্রামে হেরে গিয়েছেন, বরং বিজয় লুকিয়ে থাকতে পারে পরাজয়ের রূপে। এবং এসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার পরও সেই দাঈর মুখ থেকে তার চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা এবং সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ইসলাম ও ইসলামের বার্তা প্রচার ও বাস্তবায়নের কথা শুনে মানুষেরা বিস্মিত হয়ে যাবে। সুতরাং, একজন দাঈর ঘরে যদি বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল স্ত্রী না থাকে যে তার স্বামীর আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, সংসারে স্থিরতা রক্ষা করার প্রধান বিষয়েরই অভাব রয়েছে সেই ঘরে। যার উপস্থিতি পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যদের প্রভাবিত করবে।

৪. এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন দাঈ, যিনি মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং যিনি কর্তৃত্বপরায়ণ ফেরাউনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আহ্বান করেন, নিশ্চিতভাবে তিনি এক্পর্যায়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, যখন তার নিজ সন্তানদের জন্য সময় বের করাটাও হবে দুর্লভ। কেননা তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন এই উম্মাহর সন্তানদের শিক্ষা ও দীক্ষা দানে। ফলে তার নিজ পরিবারে সময় দেয়ার খুব একটা সুযোগ থাকবে না। তাই অত্যাবশ্যকভাবে তার সন্তানদের জন্য তার একজন ঈমানদার মা-এর প্রয়োজন, যে হবে বিশ্বাসীদের মধ্যে অসামান্য এবং

যে তার সন্তানদের গড়ে তোলার কাজে তার সাথে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে এবং তাদের বাবার অনুপস্থিতিতে তাদের সর্বাত্মক দেখাশুনা করবে, যেটা অপরিহার্যভাবে অসংখ্যবার ঘটবে।

আমাদের শুধুমাত্র সাহাবা এবং তাবেয়ীনের মধ্য থেকে কিছু মুজাহিদিনের প্রতি লক্ষ্য করলেই চলবে, যাদের সন্তানাদি ছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুর্লভ কিছু উপলক্ষ ছাড়া তাদের কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হতো না, পক্ষান্তরে কিছু তো এমনও ছিলেন, যারা তাদের স্ত্রীদের সন্তান প্রসবের পর সন্তানের মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি। কেননা তারা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন দাওয়াহ'র কাজে বা যুদ্ধের ময়দানে

এটা একটা নারীর জন্য সুনিশ্চিত ব্যাপার যে, একজন দাঈর অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন এমন একজন সহধর্মিণীর, যে হবে অসামান্য ঈমানের অধিকারী, অন্যান্য নারীদের চেয়ে ব্যতিক্রম। অধিকন্তু, একজন দাঈর স্ত্রীর প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যা তাকে উপযোগী করে তুলবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতায়। দায়িত্বে ও কর্তব্যে উত্তীর্ণ হতে নিয়মিত যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে, এবং অবিচল থেকে সেসবের মোকাবেলা তাকে করতে হবে।

শ্রদ্ধেয় মুসলিম বোনেরা, আপনারাই আপনার দাঈ স্বামীর আশার আলো, কেননা তার কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব আপনারও। এবং তাকে সুস্বাস্থ্যের উপযোগী করে তোলাও আপনার দায়িত্ব, যাতে করে একজন দাঈ দাওয়াহ কার্যক্রম চালাতে পারে। অথবা জিহাদের ময়দানের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তার মানজিলে পৌঁছাতে পারে। আপনি দৃঢ় থেকে আপনার স্বামীকে সহযোগীতা করবেন। নিশ্চিতভাবে আপনি যদি হক্কের পথে ধৈর্যশীল হোন, আপনি পাবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ থেকে অজস্র পুরস্কার।

শ্রদ্ধেয় মুসলিম বোন, আমরা আমাদের উপদেশকে প্রধান চারটি ভাগে সংক্ষেপে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পারিঃ

১. খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আপনার আদর্শ বানান, যিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর একান্ত আপন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহস পেয়েই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দীনের দাওয়াত চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে সাহায্য করেছেন, তার উপর ঈমান এনে তাকে আগলে রেখেছেন এবং তার প্রতি সেই অসামান্য বাণী উচ্চারণ করেছেন—"আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো ব্যর্থ করবেন না, কারণ আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন; বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন, দরিদ্রকে

সাহায্য করেন; দুর্বলকে সহযোগিতা করেন; ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কজের নিষেধ করেন আর সমাজের সকল দুর্নীতির প্রতিরোধ করেন।"

২. রাতের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠুন আর সেহরীর সময় আল্লাহর নিকট তাদের সফলতার দুআ করুন, যেন তাদেরকে দ্বীনের পথে অবিচল রাখেন, তিনি যেন তাদেরকে জয়ী করেন, তিনি যেন তাদেরকে সম্মান দান করেন এবং তিনি যেন তাদেরকে সাহায্য করেন।

৩ নিজেকে ব্যস্ত করে তুলুন আপনার স্বামীর সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারে। সুষম পুষ্টিদানের বিষয়টি নিশ্চিত করুন। উত্তম জ্ঞানে শিক্ষিত করুন ও নববী আখলাকে দীক্ষিত করুন। তাদের অন্তরে তাওহিদের বীজ বপন করে দিন, যেন তারা হয়ে উঠে উম্মাহর সৈনিক।

৪. শ্রদ্ধেয় মুসলিম বোনেরা, আপনার স্বামী যদি একজন দাঈ হয়ে থাকেন তবে এজন্য আপনি গর্বিত হোন।

নারী কখন অন্তরায় আর কখনো চালিকাশক্তি হয়

একথা আত্মস্থ করার পরও (জিহাদই হল একমাত্র ব্যবস্থাপত্র যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সমস্যার সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন) আমরা তার উপর আমল করতে পারছিনা। তাই আমাদের কর্তব্য হল সে ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করার পথে অর্থাৎ জিহাদের পথে ব্যক্তিপর্যায়ে যে অন্তরায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা। জিহাদের পথে বাধা বা অন্তরায়ের মূল কারণসমূহ যা আল্লাহ তায়ালা সুরা তাওবার এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন তা হলো,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের সন্তান, পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং বাসস্থান, যাকে

তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[৯]

এগুলো হলো জিহাদের পথের অন্তরায়সমূহের মৌলিক বিষয়াবলী, যা থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বের হয়। চিন্তার বিষয় হল এ প্রিয় বস্তুগুলোর ভালোবাসা কীভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এবং সেই জিহাদের উপর জয়ী হয়, যা উম্মতের মর্যাদার পথ। কেননা যখন একথা আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জিহাদের ভালোবাসা এসব প্রিয় বস্তু হতে বড় ও জরুরী, তখন অনিবার্যভাবেই আমরা তা বাস্তবে আনতে আনার চেষ্টা করবো। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিহাদের মর্যাদা এ সকল বস্তু থেকে অনেক অনেক বেশি। আর এই চেতনা উম্মতের সন্তানদেরকে তাদের জীবন, ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করবে। এর দ্বারা ওয়াহান দূর হবে[১০] অতঃপর কুফফার জাতি কখনো এই উম্মতের উপর চড়াও হতে পারবেনা। এ বাস্তবতা জানার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন পুরুষরা রয়েছেন, যারা মৃত্যুকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন আমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। এবং এ উম্মতের মাঝে এমন ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, যারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে সকল সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত—যেভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তুত ছিলেন। তাদের মধ্যে এমন মায়েরা রয়েছেন, যারা নিজেদের সন্তান জিহাদ থেকে পিছপা হওয়াতে সন্তুষ্ট নয়। এ সকল খ্যাতিগুলো যখন এ উম্মতের অর্জন হয়ে যাবে তখন আল্লাহর দুশমনরা হাজারবার হিসাব কষবে এ উম্মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য।

এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সেই অন্তরায়গুলোকে বিস্তারিতভাবে টেনে আনবো না। তবে আমরা একটি অন্তরায় সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা এই উম্মত থেকে দ্রুত দূর করা জরুরী বলে আমরা মনে করি। আর সেই অন্তরায়টি হল যে, নারী হয়তো মা হবে বা স্ত্রী বা মেয়ে বা বোন হবে। আর এরা সবাই আয়াতের উল্লিখিত অন্তরায় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর নারীরা অন্তরায় হওয়ার প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা এ থেকে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং আমরা এখানে নারীকেই সম্বোধন করবো এবং তাকে অবগত করবো যে, সেও ইসলামের বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায়। আমরা যখন বলেছি যে, নারী ইসলামের বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায়, পক্ষান্তরে

---

৯. সূরা তাওবাহ: ২৪।

১০. টীকাঃ ওয়াহান বলা হয়, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে অপছন্দ করা।

আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে, নারী ইসলামের বিজয়ের জন্য বিরাট এক প্রভাবক শক্তিও বটে। তবে এ শর্তে যে, সে তার ভূমিকাকে বীরত্বের সঙ্গে পেশ করবে। যেমনটি আমরা সামনে কতিপয় অনুসরণীয় মহিলাদের পবিত্র জীবনী বর্ণনা করবো।

এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমাদের নারীদের সম্বোধন করার কারণ হলো—আমরা দেখেছি, নারী যখন কোন বিষয়ে যত্নশীল হয়, তখন পুরুষের জন্য তা সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। আর যখন সে কোন বিষয়ে বিরোধী হয়, পুরুষের জন্য সে কাজ সম্পাদন করা বিশাল কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে সে নারী যখন কোনো মা বা দাদী হোন তখন তো তাঁর সেবা ও সন্তুষ্টি জরুরি।

নারীরা যেহেতু পুরুষের সম্পদ ও সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণকারী, এজন্য আমরা তাদেরকে বিশেষ আহ্বান করছি যাতে ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার যুদ্ধে তারা যেন নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। পক্ষান্তরে নারীরা যখন নিজের ভূমিকা (দায়িত্ব) হতে পিছপা হবে, তখন তাই হবে, যা এই উম্মতের পরাজয়ের প্রথম ধাপ ও ধ্বংসের মৌলিক কারণ। যেমনটা বর্তমানে হয়েছে।

ইসলামের গৌরবময় যুগগুলোতে কাফেরদের দেশসমূহে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে অথচ কাফেররা ধনে-জনে অধিক ছিল। আর তা এজন্যই সম্ভব হয়েছিল যে, তখন নারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন। এবং তারা নিজ সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তারবিয়ত দিতেন এবং পুরুষেরা জিহাদে বের হলে নারীগণ নিজ চরিত্র-সম্ভ্রম ও সম্পদের হেফাজত করতেন। নিজে ধৈর্য ধরতেন এবং নিজ সন্তান ও স্বামীকে ধৈর্য ধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে তা জনৈক ব্যক্তির কথার ন্যায় হলো—"প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পিছনে একজন নারী রয়েছেন"। বর্তমানে তা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং আমরা বলবো—"প্রত্যেক মহান মুজাহিদের পিছনে একজন নারী ছিলেন। এবং সেই নারীগণ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতেন ও সেই গুণ অর্জন করেছিলেন, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছিলেন,

হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করবো? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়, জিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সাহায্যকারী স্ত্রী গ্রহণ করে।[৩১]

আর বর্তমান যুগের নারীদের সম্পর্কে কী বলবো! তাদেরকে কোন গুণে ভূষিত করবো? আর তাদের দায়িত্ববোধই বা কী? আখেরাতের কাজে স্বামীদের প্রতি তাদের কি কোনো সহযোগিতা আছে? আর তারা কি বর্তমান সময়ে ইসলাম ও কুফরিশক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে? নাকি তারা কুফরি রাষ্ট্রগুলোকে চিনে? আর তারা কি জানে প্রতিটি দেশে মুসলমানরা কী বিপদে রয়েছে?

এখন তারা ব্যস্ত। কিসের জন্য ব্যস্ত? ফ্যাশনের আর সাজসজ্জার পিছনে ব্যস্ত বরং তাদের একদল নিয়োজিত রয়েছে হারামের মাঝে এবং তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের বিপরীতে তার শত্রুদেরকেই সাহায্য করছে।

তদুপরি আমরা উম্মতের মুক্তির জন্য তাদের অংশগ্রহণের আশাবাদী। তাই আমরা নিয়োজিত হয়েছি ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক কার্য থেকে নারীদের হাতকে রুখতে। শত্রুরা ভালো করেই বুঝেছে যে, নারীগণ উম্মতের মেরুদণ্ড, যখন এরা নষ্ট হবে তো তাদের প্রজন্মও নষ্ট হবে এবং আশপাশের পরিবেশও নষ্ট হবে। তাই তারা নারীদের স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করছে। আর তারাও তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তিও নেই।

হে আল্লাহর বান্দি!

বর্তমান এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আপনার অনুপস্থিতিই থাকুক, যদি শুধু আপনার একার অনুপস্থিতিই থাকতো, তাহলে বিষয়টি এতো জটিল হতো না। তখন আমরা পুরুষের ক্ষেত্রে আশাবাদী থাকতাম। কিন্তু বর্তমান সময়ের এই লড়াইয়ে আপনার অনুপস্থিতির সাথে পুরো উম্মতই অনুপস্থিত থাকছে সুতরাং কে যুবককে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে? যুদ্ধে সাহস যোগানোর জন্য পুরুষের পাশে কে দাঁড়াবে?

---

[৩১]. মুসনাদে আহমাদ।

হে মুসলিম বোন!

আপনার বোঝা উচিত যে, আপনার গুরুত্ব আপনার ধারণা থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে ইসলামেব পরাজয়ের বড় একটি দায় আপনার উপরও বর্তাবে। কেননা আপনি যদি আপনার দায়িত্ব আদায় করতেন, তাহলে উম্মাহ এই লাঞ্ছনার শিকার হতো না। বলতে পারেন—কেনো এ দায় আমার উপর বর্তাবে। আমরা বলবো আপনার প্রথম দায়িত্বটা যদি আপনি সঠিকভাবে আদায় না করেন, তাহলে পরবর্তী চেষ্টাগুলো সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। শিশু আপনার কোলেই বেড়ে উঠে, আর আপনাকে ছাড়া তাব আর কোন ভালোবাসা আছে কিনা তা সে জানেনা।

সুতবাং আপনি যখন তার কোমল হৃদয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পথে জিহাদেব বীজ বপন করবেন না, তখন পূর্ণবয়সে তার হৃদয়ে কেউ অতি কষ্ট ছাড়া সেই বীজ বপন করতে পারবে না। সুতরাং বোন! আপনি নিজ ভূমিকা সম্পাদন করুন এবং দুই দশক পর তার ফলাফল দেখুন।

বর্তমানে ইসলাম ও অন্যান্য বাতিল ধর্মগুলোর মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ করে নব্য এই ক্রুসেডে, যাতে আমেরিকার নেতৃত্বে পুরো বিশ্ব এক হয়েছে; তাতে নারীর ভূমিকা বর্ণনা কবার ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের স্বর্ণযুগের কতিপয় মুজাহিদা নারীর ভূমিকা বর্ণনা করব। পূর্ববর্তী মুসলিম নারীদের ন্যায় যদি বর্তমান মুসলিম নারীদের মধ্যেও সেরকম ত্যাগ, সততা ও দ্বীনের জন্য ভালবাসা থাকতো তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হতো।

পূর্ববর্তী কতিপয় নারীদের দৃষ্টান্ত

হে আমার প্রিয় বোন!

এখন যাদের অবস্থা বর্ণনা করবো, আশা করি আপনি তাদের অনুকরণ করবেন, যেন সেই মঙ্গল অর্জন করতে পারেন যা তাদের ও তাদের সময়ে দ্বীনের অর্জন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন অনুকরণের যোগ্য।

প্রিয় মুসলিম বোন!

আপনার জন্য ঐসব বেহায়া, কুলাঙ্গার ও দেহব্যবসায়ী নারীদের মাঝে কোন আদর্শ নেই। আপনি যদি জানতে চান যে, আপনি কে? তাহলে তাদের দিকে তাকান যাদেরকে আপনি অনুসরণ করছেন। আর আপনি যদি উম্মতের অবস্থা জানতে

চান, তাহলে উম্মতের নারীরা যাদের অনুকরণ করছে তাদের দিকে তাকান। তারা যদি মহান মুজাহিদা, সত্যবাদী, আনুগত্যকারিণী, ইবাদতকারিণী, ধৈর্যশীলা, রোজাদার নারীদের অনুকরণ করে তাহলে উম্মত বিজয় লাভ করবে। আর তারা যদি লম্পট, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্টা নারীদের অনুকরণ করে তাহলে এটা হবে উম্মতের জন্য অনিবার্য ও চরম ক্ষতি। বর্তমানে আমরা তা-ই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় চাচ্ছি।

ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেছেন। এটা তখন পুরুষের স্বল্পতার জন্য নয় বরং তা দ্বীনের মহব্বত ও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হওয়ার তামান্নায় হয়েছিল। আর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সে বর্ণনা অনুযায়ী, যা ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ হাশরজ ইবনু আল আশজায়ী থেকে এবং তিনি তার দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন—আমি ও আরো পাঁচজন নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খায়বর যুদ্ধে বের হলাম। এ খবর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছালো যে, তাঁর সঙ্গে নারীরা রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও বললেন—"কোন জিনিস তোমাদেরকে বের করেছে? আর কার আদেশে তোমরা বের হয়েছো?" আমরা বললাম—আমরা তীর সংগ্রহ করে দিব, লোকদেরকে পানি, ছাতু পান করাবো। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার উপাদান রয়েছে তা দ্বারা চিকিৎসা করবো এবং কবিতা আবৃত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করবো। তিনি বললেন, উঠো! এবং ফিরে যাও। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা খায়বারের বিজয় দান করলেন, তখন পুরুষদের ন্যায় আমাদের জন্যও গনিমতের অংশ বের করলেন। আমি বললাম—দাদী! আপনাদের জন্য কী বের করেছিলেন? তিনি বলেন, খেজুর।[৩২]

এভাবে জিহাদের প্রতি নারীর প্রগাঢ় ভালোবাসা ও দ্বীনের জন্য উৎসর্গ হওয়ার জজবা তাদের সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল যে, একপর্যায়ে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে বের হওয়ার আবেদন পেশ করলেন।

যেমন বুখারী ও সুনানে নাসায়ীতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

---

৩২. আস সুনান, ইমাম আবু দাউদ।

يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

ওহে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার সঙ্গে বের হয়ে জিহাদ করবো না? কেননা কুরআন মাজীদে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখি না। তিনি বললেন—না, তবে তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা।[৩৩]

তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বসূরী নারীগণ দ্বীনের প্রতি তাদের অধিক ভালাবাসার কারণে নিজেরা জিহাদে যাওয়ার অনুমতির আশা করতেন। আর আমরা বর্তমান নারীদের দেখছি যে, তারা চায় আল্লাহ তায়ালার বাণী (তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে) যদি নাযিল না হতো, বিশেষ করে যখন তারা জানে যে, নিজের ছেলে, ভাই, পিতা বা স্বামী আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দ্বীনের সাহায্যার্থে জিহাদের পথে বের হচ্ছে। এটাই বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পূর্বসূরি নারী ও বর্তমান যুগের নারীদের মাঝে। পূর্বসূরি নারীগণ পুরুষদের বের করে দিতেন, যাতে তারা সকল কুফরি ধর্মগুলোর উপর বিজয় লাভ করতে পারে আর বর্তমান যুগের নারীরা তাদের পুরুষদেরকে বের করে দেয়, যাতে তারা গরু, পাথর, বৃক্ষপূজারি ও খৃস্টানদের দাস হতে পারে। এমনকি তারা অপমানজনক জিজিয়া (কর) দিতেও প্রস্তুত। হে প্রিয় বোনেরা! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন আশ্রয় নেই।

হে আমার বোন!

আমরা আপনার সামনে সেই মহান নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করবো, যার মর্যাদা হাজারো পুরুষের চেয়ে বেশি। যাতে আপনি তাদের সুন্দর আদর্শে সজ্জিত হতে পারেন। সেই গুণাবলীর এক দশমাংশও যদি বর্তমান মহিলাদের মাঝে থাকতো তাহলে আমাদের একটি অধিকারও নষ্ট হতো না। সেই বীর মুজাহিদা হলেন উম্মে আম্মারা নাসীবাহ বিনতে কা'ব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহা। সিয়ারু আলামিন নুবালায় তার জীবনীতে এসেছে। তিনি বলেন—উম্মে আম্মারা বাইয়াতে আকাবা, উহুদ, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। জিহাদে তার হাত কাঁটা গিয়েছিল। ওয়াকিদী বলেন—তিনি নিজ স্বামী গুযাইয়া ইবনু আমর এবং তার ছেলের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

[৩৩]. সহিহ বুখারি: ১৫২০।

করেছিলেন। তিনি পানি পান করাতেন, তার সঙ্গে অস্ত্র ছিল। তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। যুম্বরা ইবনু সাঈদ আল মাযিনী তার দাদী, যিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (দাদী) বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাসীবা বিনতে কা'বের অবস্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, সে আজ অমুক অমুক হতে উত্তম অবস্থানে আছে। এবং তিনি তাকে কোমরে কাপড় বেঁধে কঠিন যুদ্ধ করতে দেখেছেন। এমনকি তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হোন।

তিনি বলেন, আমি দেখছিলাম যে, ইবনু কিমযা তার গায়ে আঘাত করছিল। আর এটাই তার বড় আঘাত ছিল। তিনি এক বছর পর্যন্ত সেটির চিকিৎসা করেন। অতঃপর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল আসাদের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি রক্তক্ষরণের জন্য উঠতে পারছিলেন না। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং রহম করুন।

উম্মে আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি উহুদ যুদ্ধে নিজে দেখেছি যে, লোকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সরে পড়ছে। দশজনের একটি দল ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই, আমি ও আমার দুই ছেলে এবং আমার স্বামী তাঁর সামনে থেকে আঘাত প্রতিহত করছিলাম আর লোকেরা পলায়ন করছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন আমার কাছে কোনো ঢাল নেই, অতঃপর তিনি পলায়নরত এক ব্যক্তির কাছে ঢাল দেখতে পেলেন এবং তাকে বললেনঃ যে যুদ্ধ করছে তাকে তোমার ঢালটি দিয়ে দাও। ফলে সে তার ঢালটি নিক্ষেপ করলো আর আমি তা উঠিয়ে আনলাম এবং আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অশ্বারোহীরা আমাদের উপর কঠিন আক্রমণ করেছিল। তারা যদি আমাদের ন্যায় পদাতিক হতো তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদেরকে ঠিকভাবেই পাকড়াও করতাম।

অশ্বারোহী এক ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমার উপর আঘাত করল, আমি তা প্রতিহত করলাম। ফলে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। অতঃপর আমি তাকে ধাওয়া করলে সে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তার ঘোড়ার পায়ের গোছায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন—(হে উম্মে আম্মারার ছেলে! তোমার মা, তোমার মা) অর্থাৎ তাকে সাহায্য কর। তিনি বললেন, তারা আমাকে সাহায্য করেছে। এমনকি কাবু করে ফেলেছে অতঃপর আমি তার মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়েছি।

ওয়াকিদী উম্মে আম্মারাব ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি একটা আঘাত পেয়েছিলাম, তখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার জখমটাতে পট্টি বেঁধে নাও। তখন আমার মা আমার দিকে আসলেন। তার সঙ্গে কিছু পট্টি ছিল। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, হে উম্মে আম্মারা! তুমি যা করতে সক্ষম হয়েছো, আর কে তা করতে সক্ষম হবে? অতঃপর আমার ছেলের আঘাতকারী অগ্রসর হলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই লোকটি তোমার ছেলের আঘাতকারী। তিনি বললেন, অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে তার পায়ের গোছায় আঘাত করলাম। এতে সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুচকি হাসতে দেখলাম এমনকি আমি তার দাঁত দেখেছি। অতঃপর আমি তার নিকট আসলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি তোমাকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, উম্মে আম্মারা উহুদ যুদ্ধে বারোটি আঘাতপ্রাপ্ত হোন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তার হাত কাটা যায়। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি এগারটি আঘাতপ্রাপ্ত হোন। এসব জখম নিয়ে তিনি যখন মদিনায় আসলেন, তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখা গেছে (তখন তিনি খলিফা ছিলেন) তার কাছে এসে তিনি ও তার ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তার ছেলে হাবিব ইবনু যায়েদ ইবনু আসেম, যাকে মুসায়লামা শহিদ করেছিল। তার আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ আল মাযিনী, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওজুর বর্ণনা করেছেন। তিনি তার তরবারি দিয়ে মুসায়লামাতুল কাযযাবকে হত্যা করেছিলেন।

সিফাতুস সফওয়া নামক কিতাবে তার সম্পর্কে এসেছে যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি যে দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি সে দিকেই তাকে আমার কাছে থেকে যুদ্ধ করতে দেখেছি।

আল ইসাবা নামক কিতাবে (৪/৪১৮) তার সম্পর্কে এসেছে, ওয়াকীদী উল্লেখ করেছেন, যে নাসীবা ইবনু কাবের কাছে যখন মুসায়লামার হাতে তার ছেলে হাবিব ইবনু যায়দ এর হত্যার খবর পৌঁছেছে, তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলেন যে, হয় তিনি মুসায়লামাকে হত্যা করবেন, না হয় তার কাছেই মরবেন। অতঃপর তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে খালেদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে

আপন ছেলে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ অংশগ্রহণ করেন ও মুসায়লামাকে হত্যা করেন, সেই যুদ্ধে তার হাত কাটা যায়।

ইবনু হিশাম তার 'যিয়াদাত' উম্মে সাঈদ ইবনু কবির সূত্রে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, আমি উম্মে আম্মারার নিকট গেলাম ও তাকে বললাম, হে খালা! আমাকে কিছু শুনান।

তিনি বলেন, আমি উহুদ যুদ্ধের দিন পানির মশক নিয়ে বের হলাম এবং একবারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলাম, তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে গেল, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করতে লাগলাম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে আক্রমণ আসছিল তা তরবারি দ্বারা প্রতিহত করছিলাম। উম্মে সাঈদ বিনতে সা'আদ ইবনু রাবীকে বলেন, আমি তাঁর গায়ে গর্ত দেখতে পেলাম অতঃপর বললাম, আপনাকে আঘাত কে করেছিল? তিনি বলেন, ইবনে ক্বিময়া।

এ হলেন সেই বীর বাহাদুর মুজাহিদা উম্মে আম্মারা। আসলেই তিনি যা পেরেছেন, কে তার মত এমন ক্ষমতা রাখে? যেখানে পুরুষরাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ধৈর্যশীল ও অটল থাকতে পারছিলেন না, সেখানে নারীরা কীভাবে পারবে! কিন্তু হে বোন! আল্লাহর রাস্তায় তার এই বীরত্ব, ত্যাগ, অটলতা, সাহসিকতা ও ধৈর্য তোমার জন্য কখন আদর্শ হবে?

প্রিয় বোন!

এবার আরেকজন মহীয়সী নারীর গল্প শুনুন। গল্পটি হলো, উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহার। তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হুনাইনের যুদ্ধের দিন ময়দানে প্রবেশ করেন, তার সাথে একটি খঞ্জর ছিল। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ অবস্থায় দেখে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হেসে হেসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি উম্মে সুলাইমকে দেখেছেন যে, তার সাথে খঞ্জর রয়েছে? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা দ্বারা কী করবে? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে তাকে এটা দ্বারা আঘাত করবো। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, আমি এটা নিয়েছি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের নিকট আসে,

তাহলে আমি এটা দ্বারা তার পেট ফেরে দিব। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন।[৩৪]

আমার দ্বীনী মুজাহিদা বোন!

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এতে রয়েছে রূহের খোরাক, যা আমাদের বোনদের খুবই প্রয়োজন দৃষ্টান্তটি হল—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফু সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি বলেন—"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দকের যুদ্ধে বের হোন, তখন নারীদেরকে 'উত্তম' নামক দুর্গে রেখে যান। এটাকে ফারাও বলা হয়। হাসসান ইবনু ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেন।

তিনি বলেন, অতঃপর একজন ইহুদি দুর্গে আরোহণ করে ও আমাদের দিকে উঁকি দেয়। তখন আমি হাসসান ইবনু ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, উঠো! এই ইহুদিকে হত্যা কর। তিনি বলেন, যদি তা (ক্ষমতা) আমার মাঝে থাকতো, তাহলে তো আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই (যুদ্ধে) থাকতাম। কেননা তিনি অতি বৃদ্ধলোক ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে একটি খুঁটি নিলাম এবং দুর্গ থেকে নেমে সেই ইহুদিকে হত্যা করলাম এবং তার মাথা কেটে নিলাম ও তারপর হাসসান ইবনু ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, এটা ইহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করুন। তারা ছিল দুর্গের নিচে। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা কী? তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা নিয়ে ইহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করলাম। তখন তারা বললো, জানতে পারলাম যে, এ ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের মাঝে কাউকে না রেখেই ছেড়ে যায়নি। অতঃপর তারা বিভক্ত হয়ে যায়। ইনিই প্রথম কোন মুশরিককে হত্যাকারী মহিলা। ইবনু সাআদ তা আবু উসামা হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

আর পুরুষদের তিনি শুধু জবান দ্বারাই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেননি এবং পুরুষদের যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকেই উদ্বুদ্ধ করেননি। বরং গাজীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, যারা শত্রুর উপর বিজয়ী হতে পারেননি। তার সেই উদ্বুদ্ধকরণ ছিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। আল ইসাবাতে হাম্মাদের সূত্রে এসেছে, তিনি হিশাম ও তার পিতা হতে বলেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা ছুটাছুটি করছিল, তখন সুফিয়া হাতে বর্শা নিয়ে এলেন, তা দিয়ে তিনি তাদের মুখে

---

[৩৪] . হায়াতুস সাহাবা (৫৯৭/১) সিফাতুস সাফওয়াত ৬৬/২।
[৩৫] . আল ইছাবাত: ৭৪৪/৭।

যাবছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে যুবাইর, সাবধান! মহিলা

তার ধৈর্য ও সহনশীলতা পাহাড়ের ন্যায়. আল ইসাবাতে এসেছে যে, হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শহীদ হলেন, তখন সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তার ভাইকে দেখার জন্য আসলেন। তখন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল, তিনি বলেন, হে মহিলা! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ফিরে যেতে বলেছেন। তিনি বলেন, কেনো? আমি জেনেছি তাকে বিকৃত করা হয়েছে। আর আল্লাহর জন্য এর থেকে অধিক কোন জিনিস আমাদেরকে অধিক সন্তুষ্ট করাবে? অবশ্যই আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং সন্তুষ্ট হবো ইনশাআল্লাহ। তখন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে নবীজীকে জানালে তিনি বলেন, তাকে আসতে দাও। তখন তিনি আসলেন এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাকে দাফন করা হল।

হে আমার দ্বীনী বোন!

এটা আপনার জন্য আরেকটি আদর্শ। আমাদের নারীরা সেখানে কখন পৌঁছাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছেন? ত্যাগ ও উৎসর্গের ক্ষেত্রে। এ আদর্শটি হল আসমা বিনতে ইয়াযিদ ইবনু সাকানের। যিনি মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফুফু ছিলেন। তার সম্পর্কে সিআরে আলামিন নুবালাতে (২/২৯৭) এসেছে যে, তিনি বাইয়াত গ্রহণকারী মুজাহিদা নারী। তিনি ইয়ারমুকের দিন তার তাঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ জন রোমক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন।

প্রিয় বোন!

এভাবে নিম্নে উল্লেখিত মুজাহিদা নারীকেও আপনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের ক্ষেত্রে সেই বাহাদুর মহিলা হলেন মূসালাখসিয়্যার মা। যিনি নাসির লাখসিয়্যার স্ত্রী। যার ছেলে স্পেন বিজেতা ছিলেন। তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ইয়ারমুক যুদ্ধে উপস্থিত হোন এবং এক আফ্রিকানকে হত্যা করে তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) গ্রহণ করেন।

আব্দুল আজীজ তার কাছে তা জানতে চাইলে তিনি তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা মহিলাদের একটি দলের মাঝে ছিলাম। তখন কতিপয় পুরুষ এসে ঘোরাফেরা করছিল, আমি এক আফ্রিকানকে দেখলাম সে একজন মুসলমানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে তার নিকটে গিয়ে তার মাথায়

সজোরে আঘাত করলাম এবং তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) ছিনিয়ে আনলাম। এতে পুরুষরা আমাকে সাহায্য করেছেন।[৩৬]

হে প্রিয় বোন!

আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কতবার আপনার ভাইদের আহত, নিহত ও নির্যাতিত অবস্থায় দেখেছো? কোন একদিনও কি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন? আপনি দেখেননি মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফুফু কী করেছেন? শুধু একবার যখন সেই দৃশ্য দেখলেন, তখন আর সহ্য করতে পারেননি। তাঁবুর খুঁটি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেন, অথচ তার শত্রুর কাছে ছিল তরবারি। এই দ্বীনের প্রতি তার উৎসর্গতা ও ভালোবাসাই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রিয় বোন! আপনার উপস্থিতি কোথায়? নাকি আপনার উপস্থিতিকে মুজাহিদদের সম্পদ আটকানো ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে নিজ স্বামী ও ছেলেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে খরচ করছেন?

হে আমার বোন!

আপনার জন্য আবু জাহলের ছেলে ইকরিমার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিছের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। তিনি কীভাবে তাঁর নিজ স্বামীকে তার বিপদের সময় আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিজ স্বামী ইকরিমার সঙ্গে রোম যুদ্ধে বের হোন। অতঃপর তার স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। পরে খালেদ ইবনু সাঈদ তাকে বিবাহ করেন। অতঃপর যখন তিনি খালেদ ইবনু সাঈদের সঙ্গে বাসর করতে চাইলেন তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা এই বাহিনীকে পরাজিত করা পর্যন্ত বিলম্ব করবেন কি? তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি নিহত হব, তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনার ইচ্ছা। অতঃপর খালেদ ইবনু সাঈদ এক পুলের নিকট বাসর করলেন। পরে সে পুলের নাম হয়ে যায় উম্মে হাকিম পুল।[৩৭]

অতঃপর সকালবেলা ওয়ালিমা করলেন। তারা যখন খানা থেকে অবসর হলেন, তখন রোমানরা আক্রমণ করলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তিনি (খালেদ ইবনু সাঈদ) শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে উম্মে হাকিমও কাপড় বেঁধে নিলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। অথচ তার শরীরে তখনও মেহেদীর চিহ্ন ছিল। সেদিন উম্মে

---

[৩৬]. আল ইসাবা: ৪/৫০১।
[৩৭]. আল ইসাবা: ৪/৪৪।

হাকিম যুদ্ধ করেছেন, এমনকি যে তাঁবুতে তিনি বাসর করেছিলেন সেই তাঁবুর খুঁটি দ্বারা সাতজন রোমানকে হত্যা করেছিলেন।

হে আমার বোন!

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, যাতে আপনার জন্য শিক্ষা রয়েছে এবং তার জীবনী আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেভাবে মহিলা সাহাবিরা তাকে ভালোবাসতেন ও তার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কোন জিনিস আমাদের নারীদেরকে আল্লাহর রাস্তার ভালোবাসা থেকে দূরে রেখেছে বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধিতার নিকটবর্তী করে দিয়েছে? একমাত্র ঈমানের দুর্বলতার কারণেই। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে হত তাহলে আমাদের নারীরা উম্মে হারামের মত হত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে দুপুর বেলায় ঘুমালেন। অতঃপর হেসে হেসে জাগ্রত হলেন আর বললেন, আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে। আর তারা এই সমুদ্রের উপর দিয়ে রাজা বাদশাহের মত সিংহাসনে বসে ভ্রমণ করছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আমিও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। অতঃপর আবার মাথা রেখে ঘুমালেন। অতঃপর আবার হেসে হেসে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন জিনিস আপনাকে হাসালো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে...। যেভাবে প্রথমবার বলেছেন, সেভাবে আবারো বললেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি বললেন, তুমি প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সমুদ্রে ভ্রমণ করেছেন এবং সমুদ্র হতে বের হওয়ার সময় সওয়ারি হতে পড়ে আহত হোন এবং শাহাদাত বরণ করেন। (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন)[৩৮]

---

[৩৮]. আল ইসাবা: ৪/৪৪১।

ইবনে আছীব বলেন, সেই যুদ্ধটি ছিল 'কবরসের যুদ্ধ'। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের যুগে ও সাতাশ হিজরি সনে।

হে প্রিয় বোন!

এ হলেন উম্মে হারাম। যিনি আখেরাতের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হোননি। বরং ইসলামের শৌর্য-বীর্যের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী হলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দোয়া চাইলেন, যেন তিনি সেই যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তার অন্তর আল্লাহ, তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও দ্বীনের ভালোবাসায় ভরপুর ছিলো বিধায় তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজেকে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে জান্নাতের মেহমান করেছেন।

হে আমার বোন!

নারীদের ধৈর্য এবং সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আর তিনি হলেন দুই পিতা বিশিষ্ট নারী আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

> উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের শহীদ হওয়ার দশ রাত পূর্বে, আমি এবং তিনি আম্মাজানের নিকট গেলাম। তখন তিনি মারাত্মক ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আপনার কী অবস্থা? উত্তরে তিনি বললেন, ব্যথায় আক্রান্ত। তিনি বলেন, মৃত্যুতে মুক্তি পাবেন। উনার মা হেসে দিয়ে বলেন, সম্ভবত তুমি আমার মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী। এমন করো না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী নই, যে যাবত না তুমি একপাশে অবস্থান নিবে। অর্থাৎ হাজ্জাজের সঙ্গে যুদ্ধে হয় তুমি শহীদ হয়ে যাবে, তখন আমি সবর করবো ও পরিতৃপ্ত হব আর না হয় তুমি বিজয়ী হবে, তখন আমার চক্ষু শীতল হবে। তখন তার বয়স ছিল একশ বছর।[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের শহীদ হওয়ার পর ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যান তাকে শান্তনা দেবার জন্য। এসে তাকে

---

[৩১]. সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৯৩

মসজিদের কিনারায় গেলেন। তিনি তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই দেহ তো কিছুই না। নিশ্চয়ই আত্মাসমূহ আল্লাহর কাছে। সুতরাং তাঁকে ভয় করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। তখন তিনি বললেন, কেন আমি তা করবো না? অথচ ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আ -এর মাতাকে বনি ইসরাইলের জনৈক বেশ্যা নারীর নিকট উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি আল্লাহর নবীর মুসিবত হতে সান্ত্বনা গ্রহণ করেছেন। আর বিপদকে ছোট করে দেখেছেন। কেননা আল্লাহর দ্বীন তাঁর কাছে নিজ ছেলে হতে অধিক প্রিয়। তাই যখন আল্লাহর নবীর উপর অর্পিত বিপদের কথা স্মরণ করেন, যিনি তাঁর ছেলে থেকে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী ছিলেন। তখন তাঁর বিপদ সহজ হয়ে যায়।

হে আমার সম্মানিত বোন!

আপনার জন্য আরেকজন মহান নারীর আদর্শ পেশ করছি, যিনি আপন ছেলে শহীদ হওয়ার পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্থতাকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন যে, তাঁর ছেলের মৃত্যুতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবেনা, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে।

যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধ থেকে মদিনার দিকে ফিরলেন, তখন মদিনায় যারা ছিলেন তারা সবাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বাগতম জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তাদের মধ্যে আনসারদের নেতা সাআদ ইবনু মায়াযের মাতাও ছিলেন। তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আসছিলেন। তার ছেলে সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার লাগাম ধরলেন, সাআদ বললেন—হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইনি আমার মা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। মারহাবা, অতঃপর তিনি যখন নিকটে আসলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তার ছেলে আমর ইবনু মায়ায শহিদ হওয়ায় তিনি বললেন, আমি যখন আপনাকে সুস্থ দেখছি তখন আমার মুসিবত দূর হয়ে গেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার জন্য দুআ করলেন এবং বললেন—সুসংবাদ নাও, শহিদদের পরিবার জান্নাতে তাদের সাথেই থাকবে এবং পরিবারের সকলের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[৬০]

[৬০]. তারিখে ইসলামি: ২/২৪৬।

এমনিভাবে আরেকজন সাহাবিয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ থাকায় নিজের বিপদকে কিছুই মনে করেননি। বর্তমানে আমাদের নারীদের মত নয়, যারা নিজের প্রেমিককে ছাড়া অন্যের জন্য কাঁদে না। আর দ্বীনের বা পরিবারের বিপদও তাদের গায়ে লাগেনা। বোন! নেককার নারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন, যদি জান্নাতে যেতে চান।

ইবনু ইসহাক সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু দিনার গোত্রের জনৈক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সে মহিলার স্বামী, ভাই, ছেলে এবং পিতা আহত হয়েছিলেন। যখন লোকেরা তাকে সেই দুঃসংবাদ জানালো, তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তারা বলল, আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভালো আছেন। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও, যাতে আমি তাকে একবার দেখতে পারি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করা হল, এবং তিনি দেখে নিলেন, অতঃপর তিনি বললেন—আপনাকে দেখার পর সকল বিপদ মুসিবতই তুচ্ছ।[৫১]

প্রিয় বোন!

আপনি যদি আল্লাহর রাস্তায় বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার আদর্শ চান, তাহলে এই আদর্শটি গ্রহণ করতে পারেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪/৫৮) গ্রন্থে এসেছে—মুয়ায বিনতে আব্দুল্লাহ, যিনি উম্মে সাহল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সালত ইবনু আশআমের স্ত্রী ছিলেন। যখন তার স্বামী সালত এবং ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহিদ হলেন, তখন মহিলারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার কাছে আসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য এসে থাক তাহলে তোমাদেরকে মোবারকবাদ, আর অন্য উদ্দেশ্যে এসে থাকলে ফিরে যাও। আর তিনি বলতে লাগলেন—"আল্লাহর শপথ! আমি বেঁচে থাকাকে পছন্দ করছি না, তবে সাওয়াব অর্জন করে আমার প্রভুর নৈকট্য অর্জন করব, যাতে তিনি জান্নাতে আমাকে আবু শাআছা ও তার পুত্রের সঙ্গে একত্রিত করে দেন।"

হে বোন আমার!

এখানে আরেকজন মহিলার কথা আপনাকে শুনাব। আল্লাহ তায়ালা তাকে নারীদের মাঝে সম্মানিত করেছেন, এবং শহিদ সন্তানদের জননী বানিয়েছেন।

---

[৫১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৪৭।

তিনি-ই একমাত্র সৌভাগ্যবান সেই মহিলা, যার সকল সন্তান বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল-ইসাবা (৮/২৬) গ্রন্থে এসেছে—আফরা বিনতে উবাইদ ইবনু ছালাবার দুই পুত্র মায়ায ও মুআওয়্যিয শহিদ হওয়ার পর তাদের মা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন—হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটি কি আওফ ইবনু হারিছের বংশের শেষ জন? আমি (ইসাবা গ্রন্থের লেখক) বলি এই 'আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু'-এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। আর তা হল তিনি হারিছের পর বাকির ইবনু ইয়ালাইল লাইছিকে বিবাহ করেছিলেন। তার ঔরসে উনার চারটি সন্তান হয়েছিল। তারা হল ইয়াস, আকিল, খালেদ ও আমের—এরা সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইনি একমাত্র মহিলা সাহাবি, যার সাতটি ছেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন।

হে পুরুষদের মাতা!

আপনারা কতজন ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়েছেন? যেভাবে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঠিয়েছিলেন। এতো ছেলের মা হলেন, কিন্তু তাদের কেউ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এগিয়ে আসলো না।

আরেকজন বিখ্যাত মহিলা, যদি আমাদের নারীরা উনার মত হত তাহলে একজন পুরুষও আল্লাহর দ্বীন থেকে পশ্চাতগামী থাকত না। বরং দলে দলে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো।

খানসা বিনতে আমর আসসালিমিয়্যাহ, কাদিসিয়ার যুদ্ধে তার চার ছেলেসহ উপস্থিত হলেন। এবং তাদেরকে মূল্যবান কিছু নসিহত করলেন, দৃঢ় পদে যুদ্ধ করা ও পলায়ন না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে ছেলেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় আনুগত্যের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছো। আর তোমরা এক পিতা-মাতার সন্তান, আমি তোমাদের বাপ, চাচার মুখ কালো করিনি, এবং তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিনি। অতঃপর বললেন—তোমরা জান যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য কী সওয়াব রেখেছেন! আর তোমরা এটাও জানো যে, ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান (দুনিয়া) অপেক্ষা চিরস্থায়ী (জান্নাত) বাসস্থান উত্তম। সুতরাং আগামীকাল যদি তোমরা সুস্থতার সাথে সকাল করো, তাহলে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বুঝেশুনে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অতঃপর যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে ও তার স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকবে তখন ময়দানে ঢুকে পড়বে এবং মাথা চেপে ধরবে।

তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে গনিমত দ্বারা এবং চিরস্থায়ী বাসস্থান (জান্নাত)-এর সম্মানের দ্বারা। অতঃপর ছেলেরা মায়ের উপদেশাবলীর অনুসরণ করে অগ্রসর হল, যখন ভোর হল তারা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। এবং একের পর এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। এমনকি সবাই শাহাদত বরণ করল। তারা প্রত্যেকেই শহিদ হওয়ার পূর্বে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিল। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

প্রথমজন বললো -

হে ভাইগণ! নিশ্চয় বৃদ্ধা নসীহতকারীণী মা গত রাতে ডেকে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

কতিপয় সুস্পষ্ট কথা—যে তোমরা ভীষণ যুদ্ধে সকাল করো।

আর তোমরা সকালে সাসান এলাকার কতিপয় কুকুরদের মুখোমুখি হবে।

তারা তোমাদের দুর্যোগ-বিপদের ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত অথচ তোমরা এখনো সুস্থ জীবনের মাঝে রয়েছো।

অতঃপর সে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করুন।

অতঃপর দ্বিতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল—

নিশ্চয় বৃদ্ধা মা বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, মমতাময়ী এবং সিংহের ন্যায় হিম্মতের অধিকারী নারী।

তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করে যথার্থ উপদেশাবলী প্রদান করেছেন।

সুতরাং তোমরা ভোরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও নগদ বিজয়ের জন্যে অথবা শাহাদাতের জন্য, যা তোমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বানাবে।

উনিও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করুন।

তৃতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল—

আল্লাহর শপথ, আমি তার এক অক্ষরও অমান্য করবো না, তিনি আমাদেরকে মমতার সঙ্গে নসিহত করেছেন।

উত্তম সত্য ও ভালবাসাপূর্ণ নসিহতসমূহ। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও।

অতপর চতুর্থ ছেলে অগ্রসর হল এবং আবৃত্তি করতে লাগল—

আমি মা খানসার বা আখরাম বা আমরের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবো না বরং নগর বিজয় এবং গনিমতের জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণের জন্য যুদ্ধ করব।

তিনিও যুদ্ধ করে করে শহিদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহম করুন

অতঃপর যখন ছেলেদের শাহাদতের খবর তার কাছে পৌঁছালো, তিনি বললেন— সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খানসাকে তার চার ছেলের ভাতা দিতেন, প্রত্যেকের জন্য একশ দিরহাম করে।[৪২]

মুসলিম বোন!

এই হলো পূর্ব যুগের নারীদের কিছু দৃষ্টান্ত। তোমার সামনে তাদের ত্যাগ-কুরবানি ও মুজাহাদার কিছু অবস্থা পেশ করলাম। তাদের মত আরো অনেক রয়েছেন। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় বেশি উল্লেখ করতে চাচ্ছিনা। উল্লেখ্য যে, আমরা কেবল তাদের জীবনের একটি দিকই উল্লেখ করলাম। আমরা যদি তাদের ইবাদত-বন্দেগি, খোদাভীতি, ইলম, দান-খয়রাত ও সকল আমলের দিক উল্লেখ করতাম, তাহলে কেমন হতো! আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যতটুকু উল্লেখ করছি, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় বোন!

আপনি যখন এসব কাহিনী শুনেন, কখনো হয়তো মনে হতে পারে যে এসব কোন কল্পকাহিনী কিনা! কিন্তু যখন আপনি জানতে পারবেন যে, বর্তমান যুগের নারীদের

---

৪২. আল ইসাবা (৭/৬৪) ও তাবকাতে শাফিইয়্যাহ: ১/২৬০।

মাঝেও কিছু নারীরা এমন রয়েছেন, যারা পূর্বসুরীদের ন্যায় ঈমান ও আল্লাহর ভালোবাসা রাখেন। তখন পূর্বসুরীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বিশ্বাস হবে।

এ যুগের একজন সৎসাহসী নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যিনি হজরত আসমা এবং উম্মে সাআদের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রাখেন, তিনি হলেন উম্মে সুরাকা। তার কলিজার টুকরো ছেলে যখন জিহাদে শহিদ হলেন, মুজাহিদরা ইতস্ততবোধ করছিলেন যে, কীভাবে তার মাকে এ সংবাদ দিবেন। কিন্তু যখন তার মাকে সংবাদ দেয়া হলো, তখন যেন তার সকল বিপদ দুরীভূত হয়ে গেল। যখন কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন; তখন কী আশ্চর্য! উল্টো তিনি পূর্বসূরী নেক নারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর বললেন—আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া যে, তিনি আমার ছেলেকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ! আগামী সপ্তাহে তার ভাইকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি তার ভাইয়ের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য।

এ যুগের নারীদের মধ্যে আরেকজন সাহসী নারী। যিনি সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ন্যায় পুরুষদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি হলেন উম্মে গাজনাফার। তিনি একেবারে নিরক্ষর একজন মহিলা। একদিন এক মজলিসে বসলেন, সেখানে একজন মহিলা জিহাদের ফজিলত, শাহাদতের মর্যাদা এবং পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শহিদের সুপারিশের আলোচনা করছিলেন। উম্মে গাজনাফার তা ভালোভাবে শুনলেন এবং হৃদয়ের মাঝে গেঁথে নিলেন। অতঃপর ঘরে ফিরে তার একমাত্র ছেলেকে ডাকলেন, এবং তাকে আফগান জিহাদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাত দান করেন কিন্তু ছেলের পক্ষ থেকে তিনি আগ্রহ অনুভব করলেন না। ফলে ছেলের প্রতি রাগ করলেন, অসন্তুষ্ট হলেন। গাজনাফার তার মাকে খুশি করার চেষ্টা করল। কিন্তু মা কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে মা গাজনাফারের হাত ধরে এই বলে কাঁদতে লাগলেন যে—"বাবা! তুই জিহাদে না গেলে কিয়ামতের দিন কে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে?" গাজনাফার বলেন, "আমি সম্মত ও প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত মা সন্তুষ্ট হোননি। আমি যখন তাকে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনালাম, তিনি বললেন, সেখানে তুমি কত দিন থাকবে? আমি বললাম, চার থেকে ছয় মাস। তখন তিনি আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন, তুমি কি চার, ছয় মাসের জন্য তোমার নিজেকে বিক্রি করতে চাও। যাও আল্লাহ তোমাকে দুই কামিয়াবির একটি নসীব করা পর্যন্ত জিহাদ করতে থাকো।"

প্রিয় বোন!

ভাবুন! কীভাবে এ যুগের সৎসাহসী নারীরা দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আপনি কি মনে করেন যদি এ যুগের সকল মুসলিম নারীরা ঐ মহিলাদের মত হতেন তাহলে কি শত্রুরা আমাদের দেশের নারীদের উপর চড়াও হতে পারতো? তাহলে আপনি কেনো সেই সফলকাম জামাআতের সাথে যোগ দিচ্ছেন না বোন! আপনিও হোন সেই নারীদের একজন, যারা ইতিহাসে নিজের উচ্চস্থান সৃষ্টি করেছেন।

প্রিয় বোন! আপনাদের কাছে আমাদের চাওয়া

প্রিয় বোন! আমরা আলোচনার শেষে চলে এসেছি। আপনাকে বিদায় দেয়ার পূর্বে আমাদের উচিত আপনার কাছে আমরা যা চাচ্ছি এর সারমর্ম সংক্ষেপে পেশ করা। আমরা আপনার সামনে পূর্বসুরি ও এ যুগের কতিপয় নেককার নারীর অবস্থা উল্লেখ করেছি। এর দ্বারা আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের সাহায্যে নারীদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা এটা চাচ্ছিনা যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেন, কেননা এতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে আমরা চাচ্ছি যে, আপনি পূর্বসুরি নারীদের অনুসরণ করবেন, এবং শত্রুর মোকাবেলায় জান-মাল, সম্পদ-সময় সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করবেন।

আর আপনি যদি স্বীয় দ্বীন ও জাতির লাঞ্ছনার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আপনার ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা আপনাকে আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আর আপনাকে বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন।

হে নারী সমাজ! আপনারা কি নিজেদের চিনতে পেরেছেন? আপনারা তো সুরক্ষিত মোতি, আপনারা সংরক্ষিত জহরত।

হে বোন শুনুন! কাফের-মুশরিকরাই আমাদের দুশমন। ইহুদি-খৃষ্টান আমাদের দুশমন। তাদের সহযোগী ও হিতাকাঙ্খীরাও আমাদের দুশমন। আপনি আমাদের বিজয়-ইতিহাস পড়ে দেখুন, আমাদের দুশমনরা কখনোই প্রকাশ্য যুদ্ধে আমাদের সাথে পেরে উঠেনি। তারা ভালো করেই জানে আমাদের শক্তি ও বীরত্বের কথা। তারা যমের চেয়েও বেশি ভয় পায় আমাদের জিহাদি জজবা ও বিপ্লবী চেতনাকে। এই জিহাদের ময়দানে পরাস্ত হয়ে তারা বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ। সত্যি কথা হলো এই নতুন যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি। সফলতার সিঁড়ি বেয়ে দুশমন ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে সামনে—

আমাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে, আমাদের লাশ ফেলে। এ পরাজয় কীভাবে মেনে নেওয়া যায়! এ জিল্লতি বিবেকে আঘাত করে!

বোন আমার!

আপনি কি জানেন, এ যুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র কী? এ যুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী অস্ত্র হলো মুসলিম নারী! কী! অবাক হচ্ছেন? আসলেই তাই! নারীদেরকে বেপর্দা ও বেহায়াপনার দিকে প্রলুব্ধ করার নিরন্তর অপচেষ্টা ও অপকৌশল। লক্ষ্য একটাই; তা হলো, মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে এর মাধ্যমে বিপথগামী করা এবং তাদেরকে নৈতিক অবক্ষয় ও স্খলনের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাদেরকে ঈমানহারা করে আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেম থেকে বঞ্চিত করে প্রবৃত্তির নিগড়ে বন্দি করে ফেলা এবং দৃশ্যমান দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে মুসলিম জাতিকে ঠেলে দেয়া। ইতিহাস বলে, এভাবেই নষ্ট করে দেয় দুশমনরা মুসলমান তরুণ-যুবকদের চেতনা ও সংকল্প। দুর্বল করে দেয় তাদের সাহস ও হিম্মত এবং বীরকে পরিণত করে ভীতু কাপুরুষে!

হে আমার বোন!

দুশমন প্রথমে আপনার কাছে আসবে পোশাক নিয়ে। নিত্য-নতুন আকর্ষণীয় পোশাকের দাওয়াত নিয়ে খুব ধীরেধীরে তারা আপনার দিকে অগ্রসর হবে, বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষে। বন্ধু ভেবে, হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে আপনিও তাদের কথা, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকবেন নিজের অজান্তে, অবচেতন মনে! এমনকি তাদেরকে একেবারে আপন ভেবে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—'কোনোদিন আমি ভাবিনি যে, তুমি দুশমনের পেছনে ছুটে যাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে। কেনো তুমি দুশমনের ধারালো ছুরিকে চ্যালেঞ্জ করতে গেলে? এখন যে শুধু তোমারই না, তোমার মুসলিম ভাই-বোনদের লাল রক্তেও ভেসে যাচ্ছে দুশমনের হাত!'

হে সতীসাধ্বী বোন আমার!

আমার বড়ো দুঃখ হয়, আমাদেরই কিছু আপনজন আমাদের সাথে উঠা-বসা করে, মুসলিম পরিচয়ে চলাফেলা করে, কিন্তু তাদের হৃদয় বাঁধা আমাদের শত্রুদের সাথে। তাদের লেখা ও বক্তব্যে ঝরে পড়ে পাশ্চাত্য-প্রীতির ধর্মহীন বিষ। তাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষা দেখলে মনে হয়, সেই হতভাগা কাফিরের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। তাদের দুনিয়ার জীবনও ব্যর্থ এবং আখেরাতের জীবনেও তারা ব্যর্থ। এমন স্বজনকে স্বজন বলতে বড়ো ঘৃণা হয়! এমন আপনকে আপন

বলতে বড়ো কষ্ট হয়! এমন মুসলমানকে মুসলমান বলতে বড়ো লজ্জা হয়! তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

হে প্রিয় বোন আমার!

বর্তমানে মুসলিম নারীদের অধঃপতন দেখলে দুঃখে-বেদনায় নীল হয়ে যেতে হয়! চোখে নেমে আসে সেই নীল বেদনার অশ্রু। হায়! আজ আমার বোনেরা পর্দাকে বানিয়েছে 'ফ্যাশন'। সতর ঢাকার আভরণে ধরেছে পাশ্চাত্যের নগ্ন ও বেহায়াপনার পচন। পর্দার নামে ইসলামে পাশ্চাত্য ধারার 'ফ্যাশন'-এর কোনো অবকাশ নেই। পর্দা এবং 'ফ্যাশন' একসঙ্গে চলতে পারে না। অকল্পনীয়।

পর্দার উৎস স্বচ্ছ ও নির্মল। আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণের চেতনায় সমুজ্জ্বল। আর 'ফ্যাশন' এর উৎস, দেহ ও কায়িক সৌন্দর্য প্রদর্শনের গোপন ইচ্ছার অপবিত্র ও কুৎসিত আকাঙ্ক্ষা। ইসলাম পর্দাকে ফরজ করেছে এক মহান উদ্দেশ্যে। এর উপকারিতা অপরিসীম। পর্দা করে যে মা-বোনেরা চলে তারা এক অপার্থিব তৃপ্তিতে সময় কাটায়। সবকিছুতে তারা খুঁজে পায় সুখ-শান্তি-তৃপ্তি। কোনো অভাববোধের হাহাকার ও শূন্যতা তাদেরকে ক্ষণিকের তরেও পীড়িত করে না। তাদের পর্দার সৌন্দর্য ছেয়ে যায়, ছাপিয়ে যায় সকল সৌন্দর্যকে।

নারীর জন্যে আল্লাহ পর্দার ফরজ করেছেন নারী যাতে নিজেকে, নিজের রূপকে আড়াল করে রাখতে পারে পর পুরুষ থেকে! তার সতীত্বের দুশমন থেকে! মানবতার হিংস্র নেকড়েদের কাছ থেকে! সতীত্ব ও পবিত্রতার শত্রুদের কাছ থেকে! তাদের কাছ থেকেও, যারা নারীর দিকে তাকায় লোভাতুর ও কামাতুর দৃষ্টিতে, ভিতর যাদের আঁধারঘেরা, দুর্গন্ধময়। নারী ইসলামের এই পর্দাকে যতো বেশি আঁকড়ে থাকবে, ততো উচ্চতায় তার স্থান হবে। সেই উচ্চতায় বসে বসে নারী সুবাস ছড়াবে সুকুমারবৃত্তির, অনাবিলতার, স্বর্গীয় জ্যোতিধারার। সেখানে কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না কোনো পঙ্কিল হাতের অসুন্দর স্পর্শ। কোনো বিশ্বাসঘাতকের অসংযত পা।

পর্দা নারীকে প্রিয় করে তোলে স্রষ্টার কাছে। মানুষের কাছেও। পর্দার ভিতরে নারী থাকে সুরক্ষিত। পবিত্র। যেনো সে সুরক্ষিত মোতি! এমন নারীকেই পেতে চায় জীবন সফরের সঙ্গিনী হিসেবে আল্লাহভীরু পুণ্যবানরা। এমন নারীকেই ভয় পায় পাপাচারী দুর্বৃত্তরা।

কিছুসংখ্যক পাপাচারীকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো—'তোমরা কি পর্দাবৃত মহিলাদের দিকেও তাকিয়ে থাকো?' তারা স্পষ্ট ভাষায় তখন জবাব দিয়েছিলো,

'না। তাদের দিকে তাকাতে আমাদের বুক কাঁপে। ওদেরকে দেখলেই মনে হয় ওরাই বুঝি আমার মা, আমার বোন, আমার একান্ত আপনজন! তাই দৃষ্টি আমাদের নত হয়ে আসে।'

হে আমার বোন!

পর্দার ভিতরেই লুকিয়ে আছে অকল্পনীয় সৌভাগ্য ও শান্তি। অকল্পনীয় সুখ ও তৃপ্তি। আর বেপর্দা? তা হলো আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হওয়া। সম্মান ও মর্যাদা থেকে এবং সতীত্বের ঐশী 'গ্যারান্টি' থেকে ছিটকে পড়া। নিজেকে মানবরূপী নেকড়েদের মুখে তুলে দেওয়া মানবরূপী নেকড়েদের সামনে নিজের রূপ-লাবণ্য তুলে ধরা। কিন্তু বোন আমার! কে খায় খোলা মিষ্টি, পোকা-মাকড় আর কীট-পতঙ্গ ছাড়া? ভদ্র ও সজ্জনরা ঐ মিষ্টির দিকে মুখ তুলেও তাকায় না। তাদের ভালোই জানা আছে এই মিষ্টি নষ্ট, এই মিষ্টি খাবারের অনুপযুক্ত। তাই তা খোলা, পরিত্যক্ত।

মহিলারাও ঠিক ঐ মিষ্টির মতোই। যদি তারা পর্দাবৃত থাকেন, নিজেদেরকে পর পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে হেফাজত করে রাখেন, তাহলে যারাই এ অবস্থায় তাদেরকে দেখবে, আকৃষ্ট হবে। অপরদিকে তারা যদি বেপর্দায় থাকে, খোলামেলা পোশাকে চলাফেরা করে, তাহলে সবাই তাদেরকে মন থেকে ঘৃণা করবে। তাদের দিকে ধাবিত হবে কেবল মানবতার নিকৃষ্ট কীটরাই। তারপর কী ঘটবে? তারপর ঘটবে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। সতীত্ব হারানোর বেদনায় তখন নীল হয়ে যাবে নারীত্বের সারা দেহ নারীত্বের এই মহা সম্মানের ভূ-লণ্ঠনে আকাশ থেকে তখন খসে খসে পড়বে বেদনাগ্রস্ত তারকারা! অমানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে সতীত্বের সম্মান ও নারীত্বের কোমলতা! এই অবস্থা দৃষ্টে আল্লাহভীরু বান্দারা চোখের পানি ফেলবেন আর আফসোস করে করে বিনিদ্র রাত কাটাবেন।

বোন আমার!

আপনি নিজের জন্য এমন অবস্থা কি কল্পনা করতে পারেন? এক মুহূর্তের জন্যও কি ভাবতে পারেন নিজের অসম্মান ও জিল্লতি? অসম্ভব! সুতরাং আপনার সামনে দু'টি পথ। যে কোনো একটি পথ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য তথা পর্দার পথ গ্রহণ করলে অর্জিত হবে দুনিয়া-আখিরাতে নাজাত ও মুক্তি। পর্দার পথ গ্রহণ করলে শুধু আখিরাতেই আপনার নাজাত ও মুক্তি নিশ্চিত হবে এমন না, বরং এই দুনিয়াতে বসেও লাভ করবেন সম্মান ও ইজ্জতের জিন্দেগি। আর বেপর্দার পথ

বেছে নিলে আপনার অসম্মান ও লাঞ্ছনা কেউ ঠেকাতে পারবে না। জাহান্নামের আগুন থেকে কেউই আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

বোন আমার!

আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সাবধান হোন। সেই সময়ের আগে সতর্ক হোন, যখন অনুতাপ ও কান্না কোনো কাজে আসবে না এবং দুঃখবোধ ও অশ্রু বিসর্জনও কোনো কাজে আসবে না।

হে আমার বোন!

বর্তমানে মাতৃজাতির অধঃপতন সম্পর্কে যারা জানেন, দুঃখে তাদের হৃদয় ভেঙে যায়, লজ্জায় তাদের মাথা নুয়ে আসে, যন্ত্রণায় তাদের বিবেক দগ্ধ হয়। হৃদয়ে ঈমানের আলো থাকলে সে হৃদয় মাতৃজাতির এমন করুণ পরিণতিতে বেদনা-ভারাক্রান্ত হবেই। সে বেদনা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়বেই। এ অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর কোনো বিবেকবান সদস্য হাসতে পারে না। উল্লাস করতে পারে না উৎসবে মেতে উঠতে পারে না। চোখভরে ঘুমোতেও পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে না। মুসলিম উম্মাহর চিহ্নিত দুশমন ইহুদি খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সম্পর্কেও বেখবর থাকতে পারে না।

বিশ্বাস করো বোন!

নারীকে পণ্য বানিয়ে মুসলিম উম্মাহর নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তির বিশাল প্রাসাদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া এই ইহুদিদের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া সকল ষড়যন্ত্রের সামনে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং নিজেকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এই নির্দেশনা মেনে চললে অবশ্যই মিলবে সতীত্ব, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার ঐশী 'গ্যারান্টি'। সভ্য ও মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হবে তার সম্মানজনক সুদৃঢ় অবস্থান। তার হাতে জন্ম নেবে আদর্শ প্রজন্ম।

মনে রাখতে হবে, পর্দা ও সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নারীর উপর ইসলামের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে নারীকে পুরুষের চরিত্র হনন ও নৈতিকতা ধ্বংসের হাতিয়ার ও মাধ্যম হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে এবং অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের পরিধি থেকে বাঁচানোর জন্য। এটা মোটেই তার স্বাধীনতার ওপর কোনো হস্তক্ষেপ নয়।

সুতরাং হে আমার প্রিয় বোন!

ভুলে যাবেন না যে দুশমনের যুদ্ধ আপনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এ যুদ্ধের লক্ষ্য ও টার্গেট আপনিই। পাশ্চাত্যের দুশমনরা লম্বা লম্বা সেমিনার ও সেম্পোজিয়াম করে আকর্ষণীয় ও চোখ ধাঁধানো মডেলদের বাছাই করে। তারপর তাদেরকে মিডিয়া ও 'ফ্যাশন শো'গুলোতে পঙ্গপালের মত ছেড়ে দেয়। এসব মডেল প্রদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি জানেন? ইসলামের সেই মহান পর্দার বিধান থেকে আপনার দৃষ্টিকে সরিয়ে দেয়া, যে পর্দা আপনার আব্রুকে ঢেকে রাখে, কাম-কাতর দৃষ্টি থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, আপনাকে সতীত্ব ও পরিচ্ছন্নতার এক সুন্দর পৃথিবীর সন্ধান বলে দেয়।

তারা আপনার মাথা থেকে ক্রমান্বয়ে পর্দাকে দূর করার জন্য এ জঘন্য পন্থা বেছে নিয়েছে শিল্পের নামে, সংস্কৃতির নামে, নারী স্বাধীনতার নামে। আপনাকে পরাজিত করতে, আপনাকে আপনার কর্মস্থল ঘর থেকে অনাবৃত করে, পর্দাহীন বের করে আনতে. তারা চায় জিলবাব খুলে ফেলার আগে আপনি যেনো লজ্জাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন. লজ্জা না থাকলে একদিন জিলবাব ত্যাগ করবেনই। অথবা জিলবাব পরেও সব অশালীন কাজ করবেন। তাই তারা আগে টার্গেট করে আপনার জিলবাবকে নয়, বরং আপনার লজ্জা ও আদর্শকে।

দুশমনরা মুসলিম নারীদেরকে বেপর্দা করতে এমন কৌশলেই সামনে বাড়ে। অথচ আমরা তা বুঝি না। আপনাকে জিলবাবমুক্ত করার জন্য, আপনাকে বোরকামুক্ত করার জন্য দুশমনরা নিত্য নতুন ডিজাইন ও 'ফ্যাশন' এর পোশাক ও প্রসাধনী বাজারে সয়লাব করে দিচ্ছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ব্যাপকভাবে এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। নির্লজ্জ মডেলদের গায়ে তা পরিয়ে পরিয়ে চোখ ধাঁধানো 'ফ্যাশন শো'র জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। এ সবই করা হচ্ছে প্রধানত পর্দার বিধান থেকে মুসলিম মা-বোনদের সহজাত আকর্ষণ ও ভালোবাসাকে দুর্বল করে দিয়ে, তাদেরকে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে! বিস্ময়কর নয় শুধু, বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, দুশমনরা এ কাজের জন্যে নিজেরা মাঠে নামার পাশাপাশি বর্তমানে কিছু (মুসলিম নামধারী) নারীবাদী মহিলাকেও তাদের এই মিশনে নামিয়ে দিয়েছে। এতে মুসলিম মা-বোনেরা আরো বেশী বিভ্রান্ত হচ্ছে। আরো ভয়ের বিষয় হলো, আজকাল দ্বীনদারের রূপেও আবির্ভূত হচ্ছে নারীবাদীরা। আল্লাহ এদের চক্রান্ত থেকে আমাদের বোনদের হেফাজত করুন।

সুতরাং হে আমার বোন!

সতর্ক হোন। এখন থেকেই সতর্ক হোন। একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান! গভীর চোখে লক্ষ্য করো আপনার চেহারার নাজুকতা ও কমনীয়তা। এবার বলুন—আপনি কি চান জাহান্নামের আগুনে এই চেহারা এবং এই ত্বক ও গোশত ঝলসে যাক! না চাইলে এই দুনিয়াতেই আপনাকে সতর্ক হতে হবে। পরপুরুষের কামকাতর দৃষ্টি থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। হ্যাঁ, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই তা করতে হবে।

বলুন তো, সকল সৌন্দর্যের আধার যদি আপনার এই চেহারায় না থাকে, এই চোখে না থাকে, তাহলে আছে কোথায়? তাহলে তা কেনো ঢেকে রাখবেন না? কেনো পর পুরুষের সামনে তা খোলা রেখে ফেতনার দরজাটা খুলে দিচ্ছেন? মনে রাখবেন—ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করাতেই আমাদের সম্মান। পর্দাকে মন থেকে মেনে নেওয়াতেই আমাদের সম্মান।

হে বোন! শুধু আপনার জন্য

দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ

১. বিবাহপূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগত কোনো মোবাইল ব্যবহার করবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে বৈধপন্থায় যদি কারো সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে বাসার মোবাইল দিয়ে কথা বলবেন।

২. কখনো কাউকে কোনো কারণে বা অকারণে অভিশাপ দিবেন না। বিশেষ করে নিজ সন্তানসন্ততিকে কখনো অভিশাপ দিবেন না এবং অশালীন ও কটু বাক্য বলবেন না।

৩. সর্বদায় নিজের সতর ওড়না বা কাপড় দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে রাখবেন।

৪. কেউ লবণ বা কোনো খাবার জাতীয় জিনিস চাইলে পাত্রে বা প্লেটে করে দিবেন। হাতে করে দিবেন না।

৫. কোনো কিছু হাতে রেখে চাকু দ্বারা কাটবেন না।

৬. সেলাই করার সময় যদি কাপড়ে সুঁই আটকে যায়, তাহলে দাঁত দিয়ে খোলার চেষ্টা করবেন না হতে পারে সুঁই ফসকে বা ভেঙ্গে গিয়ে মুখের তালু বা জিহ্বায় বিঁধে যেতে পারে।

৭. কাঁচি ছুরি, চাকু বা ব্লেড দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন না।

৮. পান-সুপারি বা এরকম কোন কিছু খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিন।

৯. যেসব ছোট মেয়েরা বাড়ির বাইরে যাতায়াত করে, তাদেরকে অলঙ্কার বা আঙটি পরাবেন না। কেননা এতে জান ও মাল উভয়ের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারোর সামনে কোন মানুষের দোষত্রুটি বলে বেড়াবেন না। হতে পারে সে তার আত্মীয় বা আস্থাভাজন কেউ। তখন আপনাকেই লজ্জায় পড়তে হবে। তাছাড়া মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখা সাওয়াবের কাজ।

১১. সাংসারিক কাজ যেমন, রান্নাবান্না ইত্যাদি সবকিছুর জন্য রুটিন থাকা চাই। এতে সময়ে বরকত হবে।

১২. নিজের টাকা-পয়সা, অলঙ্কার-গহনার কথা সবার সাথে শেয়ার করবেন না।

১৩. শীতের সময় শীতের কাপড় পরিধান করবেন। অনেক মেয়েরা শীতের অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করতে চায় না, ফলে ঠাণ্ডা, জ্বর, কাশি, সর্দিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুস্থতা একটি নেআমত। নেআমতের কদর করুন।

১৪. দুনিয়াবি ব্যস্ততায় পড়ে নিজের সন্তানাদির কথা ভুলে যাবেন না।

১৫. কারো সাথে জিদ করে খাবার-দাবার বন্ধ করবেন না। সঠিক সময়ে পরিমিত খাবারের অভ্যাস করুন। অন্যথায় অনেক সময় অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৬. রোগ হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিকঠাক মত ঔষুধ সেবন করবেন। দেখা যায় ঔষধ আনতে দেরি হলে ঝগড়া, আর ঔষধ আনার পর খাওয়ার গুরুত্ব থাকে না। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।

১৭. দাঁত ও মুখ সবসময় পরিষ্কার করে রাখবেন। নিয়মিত মিসওয়াক করুন। এতে দাঁত ও মুখ যেভাবে পরিষ্কার হয়, সেভাবে আত্মিক প্রশান্তি ও পবিত্রতা অনুভব করা যায়।

১৮. কাজের শুরুতেই কাজের পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবেন। বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও কল্যাণকামী কারোর পরামর্শও নিবেন।

১৯. স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত কোনো বিষয় কোনো বান্ধবী বা আত্মীয়ের সাথে শেয়ার করবেন না। কোনো বান্ধবী শুনতে চাইলেও বলবেন না। এটা গোনাহের কাজ।

২০. কাউকে খোঁটা দিবেন না। অনেক সময় দেখা যায় পূর্বে যে সব ঝগড়া-কলহ আপোষের মাধ্যমে মিটমাট হয়ে গিয়েছিল, নতুন কোনো ঘটনা উপস্থিত হলে সেই পুরাতন কাহিনী নিয়ে খোঁটা দেওয়া হয়। এটা বড়ই দুঃখজনক বিষয়, যা দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব ও কলহকে বাড়িয়ে তোলে।

২১. স্বামীর বাড়ির দোষত্রুটি পিত্রালয়ে বর্ণনা করবেন না।

২২. তদ্রূপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়িতে করবেন না। কেননা বাপের বাড়ির প্রশংসা শুনে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদেরকে তুচ্ছ ভাবে ও ছোট মনে করে। তারপর তারাও বৌকে সুনজরে দেখে না।

২৩. নিজের কাজ নিজেই করার চেষ্টা করবেন। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে কাউকে দিয়ে কাজ করাবেন না। বরং নিজ কাজ নিজ হাতে করে অপরেরও কিছু কাজ করে দিবেন।

২৪. বেশি কথা বলা বা যারতার সাথে রসিকতার অভ্যাস পরিহার করে চলবেন।

২৫. মেয়েদের অবশ্যই যাবতীয় রান্নার কাজ ও সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিবেন

২৬. কাউকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা খাবার খাওয়ানোর সময় অতিরিক্ত সাধাসাধি করবেন না। কেননা অতিরিক্ত সাধাসাধি কখনো কখনো বিরক্তের কারণ হয়ে উঠে।

২৭. কোনো বড় কাজ বা নতুন কাজ করার সময় অবশ্যই বিজ্ঞ ও কল্যাণকামী মুরব্বীর নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবেন।

২৮. কোন মহিলার রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করবেন না।

২৯. টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদকে যথাযথ হেফাজত করবেন। আপনি চেষ্টা করবেন, আপনার সম্পদ যেন দ্বীনের কল্যাণে ব্যয় হয়।

৩০. কোনো জিনিস পছন্দ হলেই কেনার জন্য উদগ্রীব হবেন না। এবং এর জন্য স্বামীকে বাধ্য করবেন না। বরং টাকা-পয়সা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখবেন

৩১. সামান্য অসুখ বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ আত্মীয়-স্বজন বা প্রবাসীকে জানাবেন না।

৩২. যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না।

৩৩. কোনো স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিবেন না।

৩৪. রোগীর নিকট বসে এমন কথা বলবেন না, যাতে রোগী হতাশ হয়ে যায়। বরং এমন কথা বলবেন যাতে মনোবল ভেঙ্গে না যায়।

৩৫. মানুষের সামনে থুথু বা নাক পরিষ্কার করবেন না।

৩৬. বাথরুম বা গোসলখানা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই পায়জামার ফিতা আটকিয়ে বের হবেন। পায়জামার ফিতা ধরে বা আটকাতে আটকাতে বের হওয়া দৃষ্টিকটু ও অভদ্রতার পরিচয়।

৩৭. যার সাথে আপনার কথা বলার প্রয়োজন, সে যদি কোনো কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকে, তবে আপনি তার নিকট উপস্থিত হয়ে আপনার বক্তৃতা আরম্ভ করে দিবেন না; বরং সুযোগের অপেক্ষা করে অনুমতি নিয়ে কথা বলবেন।

৩৮. কথা বলার সময় বা কারোর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় পূর্ণরূপে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলবেন। যেন শ্রোতার বুঝতে কষ্ট না হয়।

৩৯. কোন জিনিস কারোর হাতে দিতে হলে, সে মজবুত করে ধরার আগে ছেড়ে দিবেন না, অনেক সময় বেখেয়ালে জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়ে যায়।

৪০. মাহরাম ব্যতীত ভ্রমণ করবেন না। ভ্রমণের সময় অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্যদ্রব্য ভুলেও খাবেন না।

৪১. বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যেন বেশী পার্থক্য না হয় কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য হলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হয়ে দাম্পত্য জীবন বিষিত হয়ে উঠে।

৪২. উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হোক না কেন উপকারীর উপকার ভুলবেন না। আর আপনি অপরের যত বড় উপকারই করে থাকেন না কেন, তার কোন প্রতিদান চাইবেন না।

৪৩ সবসময় পরোপকার করুন। আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানি করবেন।

৪৪. ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে শুধু অনুমান করে কারো উপর দোষারোপ করবেন না।

৪৫. আপনার চেয়ে দুর্বল মানুষদের প্রতি আন্তরিক হোন।

৪৬. মেহমানের সম্মুখে কারো উপর রাগ করবেন না।

৪৭. কাপড় পরিধানে রেখে সেলাই করবেন না। হতে পারে অসাবধানতাবশতঃ সুঁই শরীরে ঢুকে যেতে পারে।

৪৮. নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। অল্প হলেও করুন। এতে আপনার মন-মস্তিষ্ক ফুরফুরে থাকবে।

হে আমার বোন! শেষে আপনাকে যা বলতে চাই!

প্রিয় বোন আমার! আপনার কাছে বিনীতভাবে কিছু কথা বলে এবার বিদায় নেবো। আশাকরি আমাদের কথা আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করবে।

সংখ্যায় যতোই বাড়ুক পাপিষ্ঠ নারী, আপনি বিভ্রান্ত হবেন না! পর্দাকে যারা অবহেলা করে কিংবা পর্দা নিয়ে যারা বাজে কথা বলে, কিংবা যুবকদেরকে ধরতে ফাঁদ পাতে, কিংবা অবৈধ প্রণয়ের অন্ধকার পৃথিবীতে হারিয়ে যায়, হারামের ভিতরে খুঁজে ফিরে 'তৃপ্তি ও শান্তি', নাটক সিনেমায় কাটিয়ে দেয় জীবনের মহামূল্যবান সময়, জীবন যাপন করে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, তাদের সংখ্যাধিক্যে আপনি ভেঙে পড়বেন না, বিভ্রান্ত হবেন না। হতাশ হবেন না। পরিষ্কার ভাষায় আপনাকে বলতে চাই, আমরা বাস করছি এমন এক যুগে, যখন ফেতনা-ফাসাদের জয়জয়কার সর্বত্র। মুমিনের সঙ্কট সবখানে বিভিন্ন আকৃতিতে। এখানে চোখের ফেতনা। ওখানে কানের ফেতনা। এখানে একজন পসরা মেলে বসেছে অশ্লীলতার। ওখানে একজন দোকান খুলেছে পাপাচারের। কেউ আবার ডাকছে অবৈধ মালের দিকে। পাপের বাজারের রমরমা অবস্থা দেখে মনে হয়—আমাদের যুগটা যেনো সে

যুগেরই কাছে চলে এসেছে, যে যুগ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন,

> তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ধৈর্যের দিন। তখন ধৈর্যের দিন। তখন ধৈর্য ধরা মানে হাতের মুঠোয় কয়লা ধরে রাখা। তখন সৎ কাজের বিনিময় হবে এখন থেকে পঞ্চাশগুণ বেশী।[৫৩]

শেষ জামানায় সৎ আমলকারীর বিনিময় অনেক বেড়ে যাবে। কেননা, তখন সৎ কাজে কেনো বন্ধু পাওয়া যাবে না। সাহায্যকারী মিলবে না। পাপাচারদের জয়জয়কারে নেক আমলকারী হবে নিঃসঙ্গ, অপরিচিত। পাপাচারীরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাপাচার করবে আর নেক আমলকারী তাদের দাপট ও ভিড়ে শুধু নীরবে কাঁদবে।

পাপিষ্ঠরা গান শুনবে। গানের আসর বসাবে। আর নেক আমলকারীরা গান শুনবে না, আসরও বসাবে না। তারা পরনারীকে দেখে দেখে চোখের ক্ষুধা মেটাবে। আর নেক আমলকারী অবনত চোখে নীরবে পথ চলবে। তারা লিপ্ত হবে জাদুবিদ্যা চর্চায় ও শিরকে, আর নেক আমলকারী অটল-অবিচল থাকবে ঈমান ইয়াকিন ও তাওহীদে।

আর হ্যাঁ, যে আল্লাহকে ভয় করবে ইহকালে, মর্যাদা দেবে হালালকে হালাল হিসাবে আর হারামকে হারাম হিসাবে, সে কেয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে। আল্লাহর দিদার লাভ করে সে ধন্য হবে। অবশ্যই জান্নাত হবে তার শেষ ঠিকানা।

আর পক্ষান্তরে যারা অপরাধে গা ভাসিয়ে দিবে, যাদের দিবানিশির চিন্তা হবে খাহেশাতের পূজা করা এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে যারা হবে উদাসীন ও বেপরোয়া, আখেরাতের ভয়ঙ্কর পরিণতি তাদেরকে গ্রাস করবেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

[৫৩] সহিহুল জামে': ৮০০২।

তুমি জালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্যে; আর এটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা চাইবে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাই পাবে। এ হলো মহা অনুগ্রহ।[৪৪]

সুতরাং বিভ্রান্ত হবেন না। ভয়ও পাবেন না। যদি দেখেন স্খলিত ও পথহারা নারীদের সংখ্যাই বেশী আর দ্বীনের উপর অটল-অবিচল মহিয়সীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়, তবু আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না আর যদি দেখেন আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে বেয়ে উপরে উঠা নারীদের সংখ্যাও একেবারে কম, তাহলেও আপনি একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করবেন না।

হে আমার বোন!

আপনার বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো আপনাকে 'ইচ্ছা বা হুকুমের দাসি'তে পরিণত করা। স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের নামে সস্তায় আপনাকে ভোগ করা। এই যে এরা স্বাধীনতার কথা বলে, এর অর্থ ও উদ্দেশ্য আসলে কী? জানেন? কেনো এরা নিপীড়িত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের পক্ষে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এবং অসহায় এতিমের পাশে দাঁড়ায় না জানেন? কেনো শুধু অভিভাবকের স্নেহ-ছায়ায়, শাসনের ছায়ায় প্রতিপালিত সতীসাধ্বী তরুণীদের প্রতি এদের এতো মায়া আর দরদ—জানেন? কেনো এরা সব সময় শুধু নারীর জন্যই স্বাধীনতা চায়?

ওদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই—

যৌনকাতর অশুভ পাপ-দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে হিজাব ও পর্দার জীবন কি দাসত্ব? যা থেকে মুক্ত হতেই হবে? পরপুরুষের সংশ্রবমুক্ত আলাদা নারী কর্মস্থল নির্ধারণ কি নারীর জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান? যা করা বা ভাবাই যাবে না? গৃহে অবস্থান করে ছেলে-মেয়েকে লালন-পালন করলে এবং স্নেহ-মায়া ও দূরদর্শিতা দিয়ে শাসন করে; তাদেরকে আদর্শ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুললে কোন যুক্তিতে একে আপনারা দাসত্ব বলবেন? এ 'দাসত্ব' থেকে নারীকে মুক্ত না করলে কি বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে?

মজার ব্যাপার হলো—যারা নারীকে 'দাসত্ব' থেকে মুক্ত করতে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এবং হিজাবকে নারীর জন্যে শেকল ও জেল ভাবছে, এদের অধিকাংশই হয়

[৪৪]. সূরা আশ শু'আরা: ২২।

ব্যভিচারী নতুবা মদ্যপ কিংবা উন্মাদ। এরা প্রবৃত্তির আত্মস্বীকৃত গোলাম। তাহলে এই এরাই কোনো নারীকে স্বাধীন করতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে? কেনো তারা সংরক্ষিত হেরেমে সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাসকারিণী নারীদেরকে বের করতে এতোটা মরিয়া? কেনো?!

উত্তর স্পষ্ট! এরা নারীকে চোখ ভরে দেখতে চায়! চোখের ক্ষুধা মেটাতে চায়! এরা নারীকে দেখতে চায় স্বল্প বসনে নর্তকী হিসাবে! যখন নারীরা এদের ফাঁদে পড়ে হিজাব বর্জন করে এবং নাচের আসরে রূপ প্রদর্শন করে কিংবা এদের ইচ্ছেমতো কাজ করে, তখনই এদের কণ্ঠ উচ্চারিত হয়—'এই দেখো! নারীকে মুক্ত করেছি আমরা!' নারীকে এরা ভোগ করতে চায় ইচ্ছেমতো। ফলে পুরুষের পাশে নারীর অবস্থান এবং সংমিশ্রণকে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলার জন্যে এদের চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার কোনো অন্ত নেই। এরা নারীকে বানিয়েছে 'চলন্ত হাম্মামখানা'। যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ব্যবহার করছে। কখনো শয্যায়! কখনো প্রমোদ-উদ্যানে! কখনো বারে! কখনো 'বিনোদন-পল্লীতে'! কখনো বাণিজ্যিক প্রচারণায়! কখনো বড়কর্তার অফিসে! কখনো নাচের আসরে! কখনো খেলার মাঠে! কখনো ঐ নীলাভ আলো জ্বালানো 'বিশেষ পার্টি'তে আলো-ছায়ার আলিম্পনায় নারীকে আরো মোহনীয় করে তুলতে! আরো বেশী আবেদনময়ী করে তুলতে!!

হায়রে আমার অবলা নারী!! খেলার পুতুল হতে আপনার লজ্জা হয় না? নাচের পুতুল হতে আপনার বিবেকে বাধে না? ইসলাম আপনার জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছে মাতৃত্বের যে আসন, সম্মানের যে সিংহাসন, সে আসনে বসে, সে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাণী হতে আপনার সাধ জাগে না? নারী! কেনো আপনি দাসী হতে চান? নারী! কেনো আপনি রাণী হতে চান না? কেনো আপনি এই দুষ্টলোকদের পাল্লায় পড়ে ওদের কথায় হাসছেন-গাইছেন-নাচছেন-খেলছেন-ব্যবহৃত হচ্ছেন?!

হালাল-হারামের পার্থক্য তুলে দিয়ে কোথায় চলছেন আপনি? না বলে পারছি না, ধিক, শত ধিক, আপনার এ স্বাধীনতাকে! আপনার এ স্বাধীনতা আসলে পরাধীনতা! জানি না, কবে হবে আপনার সুমতি!

মনে রাখবেন—আপনার মূল্য একদিন কমে যাবেই ঐ দুষ্ট বণিকদের চোখে! তখন আপনাকে ওরা ছুড়ে ফেলে দেবে! নারীর জীবন-যৌবনের জৌলুসে ধস নামলে ওরা নারীকে ক্ষমা করে না। ওরা বড়ো নিষ্ঠুর! নারীর 'পাক দামান'-কে অপবিত্র ও

ছিন্নভিন্ন করে ওরা চিৎকার করে বলে—এই দেখো, আমরা নারীকে দিয়েছি স্বাধীনতা!

"হায়! নারীকে এরা প্রতারিত করেছে মিষ্টি কথার মোড়কে! হে সুন্দরী নারী! প্রতারিত করলো আপনাকে মিথ্যা শ্লাঘা?!"

এরা আরো চায় সমুদ্র তীরে নারীকে বসনমুক্ত দেখতে! মদের আসরে নারীর হাতে মদ খেতে! বিমান-সফরে নারীকে একান্ত কাছে পেতে, কখনো সেবিকার বেশে, কখনো পাপাচারিণী সঙ্গিনী হিসাবে! ফলে এসব কিছুকেই তারা নারীর সামনে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলে। অবশেষে নারী যখন তাদের দেখানো পথে হাঁটতে হাঁটতে পাপাচারের জলাভূমিতে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পাপাচারের জল পান করতে করতে নিঃশেষ করে নিয়ে এক সময় অবশিষ্টাংশ চাটতে থাকে, তখন এরা, এই এরা পরস্পরে হাসাহাসি করে আর বলে—

'আমরাই এনেছি হে নারী! তোমার এই স্বাধীনতা! তুমি না ছিলে বন্দিনী! এখন হয়েছো নন্দিনী! ভোগ করো! জীবনটাকে উপভোগ করো! ঐ মোল্লাদের কথায় কান দিও না! ওরা কুরআন-হাদিসের দোহাই দিয়ে তোমাকে শুধু বঞ্চিত করতে চায়!'

আশ্চর্য! আসলেই কি নারী ছিলো জেলাবদ্ধ? আর এখন বেরিয়ে এসেছে মুক্ত স্বাধীনতায়? স্বাধীনতা কি 'মামা বাড়ির আম কুড়ানো সুখ?' কিংবা 'মাসির ঘরের মোয়া?' কে বলেছে স্বাধীনতা স্বল্প বসনে? খাটো জামায়? পর্দাহীনতায়? কে বলেছে স্বাধীনতা বিপনিবিতানে ভিড় করায়? পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ায়?

যদি বাস্তবে এমনই হয়, তবে হে স্বাধীনতা! ধিক, শত ধিক তোমাকে! আমি চাই না, আমার মাতৃজাতির জন্য এমন পাপময় কলুষিত স্বাধীনতা!!

প্রকৃত স্বাধীনতা তাহলে কী এবং কোথায়? প্রকৃত স্বাধীনতা হলো—এই ভণ্ডদের ডাকে সাড়া না দেওয়ায়। ঘৃণাভরে এদের প্রতারণাময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করায়। সতীত্ব রক্ষার জন্যে হিজাব ও পর্দার জীবনকে আঁকড়ে থাকায়।

মনে রাখবেন হে নারী! এরা আপনার প্রকৃত বন্ধু নয়। তারা আপনার পিতা নয়, আপনার ভাই নয়, তারা আপনার স্বামীও নয়। তারা আপনার সন্তান নয়। পিতা আপনাকে দেবেন স্নেহের ছায়া। স্বামী আপনাকে দেবেন মমতা, ভালোবাসা ও

নিরাপদ ঠাঁই। ভাই আপনাকে দেবে সতর্ক প্রহরা। সন্তান আপনাকে দেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আচ্ছা বলুন তো, এই যে এতো সব সম্মান, তা কোথায় পাবেন আপনি, আল্লাহ পাকের বিধান ছাড়া? এখানেই তো আছে আপনার স্বাধীনতা এবং এটাই তো আপনার মর্যাদা ও সম্মানের কারণ!!

মনে রাখবেন, আল্লাহর হুকুম সবসময় পালনীয়। সব জায়গায়, সব দেশে পালনীয়। আল্লাহর হুকুমের সাথে স্থান, কাল, পাত্রের কোন সম্পর্ক নেই। স্থান, কাল, পাত্র আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও মুখাপেক্ষী, আল্লাহর হুকুম স্থান, কাল, পাত্রের অনুগত ও মুখাপেক্ষী নয়। না বোন! হতাশার কোনো কারণ নেই। এতদিন যদি আপনি না বুঝে, না জেনে পর্দা না করে থাকেন, তাহলে হতাশার কিছুই নেই। মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা আছে। তাওবাকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লাহর দরবারে যে আন্তরিকভাবে হাজির হয়, আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেন না।

হে বোন! আপনাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান যদি আপনাকে পাপের কাজে প্ররোচিত করে, তাহলে শয়তানকে ইস্তিগফারের অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিন। সবসময় আল্লাহর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। শেষ রাতের সেজদায় রাব্বুল আলামিনের কাছে সাহায্য কামনা করুন। কিয়ামুল লাইলের সেজদা আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে। বান্দার পাপকে ধুয়ে-মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দেয় যা, সে তো তার চোখের অনুতপ্ত উষ্ণ-অশ্রু।

ইসলামি হিজাবের শর্তগুলো হলো:

১. ইসলামি হিজাবের প্রথম শর্ত হলো সমস্ত শরীর ঢাকা থাকতে হবে।

২. বোরকা হবে ঢিলেঢালা। পাতলা হতে পারবে না। সুগন্ধিমাখা হতে পারবে না।

৩. বোরকায় আকর্ষণীয় কোনো ডিজাইন ও কারুকাজ থাকতে পারবে না। পর-পুরুষকে আকর্ষণ করে, এমন ডিজাইন ও কারুকাজ বর্জন করে চলা ওয়াজিব।

৪. বোরকা কাঁধ থেকে হতে পারবে না। বরং মাথা থেকে হবে।

হে আমার বোন!

আপনাকেই বলছি! দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, ইসলামের শত্রুদের মুখে বিজয়ের হাসি ফুটতে দিবেন না! দ্বীনে অবিচল থেকে চেষ্টা করুন, তাদের চেহারাকে অন্ধকার করে দিতে। আমরা আপনাকে মূর্খতার ভূমিকায় দেখতে চাই না। মূর্খতা ঈমানদারের শান নয়। তাই উপকারী জ্ঞান শিখুন। শরয়ী জ্ঞান আপনাকে আলোকিত করবে আর আপনি আলোকিত করবেন আপনার চারপাশকে।

হে বোন! আপনাকে...

আপনার প্রতি আপনার রব শরীয়তের বিধান দিয়ে অবিচার করেননি।

এটা যে অকল্পনীয়!

তাই ফিরে আসুন!

আঁকড়ে ধরুন তাঁর বিধানকে। সঁপে দিন নিজেকে তাঁর কাছে।

সেই নির্বোধদের বাজে কথায় কান দিবেন না বোন!

যারা বলে রবের বিধান থেকে বেরিয়ে আসলে নারীরা প্রগতিতে প্রবেশ করবে।

যারা দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই কেবল পারে সামান্য অর্থের লোভে নিজেদের সতীত্ব বিকিয়ে দিতে!

মনে রাখবেন! দ্বীনের পথে না হেঁটে, ভিন্ন পথেই আপনি হাঁটেন না কেনো, আপনাকে অপদস্থ হতেই হবে। আপনাকে রক্তাক্ত হতে হবে ও আপনার পূত ও পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে হবে।

বিদায় হে বোন!

হে আদর্শ প্রজন্ম গড়াব শিল্পী! হে শ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার কারিগর! হে সমাজ গড়ার মহীয়সী! আমাদের এই উপদেশমালা সঁপে দিলাম আপনার হাতে।

আল্লাহর কাছে আমাদের নিবেদন—আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজত করেন। নিরাপদে রাখেন। আপনি হোন এ যুগের আয়েশা-খাদিজা, ফাতেমা-হাজেরা। আপনি যেখানেই থাকুন, আপনি আমাদের বোন। এমনকি আমাদের উপদেশমালা গ্রহণ না করলেও। আমরা আপনার কল্যাণ চাই সর্বাবস্থায়। দিবারাত্রি সব সময় আপনার কল্যাণ চেয়ে আমরা হাত উঠাবো আকাশ জমিনের মালিকের কাছে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার কল্যাণ কামনায় আমাদের চিন্তা ও শ্রমকে নষ্ট করবেন না! আপনি যেদিন আলোর পথে উঠে আসবেন এবং অন্যকেও ডাকবেন, সেদিনই আমাদের মুখে হাসি ফুটবে। প্রাপ্তির হাসি। তৃপ্তির হাসি। অমলিন সেই হাসি! আমাকে আপনাকে সবাইকে তাওফিক দেবেন শুধু আল্লাহ।

হে প্রিয় বোন আমার!

আবু যারীফ

শ্রাবণের বৃষ্টিতে স্বামীকে নিয়ে রিকশায় বসে

লক্ষ কোটি বছরের বৃষ্টিবিলাস,

রাতের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে

দু'জনের হা করে জ্যোৎস্না দেখা,

শেষ বিকেলের মরে আসা নরম হলুদ আলোয়

দু'জন দু'জনার চোখের দিকে তাকিয়ে

হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দেয়া-

তুমি যা কিছু কল্পনা করতে পারো,

আর যা কিছু পারো না,

জান্নাতের সুখ ছাড়িয়ে যাবে তার সব কিছুকেই।

ইচ্ছে হলে দু'জনে ঘুরে বেড়াবে জান্নাতের বাগানে।

মাথার ওপর থেকে আলতো করে

পড়বে গাছের ঝরা পাতা।

তুমি তোমার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে হাঁটবে,

তুমি তাকে শোনাবে শাশ্বত প্রেমের কোন কবিতা...

এ সীমাহীন ভালোবাসাকে তোমরা

কিসের জন্য ছুঁড়ে ফেলছো?

কিসের মোহে বিকিয়ে দিচ্ছো?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وبعد:

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার তরে নিবেদিত; যিনি জগতসমূহের একমাত্র সত্য রব্ব। যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহাক্ষমাশীল, বিচার দিনের মালিক। প্রশংসা করছি মহান রব্ব আল্লাহর, যদিও তিনি সৃষ্টির প্রশংসার মুহতাজ নন! কারণ, তাঁর দয়া ঐসকল সৃষ্টির কল্পনার অতীত, যারা তাঁর প্রশংসা করে। আমাদের পক্ষ থেকে অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সর্বশেষ নবি ও রাসুল আমাদের প্রাণপ্রিয় মহামহিম হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সহচরগণের উপর এবং তাঁদেরও উপর যারা একনিষ্ঠভাবে কেবল নববি আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন।

সংকলকের নিবেদন

দ্বীনের দাওয়াত ও মেহনতের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে বহু দিন থেকেই মুসলিম বোনদেরকে নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। বিভিন্ন ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু আধটু লিখেছিও মাঝেমধ্যে। তবে তা নিজেকেই তৃপ্ত করতে পারেনি তেমন। তবুও হাল ছাড়িনি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসলো ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বোনদেরকে নিয়ে অনেকেই তো নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও পরামর্শ শেয়ার করে থাকেন। সেগুলোর চুম্বকাংশগুলো নিয়ে নিজের সম্পাদনায় একটি বই সংকলন করে প্রকাশ করলে তো মন্দ হয়না! এই আবেগকে পুঁজি করেই শুরু করেছিলাম সংকলন তৈরীর কাজ। অবশেষে সেই সংকলনকে কুরআন-সুন্নাহ, মুসলিম স্কলারদের প্রবন্ধ এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পাদনা করে একটি নাসিহাহমূলক বইয়ে রূপ দিলাম।

এই নাসিহাহ সংকলনটি মুসলিম বোনদের ইসলাহ তথা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন দরদী ভাই ও বোনদের হৃদয় নিংড়ানো আকুতির আক্ষরিক রূপ বলা যায়। প্রকৃত কল্যাণকামী দ্বীনি ভাই ও বোনদের নাসিহাহ কতটা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা এই নাসিহাহ সংকলনে প্যারায় প্যারায় ফুটে উঠেছে।

মহান রব্ব এই নাসিহাহ সংকলনটিকে কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

রব্বের ক্ষমার মুখাপেক্ষী
বান্দা আবু যারীফ
ঢাকা, মে ২০১৯ ঈসায়ী।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

হে প্রিয় বোন আমার!

আজ তোমার জন্য কিছু কথা লিখবো। এমন এক সময়ে কথাগুলো লিখছি, যখন চারদিকে ফিতনার ছড়াছড়ি। যখন কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকদের সাথে নামধারী মুসলিমরাও যোগ দিয়েছে তোমাকে প্রগতির নামে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় গড়ে তুলতে।

প্রিয় বোন আমার! ইসলামে নারীর অবদান অতুলনীয়। ঘরের অন্দরমহলের নারীরাই ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের কারিগর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো শ্রেষ্ঠ মানুষকে তোমরাই গর্ভে ধারণ করেছ, স্নেহ-মায়া-মমতায় লালন পালন করেছ। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহর বড় বড় আলেম, দ্বীনের জানবাজ মুজাহিদ, আল্লাহওয়ালা দাঈ, ফকিহ, মুফাসসির, মুজাদ্দিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী তোমাদের গর্ভেই লালিত পালিত হয়েছে।

হে প্রিয় বোন! কাফের-মুশরিকরা তোমার এই সোনালী ইতিহাসকে নষ্ট করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। নারী অধিকারের নামে তোমাকে ঘর থেকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তারা তোমাকে সমাধিকারের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা তোমার সংরক্ষিত জান্নাতী রূপ-লাবণ্য উপভোগের জন্য হিজাব ছুড়ে ফেলতে বলছে।

হে প্রিয় বোন আমার!

বিশ্বাস কর তোমার সমালোচনা করা কিংবা তোমাকে ছোট করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। তোমার ভুলগুলো খুঁজে বের করে তোমাকে লজ্জিত আর অপমানিত করাও আমার লক্ষ্য নয়। কারণ এতে আমার কোন লাভ বা লোকসান নেই। ধর্মচর্চা কর বা না কর, পর্দা মেনে চল বা না চল, এমনকি আমাকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে কর বা না কর; তবুও তুমি আমার একজন বোন। ওয়াল্লাহি! আমি তোমাকে পরবর্তী যে কথাগুলো বলবো তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বলবো। তাই দয়া করে আমার পরবর্তী কথাগুলোর ওপর একবার হলেও মন লাগিয়ে চোখ বুলাও। একটুখানি ভেবে দেখ খোলা মনে। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যাদের মাঝে বড় হয়েছো তাদের পরিবেশ তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে হয়তো ভাবছো, পৃথিবীর মানুষ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে সারাবিশ্ব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সুতরাং এই আধুনিকতা ছেড়ে ১৪০০ বছরের পুরানো ইসলামের বিধান মানতে চাওয়া হচ্ছে ব্যাকডেটেড যুগে ফিরে যাওয়া! ইসলামের বিধান মেনে গায়রে মাহ্‌রাম থেকে নিজের জিনাতকে অর্থাৎ নিজের সৌন্দর্যকে আড়াল করা মানে নিজেকে বঞ্চিত করা!

প্রিয় বোন আমার! পৃথিবীর সফল মানুষদের ইতিহাস যদি পড়তে, তবে জানতে পারতে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামই নারীকে কেবলমাত্র পুরুষের ভোগের পণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করেছে! একমাত্র ইসলামই কন্যাসন্তান লালনপালনেব পুরস্কার হিসেবে জান্নাত ঘোষণা করেছে। ইসলামই পুরুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা যাচাইয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্যের কথা বলেছে। ইসলামে কোনো সুযোগ রাখা হয়নি গর্ভধারিনী মা'কে ওল্ড হোমে (বৃদ্ধাশ্রমে) রেখে অধিক সুখের আশায় বউ নিয়ে আলাদা থাকার। অথবা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো একটি পর্বে মাকে অবমূল্যায়ন করার। 'স্ত্রী-কন্যা-মা' নারী জীবন তো এই তিনের বাইরে নয়! এই তিনের কাউকেই ইসলামের চেয়ে বেশি দিতে পারেনি কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি!

প্রিয় বোন আমার! আমরা যখন মুসলিম নারীদের ঘরে থাকার বাস্তবসম্মত প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, তখন এক শ্রেণীর লোক এসে বলে, নারীশিক্ষার কী হবে? নারী শিক্ষা কই? নারীর স্বাধীনতা কই? ব্লা.. ব্লা.. ব্লা..।

তাদের ভাষ্যমতে, প্রায় হাজার বছরের মত প্রতাপের সাথে দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখা মুসলিম জাতির নারীরা অশিক্ষিত ছিল! তারা বলতে চাচ্ছে, যার নাম শুনিয়ে ইউরোপীয় ক্রুসেডার জাতির মায়েরা নিজেদের সন্তানদের ঘুম পাড়াতো, সেই গাজি সালাহুদ্দিনের মা অশিক্ষিতা ছিলেন! তারা বলতে চাচ্ছে, একই সাথে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা আর ইউরোপে অভিযান পরিচালনাকারী বীরের জাতির মায়েরা অশিক্ষিতা ছিলেন! হ্যাঁ, তারা তো তাই বলবে। কারণ তাদের সংজ্ঞা মতে নারী শিক্ষার যে অর্থ সেটা তো মুসলিমদের ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ছিলোই না! অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যখন থেকে মুসলিম জাতির নারীরা তাদের কথিত নারী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই জিল্লতি আর লাঞ্ছনা আমাদের পিছু নিয়েছে। সুতরাং ভালো করে শুনে রাখো, প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের খিলাফত

কালের মায়েরাই ছিলেন শিক্ষিতা রত্নগর্ভা মা। হালজামানার তথাকথিত রত্নগর্ভা সম্মাননা পাওয়া মায়েদের মতো দুনিয়ামুখী সেক্যুলার ভাব ধারার মডারেট মুসলিম সন্তানের মা না হয়ে তারা হয়েছিলেন উমর বিন আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন জিয়াদ প্রমুখের মা। তারা সন্তানদেরকে এমন পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন যে, এক একজন সন্তান গড়ে উঠেছিল আসাদুল্লাহ, সাইফুল্লাহ হিসেবে। যাদের চারিত্রিক মাধুর্য ও দৃঢ়তা মানুষকে কাছে টানতো, যাদের তরবারির তীক্ষ্ণতা (ন্যায়পরায়ণতা) অত্যাচারিতের আশ্রয়স্থল ছিল। যাদের ইনসাফ ও আমানতদারিতা অন্য দ্বীনের অনুসারী তথা অমুসলিমদের আকৃষ্ট করত ইসলামে দাখিল হতে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি পাশ্চাত্যের মেকি স্বাধীনতায় প্রবঞ্চিত হয়ো না। টিভি অর মোবাইলের স্ক্রিনে, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর হৃদয়কাড়া রূপ দেখে ধোঁকায় পড়ো না! নাটক-সিনেমা, গান-বাজনা আর ইউরোপ আমেরিকার তথাকথিত সুখের ছবি দেখে নিজেকে হতভাগী, কপালপোড়া, বঞ্চিত, অবহেলিত ভেবো না। যাদেরকে আইডল ভেবে নিজেকে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, প্রকৃতপক্ষে তারা কিন্তু ঐ লাইফ স্টাইলে প্রচণ্ড রকমের বিরক্ত। নিয়মিত পুরুষ সঙ্গী (Boy Friend) বদল আর নিত্য নতুন পুরুষের সঙ্গ পাওয়াটা যে স্বাধীনতা নয় বরং নিজেকে মার্কেটের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা তা বোঝার মত বিবেক এখন তাদের অনেকের মাঝেই জেগে উঠছে। তথাকথিত আধুনিক সমাজের পরিবারগুলোর ভিতরের খবর একটু নিলেই জানতে পারতে তাদের বাস্তব অবস্থা। দেখতে পেতে এ লাইফ স্টাইল হতে বেড়িয়ে আসার জন্য তারা কি পরিমাণ হাঁসফাঁস করছে। যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, প্রায়ই পত্রিকায় সংবাদ আসছে তরুণীরা আজ তথাকথতি স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। যারা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করার চিন্তায় বিভোর ছিলো তারাই আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসছে সবচেয়ে বেশি হারে! বৃটেনের "সান ডে এক্সপ্রেস" পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক ইয়্যান রিডলি আফগানিস্তানের তালেবানদের বোরকা (পর্দা) নিয়ে বাড়াবাড়ির কঠোর সমালোচক ছিলেন। অথচ তিনিই কিন্তু পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলন করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং পর্দার বিধানকে নিজের শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা বানিয়ে নেন।

প্রিয় বোন আমার! ইসলামের সীমানায় থেকে তুমি সবই করতে পার। যদি পড়তে চাও তবে যত ইচ্ছে পড়তে পার। শুধু তোমার মহান দয়ালু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করো না। আল্লাহর দেয়া শরিয়তের গণ্ডি অতিক্রম করো না। মনে

রেখো, ইসলাম তোমার অগ্রযাত্রায় বাধা নয়। ইসলাম চায় তুমি যেখানেই থাকো, তোমার এবং পরিবারের সম্মান রক্ষা হোক। তোমার কোমলতা, সৌন্দর্য এবং সতীত্ব সংরক্ষিত থাকুক। ইসলাম তোমাকে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি করতে ইচ্ছুক নয়। তবে কোনো চরিত্রহীন লম্পট যেন তোমাকে কলঙ্কিত করতে না পারে, ছলে বলে কলে-কৌশলে কোনভাবেই যেন তোমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করতে না পারে, এটাই ইসলামের ইচ্ছা।

হে প্রিয় বোন আমার!

দাবীদার নয়, বরং প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমা হয়ে জান্নাতীদের দল ভুক্ত হও! মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম দিয়ে তোমার প্রতি অতীব ইহসান করেছেন। অর্থাৎ তোমার **ঈমানদার** ও **মুসলিমা** হওয়ার পথে তিনি তোমাকে এক ধাপ এগিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছে করলেই তুমি মুসলিমা হতে পার। এজন্য তোমাকে অন্য ধর্মের লোকদের মতো বাধার মুখে পড়তে হবে না কিংবা সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করতে হবে না।

প্রিয় বোন আমার! তুমি হয়তো ভাবছো, মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্ম নেয়া একটি মেয়েকে আবার নতুন করে মুসলিমা হতে হবে এটা কেমন কথা? আমি বোধ হয় পাগলের প্রলাপ বকছি! না, আমার মাথা ঠিকই কাজ করছে, আমি মোটেও ভুল বকছি না। বরং সুস্পষ্ট জেনে নাও, তুমি মুসলিম বাবা মায়ের ঔরসে জন্ম নিয়েছো এর অর্থ এই নয় যে, তুমি অটো ঈমানদার মুসলিমা হয়ে গিয়েছো, তোমাকে আর ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানদার মুসলিমাহ হতে হবে না!

প্রিয় বোন আমার! আরবি 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাজী-খুশীকে নিজের সকল বিষয়ের উপরে প্রাধান্য দিয়েছে সেই হচ্ছে মুসলিম। এখন যদি কেউ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার দাবী করে গায়রুল্লাহ'র কাছেও আংশিক আত্মসমর্পণ করে তবে কি তাকে মুসলিম বলা যাবে? না, কক্ষনো নয়। কারণ অংশীদারবাদীরা আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম নয় মুশরিক।

প্রিয় বোন আমার! আমাদের বোঝা উচিত মানুষ একটি প্রাণীর নাম হলেও 'মুসলিম' কোন প্রাণীর নাম নয়। তাই একটি মানব শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া 'মানুষ' পরিচয়টা আমৃত্যু বহাল থাকলেও জন্মসূত্রে একটি মানব শিশুর পাওয়া 'মুসলিম' পরিচয় তার আমৃত্যু 'মুসলিম' হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মানব শিশু 'মুসলিম' হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও, তার প্রকৃত পরিচয় কিন্তু সেটাই, যে পরিচয়টা সে বড় হয়ে নিজের বুঝের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কোন একজন মানব সন্তান যদি বড় হয়ে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে **মুসলিম**, যদি আংশিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে **মুশরিক** আর যদি দ্বীন হিসেবে ইসলামের বিধান ত্যাগ করে তবে সে **কাফির**। সুতরাং জন্মসূত্রে পাওয়া 'মুসলিম' পরিচয়কে কেউ যদি তার আমৃত্যু 'মুসলিম' থাকার দলিল হিসেবে দাবী করে বসে, তবে তা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত কাজ। যেমন ডাক্তার, ব্যারিস্টার বাবা মায়ের সন্তান মানেই কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে ডাক্তার, ব্যারিস্টার নয়। কারণ এসবই হচ্ছে ব্যক্তির কর্মফলের উপাধি। অতএব, প্র্যাকটিক্যালি একজন মুসলিমের সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনার ঘোষণা দিচ্ছে এবং ইসলামকে তার একমাত্র দ্বীন-জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে ঈমানের মুসলিম বলতে পারছি না।

প্রিয় বোন আমার! কি করে বোঝাই, **ঈমান জন্মসূত্রে, বংশীয়সূত্রে, বিয়েরসূত্রে, আত্মীয়তার সূত্রে কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে অটোমেটিক্যালি ব্যক্তির মাঝে চলে আসে না,** বরং ঈমান হচ্ছে এমন এক বিষয় যা নিজ দায়িত্বে সঠিক ও মজবুত বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হয়। তাই ঈমান গ্রহণ ছাড়া ঐধরনের কোন সূত্রের মাধ্যমে নিজেকে ঈমানদার সাব্যস্ত করা কিংবা ঈমানদার মনে করে নিয়ে নিশ্চিন্তে আমল করে যাওয়া এবং বিনিময়ে জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়!

প্রিয় বোন আমার! মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক যদি ঈমানদার হওয়ার কোন ন্যূনতম শর্ত বা ভিত্তি হতো, তবে সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বহু মানুষ মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হয়ে যেত। কিন্তু এমনটা কস্মিনকালেও ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ ঈমানের পরীক্ষায় সম্পর্ক বিষয়টি যে নিতান্তই মূল্যহীন তা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই সম্মানিত নবি ও রাসুলগণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করা আচরণ হতে। যেমন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থাকার পরও নুহ আলাইহিস সালামের এক ছেলেকে আল্লাহ তায়ালা মহাপ্লাবনের ভয়ঙ্কর আজাব

থেকে রেহাই দেননি, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক থাকার পরও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে তিনি পাথর বৃষ্টির আজাব থেকে রেহাই দেননি, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থাকার পরও ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দুআ করার অনুমতি দেননি। চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক থাকার পরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দুআ করার অনুমতি দেননি। সুতরাং গভীরভাবে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, আল্লাহর একান্ত প্রিয় বান্দা নবি ও রাসুলগণের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় হওয়ার পরও যদি তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয়, তবে আমাদের পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ কোথায়!

ঈমান সম্পর্কিত ঐসকল কুরআনি ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এই যে, প্রত্যেক মানুষকে নিজের গ্রহণ করা ঈমান নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আখিরাতে চূড়ান্ত বিচারের দিন সম্পর্কসূত্রে ঈমানদার দাবীদারগণ কোন ছাড় পাবে না! সুতরাং যারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম নেয়ার সূত্রে নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাতের আমল করছেন, অথচ প্রতিষ্ঠিত তাগুত (আল্লাহর সাথে বিদ্রোহকারী)কে ত্যাগ করেননি তারা মূলতঃ শির্কের মাঝেই অবস্থান করছেন সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করে, নির্ভেজাল তাওহিদ গ্রহণ না করলে কেউ ঈমানদার হিসেবে গণ্যই হবে না।

প্রিয় বোন আমার! তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি প্রথম প্রেমে পড়েছো কবে? উত্তর পজিটিভ হলে তুমি কিন্তু দিন-মাস-বছর সবই বলে দিতে পারো। অথচ 'ঈমান এনেছো কবে?' এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে বলো, 'মনে নেই'। মানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে—তুমি ওহির জ্ঞান ও সঠিক বুঝের ভিত্তিতে ঈমান গ্রহণ করোনি, এবং এজন্য কোন ঘোষণাও দাওনি কিংবা 'জন্মসূত্রে ঈমানদার' এমন দাবী নিয়ে বসে আছো, বিধায় ঈমান আনার প্রয়োজনই অনুভব করোনি! তুমি নিশ্চিত থাকো যে, নিজেকে ঈমানদার মুসলিমা দাবী করতে হলে তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি ঈমান আনতেই হবে, ইসলাম গ্রহণ করতেই হবে। এবং তা অবশ্যই ওহির জ্ঞান ও সঠিক বুঝের ভিত্তিতে বুঝে শুনে প্রকাশ্য ঘোষণা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে হতে হবে!

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে যেসকল ওহি নাজিল করেছেন, তা থেকে কয়েকটি ওহি উল্লেখ করছি। আশা করছি মহান আল্লাহ আমাদের অন্তর সমূহে হিদায়াত ঢেলে দিবেন এবং ওহির আলোকে আমাদের মাঝে ঈমান গ্রহণ করার চেতনা তৈরী হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন

ফরমান,

> আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমালে সালেহ করেছে তাদেরকে শুভসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[১]

> যারা ঈমান আনে ও আমালে সালেহ করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে নেক আমল করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল।[২]

আরও দেখতে পারো: (সুরা আন- নিসা ৩ : ৫৭) (সুরা আন-নিসা ৩ : ১২২) (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ৯) (সুরা ইউনুস ১০ : ৯) (সুরা হুদ ১১ : ২৩) (সুরা কাহফ ১৮ : ১০৭, ১০৮) (সুরা ত্বাহা ২০ : ৭৫,৭৬) (সুরা লুকমান ৩১ : ৮) (সুরা সিজদাহ ৩২ : ১৯) (সুরা সাবা ৩৪ : ৩৭)

অর্থাৎ যারা জান্নাতে যেতে চায় তাদের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া শর্ত খুবই স্পষ্ট—নিজে ঈমান আনো এবং ঈমানের দাবী পূরণে আমালে সালেহ (নেক আমল) করতে থাকো।

প্রিয় বোন আমার! জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত যেহেতু ঈমান আনা, সেহেতু ঈমান কীভাবে আনতে হয় তা জানানোটা জরুরী মনে করছি। কারণ ঈমান আনতে হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ যেভাবে ঈমান এনেছিলেন, সেভাবে। অন্যথায় সে আনীত ঈমান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

---

[১] সুরা বাকারা : ২৫।

[২] সুরা কাহফ : ৩০-৩১।

> আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।[৩]

> আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো?' সাবধান! নিশ্চয় এরাই নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানে না।[৪]

> মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।[৫]

সাহাবায়ে কেরাম ঈমান আনার পূর্বে নিজেদের অন্তরকে ঈমান ধারণের জন্য পূত পবিত্র করে নিতেন। প্রথমে যাবতীয় শিরক ও কুফর থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। অতঃপর আল্লাহর সীমালঙ্ঘণকারী সকল ধরনের তাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করে ঈমানের ঘোষণা দিতেন।[৬]

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূল বিষয় হচ্ছে—আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তাওহিদ।[৭] অর্থাৎ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-ই হলেন একমাত্র সত্য রব। এই রুবুবিয়্যাতে তাওহিদের ভিত্তিতে তোমাকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে —"**রাব্বি আল্লাহ** অর্থাৎ আল্লাহ-ই আমার একমাত্র রব, সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একমাত্র মালিক, সার্বভৌম আইনদাতা-বিধানদাতা অন্য কেউ নয়"।

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে তাওহিদের ফলশ্রুতিতে তোমাকে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে তাওহিদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর উলুহিয়্যাতে তাওহিদ গ্রহণের অঙ্গীকার হচ্ছে—"**আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নেই কোন

---

[৩] সুরা বাকারা : ৮।

[৪] সুরা বাকারা : ১৩।

[৫] সুরা আনকাবুত : ২, ৩।

[৬] সুরা বাকারা : ২৫৬।

[৭] সুরা আলে ইমরান : ১৯৩।

ইলাহ (ইবাদতের উপযুক্ত)আল্লাহ্ ব্যতীত। দাসত্ব, আইনের আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয়।" এটা মূলতঃ ঈমানের ভিত্তিতে ইসলাম পালনের অঙ্গীকার।

অতঃপর আল্লাহর উলুহিয়্যাতে তাওহিদ বাস্তবায়নে তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে—"**আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্** অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, শর্তহীন আনুগত্য-অনুসরণ ও অনুকরণ পাওয়ার অধিকারী একমাত্র নেতা; অন্য কেউ নয়।" এটা মূলতঃ ইসলাম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার।

অল্প কথায় বলতে গেলে, সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসসহ তাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করে **রাব্বি আল্লাহু ঘোষণা** দেয়ার পর মানুষের রচিত সকল ব্যবস্থার আনুগত্য ত্যাগ করে **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহর** সাক্ষ্য প্রদান করলেই তোমার অবস্থান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট ঈমানদার মুসলিমা হিসেবে স্বীকৃত হবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি দুনিয়ার এক শতাংশ জমিন ক্ষণস্থায়ীভাবে ভোগ-দখল করতে চাও তবে এর জন্য তোমার বৈধ মালিকানার দলিল যোগাড় করে রাখতেই হবে। সহিহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ের ভাষ্য অনুযায়ী সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতের জমিন হবে দশটা পৃথিবীর সমান। এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হবে সর্বশেষ জান্নাতে যাওয়া ব্যক্তি এবং তার হাতে দলিল হিসেবে থাকবে শুধুমাত্র তার নিজের গ্রহণ করা শির্ক মুক্ত ঈমান। এখন তুমিই বলো, দুনিয়ায় অন্য ব্যক্তির দলিল দেখিয়ে যেখানে তুমি এক শতাংশ জমিন ক্ষণস্থায়ীভাবে ভোগ-দখল করতে পারলে না, সেখানে আখিরাতে অন্যের ঈমানের দোহাই দিয়ে কীভাবে তুমি জান্নাতের বিশাল সাম্রাজ্যের জমিন চির স্থায়ীভাবে ভোগের আশা করো!

অতএব, তোমার কল্যাণকামী ভাই হিসেবে বলতেই হচ্ছে, জান্নাতের অফুরন্ত নিআমতসমূহ ভোগ করতে চাইলে এর বিশাল সাম্রাজ্যের মালিকানার দলিল তোমার জন্মসূত্রে, বংশীয়সূত্রে, উত্তরাধিকারসূত্রে কিংবা আত্মীয়তার সূত্রে দাবী করা ঈমান দিয়ে নয় বরং নিজের গ্রহণ করা শির্কমুক্ত ঈমান দিয়েই অর্জন করে নিতে হবে।

এখন নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে ঈমান না এনে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে সম্পর্ক সূত্রে অটোমেটিক্যালি

ঈমানদার মুসলিমা হওয়ার ভিত্তিহীন দাবী অভিশপ্ত শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা মাত্র!

মহান রব্ব আল্লাহ তোমাকে সহ সকল বোনদেরকে সম্পর্কসূত্রে ঈমানদার মুসলিমা হওয়ার ভিত্তিহীন দাবী ত্যাগ করে সঠিক ও পরিপূর্ণ বুঝের ভিত্তিতে মজবুত বিশ্বাসের সাথে সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান এনে ও ইসলাম গ্রহণ করে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমা হিসেবে 'আমালে সালেহ' করে জান্নাতে উচ্চ মাকাম লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

দূষিত রক্তের বখাটেদের ইভটিজিং থেকে বাঁচতে চাও? এসো ইসলামের বিধান হিজাবের আশ্রয়ে। অমানুষদের এসিড সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে চাইলেও এসো হিজাবের নিরাপত্তায়। মানুষের জীবনের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে ইসলামি জীবনব্যবস্থায়। তুমি প্রকৃত মুসলিম নারী হিসেবে হিজাবে সুশোভিত সংরক্ষিত হয়ে যাও, দেখবে যৌতুক লোভী হায়েনার পরিবারে তোমাকে তুলে দিতে হবে না, বরং নগদে সম্মানজনক মোহর দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত দাবী নয়; এটাই ইসলামের বাস্তবতা।

বোন আমার! আধুনিকতা আর ফ্যাশনের নামে তুমি নিজেকে অসম্মান ও অনিরাপদ করো না। আল্লাহর হিদায়াত বঞ্চিতদের প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ো না। অর্থ, বিত্ত আর বিলাসিতায় সময় অপচয়কারীরা আজ কোথায়? বল, সপ্তম আশ্চর্যের তাজমহল কিংবা পিরামিড যারা গড়েছিল তাদের কোন উত্তরাধিকার আজ কি পৃথিবীতে বেঁচে আছে? যারা ইসলামের সুশৃঙ্খল জীবন ত্যাগ করে ভোগের জীবন বেছে নিয়েছিল, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য কত সুন্দরই না বলেছেন,

> তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি, তাহলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী, আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়েও অধিক প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কাজে আসেনি।[১]

[১] সূরা মুমিন : ৮২।

প্রিয় বোন আমার! তুমি কি জানো পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার কুফল কী? শরয়ী পর্দার প্রতি যত অবহেলা করা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। নারী জাতি আজ কাগজে-কলমে আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, বেশি সচেতন; কিন্তু বলো, নারীদের প্রতি সামাজিক অনাচার বেড়েছে না কমেছে? নিত্য-নতুন পন্থায় নারীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে।

প্রিয় বোন আমার! অভ্যন্তরীণ পর্দার পাশাপাশি বাহ্যিক বা পোশাকী পর্দাহীনতাই প্রথমত গায়রে মাহরামের সাথে অবাধ মেলামেশা আর অশ্লীলতাকে উস্কে দেয়। অতঃপর এই অবাধ মেলামেশা অবৈধ যৌন সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। আর এসব অবৈধ যৌন সম্পর্কের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী তার তথাকথিত প্রেমিক পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়!

প্রিয় বোন আমার! রূপ আর যৌবনের উল্লাসে নিজেকে ভেসে যেতে দিও না। এই তারুণ্য, দেহের শক্তি ও রূপ-সৌন্দর্যের উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিও না। কারণ এসবের কোনো স্থায়ীত্ব নেই। আল্লাহ চাইলে যে কোনো সময় তা কেড়ে নিয়ে অসুন্দর বৃদ্ধা বানিয়ে দিতে পারেন। দেখ কত সুন্দরী রোগে-শোকে ভোগে বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চিরবিদায় নিচ্ছে। কতজন না মরেও অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে। তুমি যে এমন অসহায়ত্বের শিকারে পরিণত হবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? পৃথিবীতে কত মানুষই তো ইতিহাস হয়ে আছে; কিন্তু তারা কি কেউ মৃত্যুর দংশন থেকে বাঁচতে পেরেছে?

প্রিয় বোন আমার! আল্লাহর দেয়া হৃদয়কাড়া মুখশ্রী দেখিয়ে অহংকারের সাথে পথ চলো না। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন,

> আর দুনিয়ার বুকে দম্ভভরে (অহংকার করে) চলো না; তুমি তো কখনোই জমিনে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতেও পারবে না।[১]

প্রিয় বোন আমার! চলতে ফিরতে যতটা সম্ভব মাটির দিকে ঝুঁকে থাকো। মহান রব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি মুখমণ্ডল এবং চোখের ব্যাপারে সতর্ক হও! কারণ সুন্দর মুখশ্রী দেখে যুবকের অন্তরে কামনার জন্ম হয়!! তাই সুন্দর অবয়বটি নেকাবে ঢেকে গায়রে মাহরামের কুদৃষ্টি হতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো!

---

[১] সূরা বনি ইসরাইল : ৩৭।

বাইরে বের হওয়ার সময় গায়ের ওপব মোটা কাপড়ের ওড়না ফেলে দাও। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা চাদর (ভারি ওড়না) ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাস্তায় বের হলে হাঁটার সময় হেলেদুলে চলবে না! এটা খুবই কঠিন রোগ! এটি পুরুষের দৃষ্টিকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়। সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে বের হবে না! আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা ব্যভিচারী নারীদের স্বভাব। মিষ্টি ভাষায় আকর্ষণীয় স্বরে ১৪জন মাহরাম পুরুষ ব্যতিত কারো সাথে কথা বলো না। একান্ত প্রয়োজন হলে গায়রে মাহরামদের সাথে অনাকর্ষণীয় সাধারণ ভাষা ব্যবহার করো, যাতে তোমার প্রতি তারা আকৃষ্ট না হয়!

প্রিয় বোন আমার! তোমার অন্তর আর বাহিরের সমস্ত সৌন্দর্যই অমূল্য। কেবলমাত্র তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা পুরুষটিই তোমার সকল সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার রাখেন। সুতরাং, তোমাব সৌন্দর্যকে ঐ পুরুষটির পবিত্র আমানত মনে করে গায়রে মাহরাম পুরুষদের উপভোগের বস্তু হিসেবে প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকো!

প্রিয় বোন আমার! আর কেউ না জানুক, তুমি জেনে রেখো, তুমি সুন্দরী। কারণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। হয়তো শত শত ছেলে আল্লাহর দেয়া তোমার এই সুন্দর মুখশ্রী দেখেই পাগল পারা হয়ে যাবে! হয়তো কামনার দৃষ্টি মেলে ধরবে ঐ মুখশ্রীর ওপর। ঐ শত শত গায়রে মাহরাম ছেলের চোখের ক্ষুধা মিটানো ভোগের পাত্রী হয়ে লাভ কী বলো! তুমি নিজের জিনাতকে সস্তায় মেলে ধরো না! তুমি তো অবৈধ কারো ভোগের পাত্রী নও, তুমি তো কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী বা বোন, তোমারও তো ইজ্জত-সম্মান আছে, নিজের অবস্থানটা একটু বোঝার চেষ্টা করো...।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন তোমাকে গোসল করিয়ে হিজাব আর জিলবাব দ্বারা আপাদমস্তক জড়িয়ে কবরে শুইয়ে দেয়া হবে। এ সময় তোমার আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে যারা অতি-আধুনিক মডার্ন মুসলিম দাবীদার ছিলো, সেক্যুলার ছিলো, তারাও তোমার মৃত দেহকে হিজাব আর জিলবাব ছাড়া কবরস্থ করতে দিবে না। তোমার স্টাইলিশ জিন্স, লেগিন্স, প্লাজো, বাহারী কারুকার্জময় কুর্তি, চাকচিক্যময় স্কার্ফ, বডি ফিটিং আবায়া, বৈশাখী বাতাসে উড়নো শাড়ির আঁচল, দুষ্টু মিষ্টি হাওয়ায় উড়ন্ত রঙিন

সিল্কি চুল, প্লাক করা ভ্রু, লিপস্টিকে রাঙানো রঙিন ওষ্ঠদ্বয়, কোন কিছুই আর প্রেমাস্পদদের কাছে মূল্য পাবে না। আধুনিকতার নামে আজ তুমি যেভাবে হিজাব (পর্দা) ছাড়া চলাফেরা করছো, সেভাবে আগামীকাল কেউ তোমাকে শেষ বিদায় দিবে না। তাইতো কল্যাণকামী ভাই হিসেবে তোমাকে আন্তরিক অনুরোধ করছি—

মহান রব্ব আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের অনুগত হয়ে যাও আর মৃত্যু পরবর্তী কাফন পরানোর শেষ দিনটিকেই তোমার হিজাবের প্রথম দিন হতে দিও না। নিজেকে কখনোও অমুসলিম কাফির মুশরিকদের মতো মেলে ধরো না। শয়তানের ইশারায় নেচে নেচে গায়রে মাহরাম পুরুষের ভোগের পাত্রী হয়ো না। নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা করো...।

হে প্রিয় বোন আমার!

দুনিয়ার হায়াত থেকে অনেক বসন্ত, অনেক ফাগুনের আগুন ঝরানো দিন পার করে যৌবনকে বিদায় দেয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। পেরিয়ে আসা হায়াতের দিনগুলোতে অনেক শহর ভ্রমণ করেছি, বহু মানুষের সাহচর্য লাভ করেছি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক বাস্তব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

পেরিয়ে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকেই তোমাকে আরো কয়েকটি কথা বলছি শোন! কারণ তোমার এখনকার সদ্য প্রস্ফুটিত তারুণ্যের ছোঁয়ায় উদ্বেলিত বয়সটা আমিও পার করে এসেছি।

প্রিয় বোন আমার!

তুমি কি ভাবছ, তুমি একাই শিরা-উপশিরায় যৌবনের উত্তাপ অনুভব করছো? দুনিয়াতে তুমিই শুধু এই সমস্যায় পড়েছ? আর কেউ পড়েনি? জেনে রাখো, এটা হচ্ছে যৌবনের স্বাভাবিক চাহিদা। তোমার মতো সদ্য কৈশোর পেরোনো বয়সে যে-ই উপনীত হয়, তার-ই অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা যৌবনের শান্ত তুষের আগুনটা জ্বলে ওঠে এবং শিরা-উপশিরায় তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। চলমান দুনিয়ার মাঝে আরেকটি দুনিয়া দৃশ্যমান হয় তার চোখে। তার চোখে বদলে যায় আশেপাশের মানুষও। মানুষগুলোকে সে শুধু নেহায়েৎ রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে দেখতে পায় না। পুরুষদের নিয়ে সে আপন মনে জলছবি আঁকতে থাকে আর তাদের প্রতি সে এক দুর্নিবার ফ্যান্টাসিতে ভুগতে থাকে।

প্রিয় বোন আমার!

তোমার এই বয়সে এমন আচরণের সবই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। তবে প্রচলিত জাহিলি সমাজ ব্যবস্থা তোমার এই সময়ের স্বাভাবিক ও যৌক্তিক আচরণকে পিষে মারতে চায়। তোমার ষোল সতের বয়সে ভালোবাসার যে উত্তাপ তুমি অনুভব করো, প্রচলিত সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই উত্তাপকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কাটাতে বাধ্য করে। এই আট দশ বছরের দহন জ্বালা মেটাতে তরুণ তরুণীরা কী করবে? একদিকে যৌবনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দহন, অন্যদিকে হারাম সম্পর্কের সহজলভ্যতা, কোথায় যাবে সে? সদ্য যৌবন প্রাপ্ত দেহের উষ্ণতা আর আবেগ-উত্তেজনার বিচারে এই সময়টাই যে তোমার জীবনের কঠিনতম সময়! কী করবে তুমি? কি করা উচিত? কে দিবে তোমাকে এর যথাযথ সমাধান? তোমার সমস্যার চেয়েও জটিল হচ্ছে এর সঠিক সমাধান!

প্রিয় বোন আমার!

জেনে রাখো, মহান রব তোমার হিফাযত (সুরক্ষা) তোমার হাতেই রেখেছেন। এ কথা সঠিক যে, পাপের পথে অগ্রসর হওয়াতে পুরুষকেই প্রথম দায়ী করা যায়। নারীরা কখনই প্রথমে এ পথে অগ্রসর হয় না। তবে নারীদের সম্মতি ব্যতীত কখনই পুরুষরা একা একা অগ্রসর হতে পারে না। পুরুষদের পাপের পথে অগ্রসর হতে কোন না কোন নারীর শরীরী কিংবা অশরীরী উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। নারীরা নরম না হলে পুরুষেরা শক্ত হয় না। নারীরা দরজা খুলে দেয় আর পুরুষেরা তাতে প্রবেশ করে।

প্রিয় বোন আমার! ঘরে মূল্যবান জিনিস রেখে তুমি যদি চোরের জন্য স্বেচ্ছায় ঘরের দরজা খুলে রাখ, আর চোর চুরি করে পালিয়ে যায়, তখন জিনিস উদ্ধারের জন্য তোমার চিৎকার চেঁচামেচি করা কি ঠিক হবে? তোমার কান্নাকাটিতে কি আদৌ কোন লাভ হবে? তোমার কথা শুনে কেউ কি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে?

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি জানতে পার যে, পুরুষরা হচ্ছে শিয়াল, আর তুমি হচ্ছো মুরগি, তাহলে কিন্তু তুমি শিয়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মুরগির মতই দৌড়ে পালাবে। তুমি যদি প্রকৃতই শিয়ালরূপী পুরুষকে জানতে পারতে, তাহলে তোমার সকল মূল্যবান সম্পদ পুরুষদের থেকে হিফাজত করার জন্যে গোপনে লুকিয়ে রাখতে। মনে রেখো! পুরুষ তোমার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিতে চায় তা

যদি তোমার কাছ থেকে একবার চলে যায়, তাহলে জেনে রাখবে তা হারিয়ে তোমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। সে তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি নষ্ট করতে চায়, যা তোমার সম্মানের সাথে জড়িত। সেটি হচ্ছে তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা, যাতে রয়েছে তোমার সম্মান, গর্ব ভরে যা তুমি স্বামী পুরুষটির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখতে চাও এবং যা নিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে চাও। আল্লাহর কসম! প্রেমিক রূপী গায়রে মাহরাম পুরুষ তোমার এ সম্পদটিই লুটে নিতে চায়। তাই কোন পুরুষ প্রলোভন দিয়ে অন্য কোন কথা বললে তুমি তা বিশ্বাস করো না।

প্রিয় বোন আমার! একজন গায়রে মাহরাম পুরুষ যখন কোন যৌবনদীপ্ত নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়, তখন সে মহিলাটিকে নগ্ন অবস্থায় কল্পনা করে। একজন পুরুষ হিসেবে আল্লাহর কসম করে বলছি! এ ছাড়া সে অন্য কিছুই চিন্তা করে না। তোমাকে যদি গায়রে মাহরাম কেউ বলে, সে তোমার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ, তোমার আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট এবং সে কেবল তোমার সাথে একজন সাধারণ বন্ধুর (Just Friend) মতই আচরণ করবে এবং সে হিসেবেই তোমার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তুমি তা মোটেও বিশ্বাস করো না। ওয়াল্লাহি! সে অবশ্যই মিথ্যুক। কারণ গায়রে মাহরাম নারী ও পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনো কামমুক্ত হতে পারে না, এটা মানুষের ফিতরাত (সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য) বিরোধী শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা।

প্রিয় বোন আমার! যুবকেরা আড়ালে তোমাদেরকে নিয়ে যে সমস্ত কথা বলে তা যদি তোমরা শুনতে, তাহলে এক ভীষণ অপ্রীতিকর বিষয় জানতে পারতে। একাকী লোকচক্ষুর আড়ালে কোন যুবক তোমার সাথে যে কথাই বলুক, যতই হাসুক, যত নরম কণ্ঠেই বলুক ও যত কোমল শব্দই ব্যবহার করুক, সেটি তার প্রকৃত চেহারা নয়; বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ভূমিকা ও ফাঁদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়! সুকৌশলে সে যতই তোমার সামনে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখুক, আল্লাহর কসম! ভিতরে ভিতরে তোমাকে উপভোগ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই। কোন যুবক যদি তোমাকে তার ষড়যন্ত্রের জালে একবার আটকাতে পারে তাহলে কী হবে? কী হবে তোমার অবস্থা? তোমার কি তা জানা আছে? একটু চিন্তা কর।

প্রিয় বোন আমার! কোন নারী যদি কোন দুষ্ট পুরুষের কবলে পড়ে যায়, তখন সেও হয়তো পুরুষটির সাথে মিলে ক্ষণিকের জন্য কল্পিত স্বাদ উপভোগ করবে।

তারপর কী হবে? তারপর কী হবে?! তুমি কি তা জান? উপভোগের পরক্ষণেই পুরুষটি তাকে ভুলে যাবে। নারীটি হয়তো তাকে দ্বিতীয়বার পাওয়ার আশা পোষণ করবে। হয়তো কয়েকবারের জন্য তাকে পেলে পেতেও পারে; তবে তার সাথে চিরদিন বসবাস করার জন্য এবং নিজ যৌবন পার করার জন্য স্বামী হিসাবে কখনোই তাকে পাবে না। সেই দেহলোভী পুরুষটি কিন্তু অচিরেই তাকে ভুলে যাবে। আর এটিই সত্য। কিন্তু নারীটি সারাজীবন সেই স্বল্প সময়ের উপভোগের জ্বালা ভোগ করতে থাকবে, যা কখনোই শেষ হবে না। এও হতে পারে যে, সে তার গর্ভে এমন কলঙ্ক রেখে যাবে, যা থেকে কখনই সে পরিত্রাণ পাবে না পুরুষটি তাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো আরেকটি শিকার খুঁজতে থাকবে আর নতুন নতুন নারীদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণ করার ঘৃণ্য কুকর্মে লিপ্ত হবে।

প্রিয় বোন আমার! এভাবে একটি যুবক অগণিত নারীর সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও আমাদের জালিম ও জাহিল সমাজ হয়তো তাকে একদিন ক্ষমা করে দিবে। সমাজ বলবে, একটি ভ্রষ্ট পথহারা যুবক সুপথে ফিরে এসেছে। এই অজুহাতে সে হয়ত সমাজের কাছে গৃহীত হবে এবং সকলেই তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিবে। অথচ নারীটি অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে চিরদিন পড়ে থাকবে। আজীবন তার জীবনে কালিমা লেগে থাকবে, যা কোনদিন মুছে যাবে না। আর আমাদের জালিম সমাজও কখনো তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবে না।

প্রিয় বোন আমার! পথ চলার সময় কোন পুরুষ যদি তোমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তবে তুমি তার দিক থেকে তোমার চেহারা অন্য দিকে সরিয়ে নাও। এরপরও যদি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কোন আচরণ অনুভব করো কিংবা সে তোমার গায়ে হাত দিতে চায় অথবা কথার মাধ্যমে তোমাকে বিরক্ত করতে উদ্যত হয় তাহলে তোমার পা থেকে জুতা খুলে তার গালে ও মাথায় আঘাত করো। তুমি যদি এ কাজটি করতে পারো, তাহলে দেখবে রাস্তার সকলেই তোমার পক্ষ নিবে, তোমাকেই সাহায্য করবে। সে আর কখনও তোমার মত অন্য কোন নারীর উপর অসৎ দৃষ্টি দিতে সাহস করবে না। সে যদি সত্যিই তোমাকে পছন্দ করে থাকে, তাহলে তোমার এই আচরণে তার হুঁশ ফিরবে, তাওবা করবে এবং তোমার সাথে হালাল সম্পর্ক গড়ার জন্যে বৈধ পন্থা অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হবে।

হে প্রিয় বোন আমার!

শোন! নারীরা যত উচ্চ মর্যাদাই অর্জন করুক, শিক্ষা ও জ্ঞানে যতই অগ্রগতি লাভ করুক, ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি যতই আয়ত্ত করুক, এতে তাদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা কখনোই পূর্ণ হয় না। তাদের মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি, ধন-সম্পদ তাদের মনকে শান্ত করে না। কেবল বিয়ে ও স্বামীর সান্নিধ্যই এনে দিতে পারে তাদের অন্তরে অনাবিল শান্তি, এর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাদের প্রকৃত মনোবাসনা। নারীরা তখনই প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায়, যখন সে একজন সৎ ও আদর্শ স্ত্রী হতে পারে, সম্মানিত একজন মা হতে পারে এবং একটি বাড়ি ও পরিবারের পরিচালিকা হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ নারী থেকে শুরু করে রাণী, রাজকন্যা, অভিনেত্রী, বিশ্ব সুন্দরীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা। এজন্য বিয়ে হচ্ছে প্রতিটি নারীর অন্তরের সর্বোচ্চ কামনা। এটিই তাদের মনের একান্ত বাসনা। এই ফিতরাত দিয়েই তাদের মহান রব্ব তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সে যদি কোন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও হয়ে যায় তবুও তার মনের প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে একজন বউ হয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। সে মনেপ্রাণে চায় কারো অর্ধাঙ্গিনী হতে, কারো সাথে নিজের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে।

প্রিয় বোন আমার! নারীর নারীত্ব তো প্রকাশ পায় তখন, যখন শিশু বাচ্চাটি তার কাঁধে মাথা দিয়ে নির্ভার হয়ে ঘুমিয়ে যায়। কিংবা কান্নার সময় যখন সে কোলে নিয়ে "বাবু আমার! সোনা আমার! কাঁদে না, কাঁদে না" বলে বাচ্চাটিকে একবার ডানে তারপর বামে নিয়ে দোল খাওয়াতে থাকে। সদ্য স্কুল/মাদরাসা/মক্তব ফেরত বাচ্চাটি যখন বাড়ি ফিরেই লাফ দিয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপ দেয়। যখন শাসনের সুরে স্বামীর হাতে লাঞ্চবক্স ধরিয়ে দিয়ে বলে, "বাসা থেকে লাঞ্চ না নিয়ে বাইরের খাবার খেলে আমি কিন্তু আর বাসায় রান্না করবো না, দেখে নিও।" মাঝেমধ্যে যখন স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে দু'জনে জানালা দিয়ে মুগ্ধ নয়নে জোছনা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রিয় বোন আমার! নারী শুধু নিজে স্বপ্ন দেখতে জানে না, পুরো পরিবারকেই স্বপ্ন দেখাতে জানে। একজন আদর্শ নারী তথাকথিত ক্যারিয়ার গড়ার মোহে নিজের সন্তানদের শৈশবকে ধ্বংস করে না। বরং নিজের পুরো জীবন জুড়েই কাছের মানুষদের সাথে কোয়ালিটি টাইম পাস করে। ফলে তার গোটা জীবনটা না পাওয়ার আক্ষেপে শেষ হয় না, বরং স্বামী সন্তানদের গভীর ভালোবাসার অশ্রু জলে সে

হামেশাই সিক্ত হতে থাকে।

প্রিয় বোন আমার! নারীবাদীরা (Feminism-নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবী) তোমাকে বোঝাবে একটা মেয়ে পড়ালেখা করে যত বেশি বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রে সময় দিবে সে তত 'মেধাবী', স্বামী-সন্তানের 'বন্দীশালা' থেকে মুক্ত হয়ে সে তত স্বাধীন! অথচ এই মেয়েরা যে মস্তিষ্কের ওপর একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে সেটা তারা বোঝে না, সেক্যুলাররা তাদের যেভাবে ভাবাতে চায় তারা ঠিক সেভাবেই ভাবে। এটাই মানসিক দাসত্ব, যা শারীরিক দাসত্বের চেয়ে অনেক বেশি বিপদজনক। তারা নারীবাদকে ব্যবহার করে মুসলিম নারীদের ঈমান, চরিত্র, শ্লীলতা, সংসার ধ্বংস করে দিতে চায়।

প্রিয় বোন আমার!

আজ পর্যন্ত কোনো নারীবাদীকে দেখলাম না কোনো নারীর ভেঙে যাওয়া সংসার জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিংবা ভঙ্গুর পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য কাউন্সিলিং করেছে। বরং তারা এতটাই পুরুষ বিদ্বেষী যে, কোন একটা ইস্যু পেলেই পুরুষের উপর নারী নির্যাতনের ট্যাগ লাগিয়ে নারীকে উস্কে দেয় ডিভোর্স দেওয়ার জন্য কিংবা নারী নির্যাতন মামলা ঠুকে দেয়ার জন্য। এভাবে নারীবাদীরা সংসারগুলো নষ্টই করে যাচ্ছে শুধু, সংসারটাকে সুখী করার জন্য তেমন কোনো কাজ করছে না। বস্তুত, এই নারীবাদীদেরকে মেরুদণ্ড আছে এমন কোন পুরুষ বিয়ে করে না। তাই ওরা হিংসায় জ্বলে যায়। আর এমন পুরুষ বিদ্বেষী প্রোপাগাণ্ডা ছড়ায় যেন অন্য কেউ বিয়েতে উৎসাহিত না হয়।

প্রিয় বোন আমার! ওরা চায় না কোনো নারী সংসার করুক, তাদের একটা সুন্দর পরিবার হোক, তাদের বাচ্চাকাচ্চা বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতায় লালিতপালিত হোক। এজন্যই ওরা কোথাও বাল্যবিবাহ (১৮ এর কমবয়সী মেয়ে কিংবা ২১-এর কম বয়সী ছেলের মধ্যে বিয়ে) হচ্ছে শোনা মাত্র থানা-পুলিশ মাথায় করে কাঁকড়ার মত কামড়াতে চলে আসে। ওদের কাছে বাল্যপ্রেম বৈধ, বাল্যপ্রেমে অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক বৈধ, অবৈধ সম্পর্কের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হওয়া মেয়ের গর্ভপাত বৈধ, অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেওয়া বাচ্চা বনে, জঙ্গলে, ড্রেনে, ডাস্টবিনে ফেলে রাখাটাও বৈধ; কিন্তু ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের বিয়ে বৈধ নয়!

হে প্রিয় বোন আমার!

জেনে রেখো! একবার যদি কোন মেয়ের জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে এবং সমাজ যদি তা জেনে ফেলে তবে কেউ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না। এমন কি যেই পুরুষ তাকে নষ্ট করেছে সেও তাকে বিয়ে করে নিজের সংসার গড়তে রাজী হবে না। অথচ সে বিয়ের মিথ্যা ওয়াদা করে তার সতীত্ব ও সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এবং মনের বাসনা পূরণ করে কেটে পড়েছে। এমনকি ঐ পুরুষটি যখন বিয়ের মাধ্যমে কোন নারীকে ঘরে তুলতে চাইবে তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য একটি সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, ভদ্র ও পবিত্র নারীকেই খুঁজবে। কেননা সে কখনই চাইবে না যে, তার স্ত্রী হোক একজন নষ্ট নারী, তার ঘরের পরিচালিকা হোক একজন চরিত্রহীন নারী এবং তার সন্তানদের মা হোক একজন জিনাকারিনী। নিজে ফাসিক ও পাপী হয়েও সে চাইবে তার স্ত্রীটি হোক ফুলের মত পবিত্র। এমনকি যখন সে নিজের অবৈধ বাসনা পূরণ করার জন্য কোন নারী খুঁজে পাবে না, তখন সে কোন পতিতা বা ভ্রষ্টা মহিলাকে নয় বরং কোন পবিত্রা নারীকে বিয়ের মাধ্যমে নিজের স্ত্রী বানানোর সন্ধানে বের হবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি কি জান পুরুষেরা কেন তোমার কাছে আসতে চায়? কেন তোমাকে নিয়ে ভাবে? কারণ তুমি সুন্দরী এবং যুবতি। সে তোমার সৌন্দর্য্য আর যৌবনের পাগল। তাই সে তোমার চারপাশে মৌমাছির মতো ঘুরঘুর করে এবং তোমাকে নিয়েই ভাবে। এখন আমার প্রশ্ন হল, তোমার এই যৌবন ও সৌন্দর্য্য কি চিরকাল থাকবে? দুনিয়াতে কোন সৃষ্ট জিনিস কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তুমি যখন বৃদ্ধা হবে, যখন তোমার পিঠ ও কোমর বাঁকা হয়ে যাবে, দেহের সৌন্দর্য্য বিলীন হয়ে যাবে, তখন কে তোমার দায়িত্ব নিবে? তোমার পরিচর্যাই বা করবে কে? তা কি তোমার জানা আছে? যারা তোমার সেবা করবে, তারা হচ্ছে তোমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি। আর তুমি রাণীর মত সিংহাসনে বসে পরিবারের অন্যদেরকে পরিচালনা করবে। এখন তুমি চিন্তা কর, তুমি কী করবে? বিয়ের মাধ্যমে তুমি কি এক নির্মল শান্তির সংসার রচনা করবে? না ব্যভিচারীনি হয়ে ক্ষণিকের দৈহিক সুখ উপভোগ করে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিবে? স্থায়ী সুখের বিনিময়ে অস্থায়ী সুখ ক্রয় করা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে? যৌবনবতী বয়সের সামান্য অবৈধ সুখ ভোগ কি শেষকালের করুণ পরিণতির সমান হবে?! কখনোই না!!!

প্রিয় বোন আমার! আমি এ কথা বলছি না যে, তুমি এক লাফে ইসলামের প্রথম জামানার মুসলিম নারীদের মত হয়ে যাবে। এটি অসম্ভব। কারণ বর্তমানে মুসলিম নারীরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা একদিনে এক লাফে এসে পৌঁছেনি। তারা প্রথমে মাথার চুলের একাংশ খুলেছে, তারপর পুরো মাথাটাই। এরপর কাপড় ছোট করতে শুরু করেছে। এরপর ধীরে ধীরে বুকের ওড়না ফেলে দিয়েছে এভাবে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তারা জাতির পুরুষদের গাফিলতির সুযোগে বর্তমানের দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তারা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিষয়টি এমন অশ্লীলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি একটি ঘড়ির ঘন্টার কাটার দিকে তাকাও তাহলে দেখবে, সেটি নড়ছে না; বরং এক জায়গায়ই স্থির রয়েছে। তুমি যদি দুই ঘন্টা পর পুনরায় ঘড়ির কাছে ফেরত আস, তাহলে দেখবে ঘড়ির কাটাটি এখন আর আগের জায়গায় নেই। সেটি অনেক এগিয়ে গেছে। এমনিভাবে শিশু জন্মগ্রহণ করে একদিনেই তরুণ হয়ে যায় না, তরুণ এক লাফে যুবক হয়ে যায় না এবং যুবক হয়ে এক লাফে বৃদ্ধে পরিণত হয় না; বরং দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার করার মাধ্যমে সে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। এমনিভাবেই জাতির অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং ভালো থেকে মন্দ ও মন্দ থেকে ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

প্রিয় বোন আমার! অশ্লীল পত্রিকা, অশ্লীল ম্যাগাজিন, অশ্লীল সিনেমা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও ওয়েব সাইটে ফাসিক ও পাপিষ্ঠদের প্ররোচনায় গা ভাসিয়ে তুমি কতক্ষণ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে? সর্বোপরি মুসলিম নারীদেরকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামের শত্রুদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান মুসলিম নারীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যা ইসলাম ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। টিভি চ্যানেলে দেখা যায় একজন পুরুষ একজন যুবতী মেয়েকে হাত ধরে নাচাচ্ছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে, গালে গাল ও বুকে বুক লাগাচ্ছে তারা নাকি অর্থ আর খ্যাতির (!) জন্য অভিনয় হিসেবে এমনটি করছে। আচ্ছা, টিভির পর্দার সামনে কি সেই নারীর পিতা-মাতা ও সাবালক ভাই-বোন থাকে না? এ ধরণের পিতা-মাতা কি তাদের এই অভিনেত্রী মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি আদৌ মুসলিম? কোন মুসলিম কি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখাটা সহ্য করতে পারে? এই দৃশ্য কি চোখ খুলে দেখতে পারে? তারা নাকি অর্থ আর খ্যাতির (!) জন্য অভিনয় হিসেবে এমনটি করছে। আচ্ছা, টিভির পর্দার সামনে কি সেই নারীর পিতা-মাতা ও সাবালক ভাই-বোন থাকে না? এ ধরণের

পিতা-মাতা কি তাদের এই অভিনেত্রী মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি আদৌ মুসলিম? কোন মুসলিম কি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখাটা সহ্য করতে পারে? তার মেয়েকে নিয়ে একজন গায়রে মাহরাম পুরুষ খেলা করবে আর সে তা উপভোগ করবে, এটি কোন মুসলিমের জন্য শোভনীয় আর সমর্থনযোগ্য হতে পারে? ইসলাম তো দূরের কথা, খ্রিষ্টান এমনকি অগ্নিপূজকদের ধর্মও এমনটি সমর্থন করে না। তাদের ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলেই এ কথার প্রমাণ মিলবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী নারী পুরুষের চারিত্রিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, মানুষ তো দূরের কথা; পশুরাও তা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রিয় বোন আমার! তথাকথিত আধুনিক সমাজে নারীবাদীদের নিকট তুমি যদি নিজের শরীরের ভাঁজ-খাঁজ, অবয়ব জনতার হাটে মেলে ধরতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন। তুমি যদি ডজনখানেক ছেলেবন্ধু নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে পার্টি দিতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন। কিন্তু তুমি যদি 'নিজের ইচ্ছায়' সংসারে মনোযোগী হতে চাও, স্বামী-সন্তানের দেখভাল করতে চাও, তাহলেই তোমার স্বাধীনতা চলে গেল, তুমি পরাধীন হয়ে গেলে! তুমি যদি সর্টস্কার্ট, জিন্স, টপ্স পরে রাস্তায় ঢ্যাং ঢ্যাং করে হেটে বেড়াতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন, তুমি স্মার্ট, তুমি কুউল (Cool)। কিন্তু নিকাব পরে বাইরে গেলে গেলেই তুমি ব্যাকডেটেড, ক্ষ্যাত, অবরোধবাসিনী, মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার! হ্যাঁ, এগুলোই হচ্ছে নারীবাদীদের 'স্বাধীনতার' সংজ্ঞা, এগুলোই তাদের সমানাধিকারের প্রোপাগাণ্ডা!

প্রিয় বোন আমার! নারীবাদ (Feminism) নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবী হলো পুঁজিবাদীদের দাবার গুটি। সুতরাং, তারা নারীবাদীদেরকে ব্যবহার করে তাদের প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে মুসলিম নারী-পুরুষের ঈমান, চরিত্র, শ্লীলতা ধ্বংস করে দিতে চায়। তাদের কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বাধা। তাদের স্বার্থ হাসিল করতে গেলে নারীবাদের পক্ষে বিপুল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য তারা এমনসব অ্যাক্টিভিটি রান করাবে যাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারা তোমাকে ইসলামকে দেখাবে কাফেরদের লেন্স দিয়ে। তারা যেভাবে দেখাতে চায়, সেভাবে। এরপর কাফের ভার্সনের একটা মডারেট ইসলাম উপস্থাপন করবে তোমার সামনে। সেখানে ইসলামের লেবাস জড়িয়ে জাহেলিয়াত পালন করা যায়!

প্রিয় বোন আমার! এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদেরকে শয়তান পরিচালনা করে। তাদের কথা হচ্ছে, সহশিক্ষা প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে, চরিত্র সংশোধন করে এবং দেহ থেকে বাড়তি যৌন চাহিদাকে দূর করে দেয়। তাদের কুযুক্তির জবাবে বলতে চাই, মাদরাসার কথা বাদ দিন, আপনারা কি সহশিক্ষাযুক্ত স্কুল-কলেজ আর সহশিক্ষামুক্ত স্কুল-কলেজের দিকে তাকিয়ে দেখেন না? তারা ইউরোপ-আমেরিকাকে নিজেদের আদর্শের মানদণ্ড মনে করে এবং আধুনিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথ প্রদর্শক মনে করে। অথচ তারা প্রকৃত সত্যকেই উপলব্ধি করতে পারেনি! তারা যেটিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করছে, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য ও সভ্যতা নয়; ববং সেটি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার আধুনিকতা ও সভ্যতা যাকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা বলা হয়। যাদের নিকট নাচ, গান, বেহায়াপনা, উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করা, স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে সহশিক্ষার নামে ফ্রি-মিক্সিং, স্বল্পবসনা হয়ে নারীদের খেলার মাঠে নামা এবং সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে গোসল করাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদন্ড। আর প্রাচ্যের দেশ তথা মুসলিমদের মসজিদ, মাদরাসা, মক্কা, মদিনা সহ সকল ইসলামি প্রতিষ্ঠানে যে উন্নত চরিত্র, সুশিক্ষা, নারী-পুরুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের ধারণায় তা মুসলিমদের পশ্চাদমুখী হওয়ার এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ!

প্রিয় বোন আমার! ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ঘুরে আসা বা সেখানে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবারকে জানি, যারা নিজ পরিবারের নারী পুরুষদের খোলামেলা চলাফেরাতে সন্তুষ্ট নয় এবং এটি তাদেরকে মানসিক শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ তারা বিকল্পের সন্ধান করছে। ইউরোপ-আমেরিকায় এমন অসংখ্য পিতা-মাতা আছে, যারা তাদের যুবতি মেয়েদেরকে যুবক পুরুষদের সাথে চলাফেরা করতে ও মিশতে দেয় না। তারা তাদের সন্তানদেরকে সিনেমায় যেতে দেয় না। শুধু তাই নয়; তারা তাদের ঘরে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামুক্ত চ্যানেল ব্যতীত অন্য কিছু ঢুকায় না। অথচ পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলিম দাবীদারদের ঘর এগুলো থেকে মুক্ত নয়।

প্রিয় বোন আমার! আমি এ কথা বলছি না যে, তোমার গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয়রা তোমার কথা অবনত মস্তকে মেনে নিবে। আমি জানি তারা তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করবে এবং তোমাকে বোকা বলবে। কারণ তারা মনে করবে যে, তুমি তাদেরকে তোমার যৌবনের মৌবনে বিচরণ করতে দিচ্ছ না, তোমার যৌবনের

স্বাদ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছো এবং তাদেরকে ভোগের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে মানা করছো।

সুতরাং তুমি গায়রে মাহরাম পুরুষদেরকে এটা বলতে যাবে না; বরং তুমি নিজে মেনে চলার পাশাপাশি উপদেশ দিবে তোমার মুমিন-মুসলিম বোনদেরকে, মেয়েদেরকে। কেননা শয়তানের ফাঁদে পড়ে পথভ্রষ্ট বোনেরাই সমাজের ভিক্টিমে পরিণত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন এমন কাজে অগ্রসর না হয়, যার পরিণাম শুভ হয় না। যারা নারীর স্বাধীনতার গান গায়, তাদের উন্নয়নের কথা বলে, তাদেরকে সহশিক্ষা ও পর্দাহীন মেলামেশার আহবান জানায় তোমরা তাদের কথায় কান দিয়ো না। কারণ এ সমস্ত শয়তানদের অধিকাংশের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নেই। তারা কেবল তোমাদেরকে উপভোগ করতে চায়।

হে প্রিয় বোন আমার!

চোখের বা দৃষ্টির গোনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা মহান আল্লাহ তয়ালা ফরমান,

> আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।[১০]

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

> মহান আল্লাহ অভিসম্পাত দেন দৃষ্টিদানকারী (স্বেচ্ছায় দর্শনকারী) পুরুষ ও দৃষ্টিদানে সুযোগদানকারী (প্রদর্শনকারিনী) নারীর ওপর।[১১]

অর্থাৎ যেসব মেয়ে সাজগোজ করে পর্দার তোয়াক্কা না করে ঘুরে বেড়ায় এবং যারা তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়, উভয়শ্রেণী আল্লাহর অভিসম্পাতে নিপতিত।

তুমি নিশ্চয়ই আজিজে মিশরের স্ত্রী জুলায়খার নাম শুনেছো। জুলায়খা যদি ইউসুফ আলাইহিস সালামের চেহারার দিকে কামনার দৃষ্টিতে না তাকাতো, তবে সে

---

[১০] সূরা নূর : ৩১।

[১১] বায়হাকি, মিশকাত . ৩১২৫।

নিজের জৈবিক কামনার কাছে এভাবে নেতিয়ে পড়তো না এবং গোনাহের প্রতি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আহ্বানও করতো না। ক্ষণিকের লাগামহীন আচরণের কারণে পবিত্র কুরআনে তার নাম লাঞ্ছণার সাথে আলোচিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত নির্লজ্জ কাজের উদাহরণ হিসেবে তার ঘটনা প্রচার হতে থাকবে। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কত ভয়াবহ ও কত করুণ হয় কামনার দৃষ্টির লাঞ্ছনা।

প্রিয় বোন আমার!

আমাদের মাঝে অধিকাংশই বিভিন্ন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে টিভি কিংবা মোবাইল ডিভাইসে ছবি ও ভিডিও দেখতে অভ্যস্ত। আর এক্ষেত্রে দৃষ্টির গুনাহ্'র বিষয়টি গুরুত্বহীন মনে করা হয়. মনে রাখবে, ছবি ও ভিডিওতে গায়রে মাহরামকে দেখা সরাসরি দেখার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। চলতি পথের দেখা এতটা নিখুঁত ও নিবিড় হয়না, যতটা ছবি ও ভিডিও দ্বারা হয়। তোমার মোবাইলে, ট্যাবে, ল্যাপটপে, কম্পিউটারে, টিভিতে, ফ্যাশন ম্যাগাজিনে যে পুরুষদেরকে দেখে থাকো তারা নিখুঁত, পারফেক্ট। এমনকি তুমি চাইলে মিনিটের পর মিনিট, ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে এই পারফেক্ট ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারো—বাধা দেয়ারও কেউ নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন মানুষই এরকম পারফেক্ট হয় না। আর এরকম পিক্সেল বাই পিক্সেল জুম করে দেখাও যায় না। তাই, ডিজিটাল মিডিয়া আর বাস্তবতা এক নয়। সুতরাং এসব থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকাটা জরুরি। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরপুরুষের পেছনে ব্যয় করলাম, পরিণামে আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি আখিরাতে ফেরত দিলেন না। ওইদিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয় তাহলে কী অবস্থা হবে?

হারামের দিকে তাকিয়ে যে সুখ অনুভব করতে থাকে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যে সাগরের পানি পান করে তৃপ্তি পেতে চায়। তুমি কি দেখেছ তার পিপাসা নিবারিত হতে? কক্ষনো তার পিপাসা নিবারণ হয় না; বরং এতে তার পানির পিপাসা আরও বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি হারাম উপায় অবলম্বন করে, সেও নিষিদ্ধ আসক্তির চাহিদা মেটাতে পারে না। তার চাহিদা কেবল বাড়তেই থাকে!

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুর্ঘটনার শুরু হয় দৃষ্টি থেকে, যেমন লেলিহান আগুনের শুরুটা হয় একটি মাত্র ফুলকি দিয়ে। সুতরাং লজ্জাস্থানের

হিফাজতের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরী।

প্রিয় বোন আমার! দৃষ্টির হিফাজতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা। ফলে অশ্লীল চিন্তা, গুনাহের ইচ্ছা অন্তরে ইতিউতি করে না। ইবাদতে মনোযোগ আসে। প্রবৃত্তির গোলামি, শয়তানি, পাশবিক তাড়না ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচা যায় পক্ষান্তরে, কুদৃষ্টির কারণে অন্তরের প্রশান্তি চলে যায়। ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

চোখের গোনাহের অন্যতম খারাপ প্রভাব হল, এর কারণে রিজিক ও সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। জীবনে অনেক কষ্ট ও মেহনতের পরেও সফলতার মুখ দেখা হয় না। অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মানুষ মনে করে, কেউ জাদু-টোনা কিছু একটা করেছে; অথচ সে নিজের অন্তরের রোগের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে। আর অন্তরের রোগ মূলতঃ চোখের গোনাহের কারণে হয়।

কুদৃষ্টির একটি বড় বিপদ হচ্ছে, এটি আফসোস এবং অতি দীর্ঘশ্বাসের উদ্রেক করে, যখন দৃষ্টিপাতকারী চোখে এমন কিছু দেখে, যা হাসিল করতে সে সক্ষম নয়। আর তা থেকে ধৈর্য ধারণ করতেও সে অক্ষম হয়ে পড়ে।

একজন মুমিনার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে দৃষ্টির হিফাজত, তারপর লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ। একটির জন্য অপরটি অপরিহার্য। তাই দৃষ্টির লাগাম টেনে ধরতে না পারলে লজ্জাস্থানও অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণের গন্ডিতে রাখা যায় না।

মনে রাখবে, লজ্জা আর ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন লজ্জা চলে যায়, ঈমান তার পিছু নেয়।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো, এই দুনিয়ার বুকে তোমার মর্যাদাই সবার উর্ধ্বে! তুমি কারো বোন, তুমি কারো মা, তুমি কারো স্ত্রী ও তুমি কারো কন্যা। তুমি এই সমাজের অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেকের অস্তিত্বের উৎসও তুমি। যুগে যুগে তোমাদের গর্ভেই জন্মেছেন দিগ্বিজয়ী বীর, অনলবর্ষী বক্তা, যুগের রাহবার, দেশ ও জাতির কান্ডারী। এজন্য তোমার কাছে আমি আরও কিছু কথা ও আবেদন, ব্যথা ও নিবেদন, ইতিহাসের কিছু বাস্তব সত্য ঘটনা তুলে ধরতে চাই। হয়তো তা তোমার

হৃদয়কে স্পর্শ করবে। তোমার আবেগ ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যাবে।

আমরা জানি, নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। যুগে যুগে পুরুষের মাঝে যেমন আলেম, সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনের মহান দাঈগণ ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমন আলেমা ও দাঈ ছিলেন। পুরুষদের মাঝে যেমন দিনের সায়িম (রোযাদার) ও রাতের তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমনই ছিলেন, বরং কল্যাণ ও হকের প্রতিযোগিতায় নারীরা সব সময়ই পুরুষদের পাশাপাশি ছিলেন। এভাবে কত নারী যে পুরুষদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন! তাদের তুলনা তো তারাই! আল্লাহর গোলামি, দ্বীনের নুসরত ও হিফাজত, বদান্যতা ও আমলে নারীরা সবসময়ই পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন, বরং তুমি যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলাও তাহলে দেখতে পাবে, মানবেতিহাসের বৃহৎ ও মহান বহু কাজ নারীরাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম যিনি হারাম শরিফে বসবাস করেছেন, জমজমের পানি পান করেছেন সাফা-মারওয়ায় সায়ী করেছেন তিনি একজন নারী। তিনি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা হাজেরা। আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত করুন। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বীনের সাহায্যার্থে নিজের সর্বস্বকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি একজন নারী। তিনি হলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইসলামের জন্য যিনি নিজের জীবন কুরবান করে প্রথম শহিদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনিও একজন নারী। তিনি ছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরের মা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

প্রিয় বোন আমার! মনে রাখবে! মর্যাদা কোনো মানুষের দান বা অনুকম্পা নয়! আবার পুরুষ কিংবা নারী হওয়াও মর্যাদার মাপকাঠি নয়!

নিজের কর্ম আর অবদানই ব্যক্তির মর্যাদার উৎস। তাই এযুগেও যদি মর্যাদা লাভ করতে হয় তাহলে কর্মের ময়দানে তোমাকে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

মা হাজেরার ধৈর্য ও কুরবানির ইতিহাস আমরা কে না জানি! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করেছেন। বিজন মরুভূমিতে একাকী কোলের সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। তবু আল্লাহ তায়ালার প্রতি সবসময় সন্তুষ্ট থেকেছেন, শোকরগুজার করেছেন। সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ হাসি মুখে বরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে মুজাহাদার বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেছেন। এসব কাজের সওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ তায়ালার কাছে কীরূপ বিপুল ও বেনজির হবে তা কী ভাবা যায়!

তাঁর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। তাঁর সন্তানকে নবি বানিয়েছেন। এসব অসামান্য প্রাপ্তির বিপরীতে দুনিয়ার সামান্য কষ্টের কি কোনো তুলনা হয়!

কেবল একজন মা হাজেরাই নন ইতিহাসের পাতায় এমন বহু হাজেরা রয়েছেন যারা তাদের দুনিয়ার সকল সুখ-ভোগ ত্যাগ করে রবের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করেছেন। কষ্টের জীবনকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। দ্বীনদারীকে সর্বদাই দুনিয়ার ভোগের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রিয় বোন আমার! এটা কি সম্মানের জীবন নয় যে, কখনো তুমি অনুগত মেয়ে হিসেবে থাকবে, কখনো তুমি চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী'র ভূমিকা পালন করবে, কখনো তুমি মমতাময়ী মা হয়ে সন্তানকে আদর, স্নেহ দিয়ে উত্তমভাবে প্রতিপালন করবে। এরচেয়ে সম্মানজনক অবস্থান আর কী হতে পারে? এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? তবে কতো কাল আর ইসলাম সম্পর্কে গাফিল থাকবে? আর কতো সময় তুমি তোমার মহান রবের হুকুম সম্পর্কে বেখবর থাকবে?

অতএব, একবার অন্তত কল্পনার জগত ছেড়ে বাস্তব জগতের কথাগুলো ভাবো। একজন মুসলিমা হিসেবে নিজের বর্তমান অবস্থান নিয়ে অন্তত একবার চিন্তা করো। মহান রব আল্লাহকে ভয় করো। ইসলামকে আঁকড়ে ধরো। ইসলামের পথে সুন্দর জান্নাতি জীবন গড়ো।

তারুণ্য পেরিয়ে আসা বোন আমার!

তুমি কি তোমার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত?

কিংবা হায়াত কতদিন প্রলম্বিত হবে সে ব্যাপারে?

আচ্ছা তুমি কি বলতে পার ঠিক কত বৎসর যৌবনটাকে উপভোগ করতে পারবে? কিংবা অন্তত যৌবনকালটা যদি পাও সেটাও বা কবে থেকে শুরু হয়ে কবে শেষ হবে?

আচ্ছা ধরো, তোমার যৌবন কালটা বড়জোর ১৫ থেকে ৪৫ বছর! মানে গড়ে ৩০ বৎসর যৌবনসুধা উপভোগের সুযোগ তোমার জন্য থাকছে। অথচ তুমি ভাবছো,

এই তো মজা করার সময়! এই বয়সে না করলে কখন! এই বয়সে যদি ছেলেদের সাথে একটু ফ্লার্ট, একটু অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক, একটু মদ্যপান, একটু রাতের বেলা ঘোরাঘুরি, একটু মন্দ অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয়, একটু পর্ণগ্রাফিতে আসক্ত হওয়া, একটু অশ্লিল ভাষায় আনন্দ প্রকাশ, একটু অন্যকে পঁচিয়ে মজা অনুভব, একটু নাচ-গান-উল্লাস না করতে পারি তো কোন বয়সে করবো?

ভাবছো লোকে বলবে, এই বয়সে, এতো ছোট বয়সে পর্দা করা জরুরি না! বিয়ে হোক, বাচ্চাহোক, বয়স হোক, নাতি-নাতনি হোক তখন বোরকা ধরবো, পর্দা করবো' এখনই এরকম ভূতের মতো সেজে পর্দা করলে জীবনটা নিরসই কেটে যাবে। আর মানুষই বা কি বলবে! কোন স্মার্ট ছেলে তোমাকে বিয়ে করবে না, বুঝলে? এখনও সময় আছে এসব বাদ দিয়ে মর্ডান হও!

ভাবছো লোকে বলবে, এই বয়সে মেয়েরা সুন্দর রঙবেরঙের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াবে, তাদের কতই না সুন্দর দেখাবে! এতো সুন্দর গোলাপ কলির মতো চেহারা দেখে ছেলেরা প্রস্তাব পাঠাতে পাঠাতে ক্লান্ত হয়ে যাবে! কতই না গর্বের বিষয়! আর তুমি কি-না হিজাব নিকাবে নিজের সৌন্দর্য ঢেকে বাইরে বের হচ্ছো!

তুমি কি ভাবছো, যৌবনকাল আর বৃদ্ধকালের হিসাব আলাদাভাবে নেওয়া হবে? বৃদ্ধ বয়সে যখন শারীরিক চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যাবে, জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে তখনই আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে! আর টগবগে যৌবন থাকাকালীন জেনে বুঝে পাপের বোঝা ভারী করেই চলবে? অতঃপর মৃত্যুর গড়গড়ানি শুরু হলে তাওবা করবে! জান্নাতে যাওয়া কি এতই সহজ? সম্মানিত নবি ও রাসুলগণ, সাহাবিগণ এবং অগণিত সালিহ বান্দাগণ, যাদেরকে মহান রব আল্লাহ হিদায়াত করেছেন, পুরস্কৃত করেছেন, তারা অনেক পরীক্ষার পর, অনেক শারীরিক মানসিক কষ্ট-যাতনা সহ্য করার পর জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তারা আল্লাহর জন্য কত কত মেহনত করেও আশা, ভয়ে ও শঙ্কায় পেরেশান হয়ে যেতেন, জান্নাত লাভ হবে কি-না?

আর তুমি গোনাহ করতে করতে আকাশ সমান বানিয়ে ফেলছ আর বলেই যাচ্ছ, আরও কিছুটা সময় যাক তারপর তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসবো! বয়সটা আরেকটু বাড়ুক কিংবা বিয়েটা হোক তারপর পর্দা করবো! একেবারে হজ করে সব ছেড়ে ছুড়ে পাকা মুসলমান হয়ে যাবো!

ইয়ালিল্লাহ! তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, তুমি সামনের আরও কিছুটা সময়

পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? অথচ সত্য এই যে, আমরা কেউই জানি না কখন আমরা মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা)-এর মুখোমুখি হবো! তাহলে?

এই বয়স, ঐ বয়স বলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ছুড়ে ফেলে জাহিলিয়াতে মজে থাকাটা শুধুই নিজের সাথে ধোঁকাবাজি! আর দুনিয়ার মোহে পড়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ানোর সাথে আবার এমন ধারণা করা যে, একদিন তো জান্নাতে যাবোই! তুমি হয়তো জান না কিংবা কখনো লক্ষ্য করে দেখনি যে, এমন অনেক লোক আজকে কবরবাসী হয়ে গেছে যারা আগামীকাল থেকে গোনাহ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো! কিন্তু হায়াতের সীমাবদ্ধতায় তার আর গোনাহ থেকে তাওবা করার সুযোগ হয়নি! এটাই বাস্তবতা।

হে আমার স্নেহের বোন! তুমি দুনিয়া উপভোগ করা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেলে!

তুমি কি অন্ধকার কবরের কথা ভুলে গিয়েছ?

তুমি কি জাহান্নামের আজাবের কথা ভুলে গিয়েছ?

কবরে কি সবাই বৃদ্ধ হয়েই গিয়েছে নাকি তোমার মতো অসংখ্য তরুন-তরুণী, কিশোর-কিশোরী ভাই বোনও আজ কবরস্থ?

বিশ্বাস করো, একদিন ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকার কবরে তোমাকেও একাকী যেতে হবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি শুধুই লাশ! আর কোন বিশেষ পরিচয় তোমার নয়!

কবরের এক একটি রাত তুমি কীভাবে কাটাবে ভেবেছ কি?

তোমার সাথে মহান রবের নিযুক্ত ফেরেশতারা কেমন আচরণ করবে, ভেবে দেখেছ কি?

তুমি জীবিত থাকা অবস্থায়ই এসব নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ। কারণ মৃত্যুর পর তোমার সাজানো গোছানো রুম, টেবিলের পাশে রাখা ফুলদানি, হাজারো স্মৃতি বিজড়িত ডায়েরির পাতা সবই দুনিয়ায় পড়ে থাকবে! থাকবে না শুধু তুমি।

তুমি হয়তো অনুধাবনই করতে পারছো না ইসলামে যৌবনকালের ইবাদাত-বন্দেগির গুরুত্ব কতটা! এ সময়ের ইবাদাত যে রবের কারিমের নিকট

কতটা প্রিয়, তা উঠে এসেছে আল্লাহর প্রিয়তম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনায়,

> যেদিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হলো সেই সব যুবক-যুবতি; যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে।[১২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সব যুবক-যুবতি; যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্য দিয়ে।[১৩]

জেনে রাখ, এমন বেপরোয়া জীবন যারা যাপন করছে তাদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক নিদর্শন ও হুঁশিয়ারি। এমন আজাব অপেক্ষমান রয়েছে যা দুনিয়ায় কল্পনাও করা যায় না। দুনিয়ার সামান্য রোদ-বৃষ্টি-ঠান্ডা যে শরীরে সহ্য হয় না, জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব সে শরীরে কেমনে সহ্য করবো আমরা?! তাই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া জরুরী। তাওবা করাটা সবচেয়ে বেশী জরুরী, অবশ্যই তাওবাতান নাসুহা!

কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

> হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তাওবা (তাওবাতান নাসুহা)। সম্ভবতঃ তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেইদিন আল্লাহ তায়ালা নবি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নুর তাদের সম্মুখে ও ডানপার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে, তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের নুরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

---

[১২] সহিহ বুখারি : ৬৮০৬। মিশকাত : ৭০১।
[১৩] সহিহ বুখারি, ই.ফা.বা, : ৬২৭,

নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[১৪]

মহান রব আমাদের তারুণ্যের অদম্য উচ্ছ্বাসকে তাঁর ভালোবাসায় পরিণত করে দিন। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে জাহিলিয়াতের হাতছানি উপেক্ষা করে যৌবনের দুরন্ত ঘোড়াকে সিরাতে মুস্তাকিমে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ দিন। আর হাশরের ময়দানে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যুবক-যুবতিদের দলে শামিল হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

বিয়ের জন্য স্বামী নির্বাচনে সচেতন হও। কারণ তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে জীবনসঙ্গী গ্রহণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যমতে ঈমানদারের জন্য বিয়ে হচ্ছে তার দ্বীনের অর্ধেক। সুতরাং স্বামী নির্বাচনে অসচেতন হলে তোমার অর্ধেক দ্বীন হারিয়ে ফেলবে। বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম দাবীদার অভিভাবকই মেয়ের বিয়ের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে "সোনার আংটি বাঁকাও ভালো" নীতি অবলম্বন করে চলছেন। অর্থ, বিত্ত আর সম্পদকে পাত্র নির্বাচনে যোগ্যতার প্রধান মানদণ্ড নির্ধারণ করায় পাত্রের পোশাকি চরিত্রের আড়ালে প্রকৃত দ্বীনদারী উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে প্রায়শ একজন মুসলিমা অভিভাবকদের সামাজিক মানদণ্ডে যোগ্য বিবেচিত পাত্রকে বিয়ের পর প্রচণ্ড আশাহত হয় এবং পারিবারিক জীবনটা ডানাভাঙ্গা পাখির ন্যায় অবর্ণনীয় কষ্টে অতিবাহিত করে।

এজন্য হে প্রিয় বোন! তুমিসহ তোমার অভিভাবকদের জন্য কল্যাণকর হবে বিয়ের পাত্র নির্বাচনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা। তোমার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণযোগ্য স্বামী নির্বাচনের সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

> যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারীতে তোমরা (অভিভাবক ও পাত্রী) সন্তুষ্ট হবে। তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে তা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং

[১৪] সূরা আত-তাহরিম : ৮।

ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে।[১৫]

যোগ্য পাত্রের মানদণ্ড প্রধানত তিনটি-

১. দ্বীনদার ২. চরিত্রবান ৩. আকলসম্পন্ন।

সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যখন কোনো ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে, তখন পাত্রী ওই ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। দুনিয়ায় সৌভাগ্যময় পবিত্র ও উত্তম জীবন যাপনে এবং পরকালের উত্তম পরিণতি উল্লেখিত মানদণ্ডের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উক্ত তিনটি বিষয় একাধিক পাত্রের মাঝে পাওয়া গেলে পরবর্তী গণ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদ ও আভিজাত্য।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাত্র দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়া। কারণ দ্বীনদার ও চরিত্রবান লোকের কাছে নারী কোন কিছু হারাবে না। যদি সে ব্যক্তি তার সাথে সংসার করে তাহলে সদ্ভাবে সংসার করবে। আর তাকে ছেড়ে (তালাক) দিলেও ইহসানের সাথে ছেড়ে দিবে। তাছাড়া দ্বীনদার ও চরিত্রবান ব্যক্তি নারীর জন্যও তার সন্তানসন্ততিদের জন্য বরকতময় হবেন। সন্তানেরা তার থেকে আখলাক ও দ্বীনদারী শিখবে। কোন ব্যক্তির মাঝে যদি দ্বীনের বুঝ না থাকে, সৎ চরিত্রবান না হয়, বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন না হয় তবে ওই ব্যক্তি তার দ্বীনদার স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। যখনই স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তখন দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য পাত্রের মাঝে যদি উল্লিখিত গুণগুলো না থাকে তাহলে নারীর উচিত এমন পাত্র থেকে দূরে থাকা।

বিশেষতঃ কিছু কিছু পুরুষ আছে যারা সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাতের আমলে অভ্যস্ত হলেও মানুষের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাজনীতির সমর্থক, এদের থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ প্রকৃতপক্ষে এরা এক প্রকার শির্কে (রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শির্ক) লিপ্ত। আবার কিছু পুরুষ আছে নিয়মিত সালাত ও সিয়াম আদায় করলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েম হোক তা চায় না এবং দ্বীনদার মুসলিমদেরকে মৌলবাদী, ব্যাকডেটেড বলে গালি দেয়। এদের থেকেও দূরে থাকতে হবে। কারণ আকিদাগতভাবে এরা সুস্পষ্ট ইসলামের বাইরে অবস্থান করছে। আবার যারা বেপর্দা চলাফেরায় অভ্যস্ত, সালাত-সিয়াম আদায়ের ব্যাপারে

---

[১৫] সুনানে তিরমিযি : ১০৮৪, ১০৮৫; ইবনে মাজাহ, ই.ফা, হা : ১৯৬৭।

গাফিল কিংবা গান-বাজনা শোনা, নাটক-সিনেমা দেখার মতো ফাহেশা কাজের সাথে জড়িত, শরিয়ার দৃষ্টিতে এরা প্রকাশ্য কবিরা গোনাহকারী। এদের থেকেও আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবো।

আর মুসলিম দাবী করার পরও যারা মোটেই সালাত আদায় করে না তারা কাফিরের ন্যায় (নিশ্চিতভাবে ফাসিক ও কবিরা গুনাহগার, ক্ষেত্রবিশেষে মুরতাদ)[১৬]। তাই মুমিন নারীদের উচিত হবে সালাত পরিত্যাগকারীর সাথে বিবাহ

---

[১৬] টীকা : সম্মানিত ইমামগণের মাঝে সালাত ত্যাগকারীর বিধান নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মত ব্যক্ত করেছেন। সালাত ত্যাগকারীকে তারা কাফির, মুরতাদ ও ফাসিক সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য তাদের এক জনের মতের উপর আরেকজনের মতকে প্রাধান্য দিয়ে বিচার বিশ্লেষনে না গিয়ে আমরা যদি কুরআন ও সহিহ সুন্নাহতে সালাত আদায় সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো—সালাত কুরআন ও সুন্নাহ্'র দলিলে এমন এক হুকুম যে, মানুষ অবস্থা ব্যতীত কোন শর্তের কারণেই সালাত ত্যাগ করা যায় না। আবার কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোথাও বর্ণিত হয় নি যে, "সালাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়" কিংবা "সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মু'মিন"! এমনকি কোন সম্মানিত ইমাম হতে "সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি অন্য আমলের কারণে ভালো মুসলিম" এমন সিদ্ধান্তও আসেনি। মোটকথা সালাত পরিত্যাগকারীর পক্ষে কুরআন, হাদিস কিংবা কোন ইমামের ফাতাওয়া হতেই ইতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সম্মানিত ইমাম তৎপরবর্তী আলেমগণের বিভিন্ন ফাতাওয়া হতে পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে সারসংক্ষেপ যা পাওয়া যায় তা হলো—

মুসলিম দাবীদারদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের ও ইসলামের ফরয বিধান ত্যাগকারী মুরতাদ। তার উপর মুরতাদের শরয়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে। আর যদি মুসলিম দাবীদারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে, কিন্তু অলসতাবশতঃ সালাত ত্যাগ করে তাহলে সে ব্যক্তি ফাসিক ও কবিরা গুনাহগার। এমন গোনাহের কারণে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। তবে তাকে ইসলামি হুকুমতের পক্ষ থেকে তওবা করার আহ্বান জানানো হবে। সে এ আহ্বানে সাড়া দিলে, আলহামদুলিল্লাহ। আর সাড়া না দিলে তাকে সালাত বর্জনের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে সে শাস্তির ধরণ কিরূপ হবে তা নিয়েই মূলতঃ সম্মানিত ইমামগণ ও তাদের অনুসারী আলেমগণের মাঝে ইখতিলাফ চলে আসছে।

বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া এবং এমন ব্যক্তির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা।

সালাত আদায় না করা বা পরিত্যাগকারীদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কিছু ভাষ্য:

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

অতএব যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সালাত পড়তে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে দ্বীনের দিক দিয়ে তারা তোমাদের ভাই হয়ে যাবে; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি। (সুরা আত তাওবাহ : ১১)

আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক আল-উকাইলী রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী সালাত ব্যাতিত অন্য কোন আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফুরী কাজ বলে মনে করতেন না। (সুনানে তিরমিযি : ২৬২২, সহিহুত তারগীব : ১/২২৭ ৫৬৪)

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন (মুমিন) বান্দা এবং কুফর এর মাঝে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা। (সহিহ মুসলিম : ১৪৯, ইবনে মাজাহ : ১০৭৮, সুনানে তিরমিযি : ২৬১৯, ২৬২০)

বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের মাঝে ও মুনাফিক ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু হল সালাত। অতএব, যে সালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল। (সুনানে তিরমিযি : ২৬২১, সুনানে নাসায়ি : ৪৬৪, ও ইবনে মাজাহ : ১০৭৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নিবেন তা হচ্ছে সালাত। (সুনানে তিরমিযি : ৪১৩)

সুতরাং এই সালাত পরিত্যাগকারী বান্দা, যে কিনা নগণ্য গোলাম-দাস হয়েও নিজ মালিকের প্রতি সিজদাবনত হতে গাফেল থাকে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার ফায়সালা আমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জিম্মাদারীতে ন্যাস্ত করছি। (প্রয়োজনবোধে যেকোন মাযহাবের আলেমগণের নিকট হতে সালাত পরিত্যাগকারী বিধান বিস্তারিত জেনে নেয়া যেতে পারে।)

সারকথা হল, পাত্র নির্বাচনে একজন নারী পাত্রের চরিত্র ও দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিবে। আভিজাত্য যদি পাওয়া যায় তাহলে তো আরো ভালো। কিন্তু যদি কুফু বা সমস্তরের পাত্র পাওয়া যায় তাহলে সেটাই সবচেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় সকল নারী ও তার অভিভাবকদেরকে বিয়ের পাত্র নির্বাচনে সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

বিয়ে হচ্ছে না? মনমতো প্রস্তাব আসছে না? বর্তমান সময়ে আলোচিত কিছু সমস্যার মধ্যে একটা কমন বিষয় হচ্ছে বিয়ে বন্ধ বা বিয়ে না হওয়া। বেশিরভাগ বোনেরই একটা কমন অভিযোগ:

> আমার বয়স এত হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। আগে প্রস্তাব যাও আসতো এখন তাও আসে না।

> আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু কথা আগায় না।
> আল্লাহর কাছে এতো চাচ্ছি আর আমল করছি তবুও বিয়ে হচ্ছে না।
> একজনকে খুব ভালো লাগে। তাকে কাছে পাওয়ার আমল দেন প্লিজ
> বিয়ে হওয়ার জন্য কোন আমল আছে কি?

প্রিয় বোন আমার! উল্লিখিত বিষয়গুলোতে আমি কোন পরামর্শ দেয়ার পূর্বে বলতে চাই, তাড়াহুড়া করার প্রবণতা এবং ধৈর্যহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদেরকে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে। এমন অনেক বিষয় আছে যেটা হয়ত এই মুহূর্তে তোমার কাছে উপকারী মনে হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো গায়েব জানেন; তিনি জানেন তোমার পছন্দের বিষয়টি তোমার জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তায়ালা তোমার চাওয়া বস্তু তোমাকে দেননি, বরং তোমাকে দিয়েছেন এর চেয়েও উত্তম কিছু। কিন্তু তুমি তা উপলব্ধি করতে পারো না। অথচ তুমি চিন্তাও করলে না যে, কেন আল্লাহ দিচ্ছেন না? বিষয়টিতে আদৌ আল্লাহ রাজিখুশি আছেন কি-না? উপরন্তু তুমি ভিন্ন (অবৈধ) পথ বেছে নিয়ে জোর পূর্বক তা আদায় করেই ছাড়লে। ফলাফল- তুমি এতোটাই কষ্ট পাচ্ছো যে, তোমার বর্তমান হালতের কষ্ট থেকে পূর্বের কষ্টটা নিতান্তই কম ছিল। মূলকথা হলো, আল্লাহ যে হালতেই আমাদের রাখেন না কেন, আসলে তা-ই আমাদের জন্য কল্যাণ ও শান্তির।

এবার উল্লিখিত বিষয়গুলোতে আমি যে পরামর্শ দিতে চাই তা হলো-

প্রথমত: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেক বোনই পড়ালেখা শেষ করে কিছু একটা করবে এই আশায় সময়মত বিয়ে করে না। বয়স তিরিশের কোঠা পেরিয়ে যায় খুব সহজে। যার ফলে পরবর্তীতে আর তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র খোঁজে পাওয়া যায় না আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, এখানে সঠিক সময়ে মেয়ে বিয়ে দেয়াকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। অন্যদিকে বাবা-মা ও তাদের মেয়েকে স্বাবলম্বী করার জন্য পড়ালেখা করাতে করাতে মেয়ের বয়সের কথাটা ভুলেই যান। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, লেখাপড়া শেষে বয়স তো বেড়েই যায় কিন্তু চাকুরী করা বা স্বাবলম্বী হওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না। ওদিকে বয়সের কারণে যৌবনের লাবণ্যতা হারানো মেয়েকে যুবক ছেলেরা বিয়েও করতে চায় না। বর্তমান চাহিদায় ১৮-২২ হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত ও সঠিক বয়স। তাই সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে একটু ভোগান্তি তো পোহাতেই হবে! সুতরাং হতাশ না হয়ে বেশি বেশি ইস্তিগফার আর দুআ করতে থাকো।

দ্বিতীয়ত: বর্তমান সময়ে শির্ক, কুফর মহামারি আকার ধারণ করেছে। এগুলো এত সহজলভ্য হয়ে গেছে যে, ভাত রান্না করার চেয়েও কুফরি করা সহজ! (নাউজুবিল্লাহ)। তাই অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে জাদু-টোনা করে বিয়ে বন্ধ করা অস্বাভাবিক কিছু না. তবে এসব নিয়ে ভয় পেলে চলবে না। কারণ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। যথাযথভাবে মাসনুন আজকার ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করে দুআ করতে হবে। রুকইয়া করলেও উপকার পাওয়া যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। (জাদু-টোনার বাস্তবিক অবস্থা, এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুন্নাহসম্মত পন্থা জানতে 'জাদুর বাস্তবতা' বইটি পড়া যেতে পারে।) আর জাদু কাটতে কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করবে তোমার নিয়ত, ইয়াকিন আর আমলের উপর। তবে হ্যাঁ, এর জন্য কোন ভণ্ড ফকির বা কবিরাজের কাছে যাওয়া যাবে না। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কুফরি কালাম দিয়ে কুফুরি কাটে। যা ঈমান নষ্টের অন্যতম কারণ। তাই জেনেশুনে নিজের ঈমান নষ্ট করা যাবে না। আরেকটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, জাদু-টোনার সমস্যা না থাকলেও তোমাদের অনেকে দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য কবিরাজের শরণাপন্ন হও। এসব ক্ষেত্রে তারা আমল হিসেবে কিছু অনৈসলামিক কাজ বা তাবিজ ধরিয়ে দেয়। যা কোনভাবেই শরিয়া সম্মত নয়। তাই আবারো বলছি, জেনেশুনে নিজের ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলো না! যে সময়টা তোমার বিয়ের জন্য উপযুক্ত, তা আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই নির্ধারণ করে

রেখেছেন। এখন শুধু দরকার একটু ধৈর্য আর দুআ।

তৃতীয়ত: কথা হচ্ছে, আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতিত কোন কিছুই ঘটে না। আর তিনি সকল কিছু আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন বা করবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তোমার উপর আল্লাহর রহমত নেই। তুমি অনেক কষ্টে আছো। নিজের জীবনে কোন ভালো কিছু চোখেই পড়ছে না হতাশায় ভুগছ, কেন এমন হলো! পরবর্তীতে দেখবে যে ঐ না পাওনাটাই তোমার জন্য কল্যাণকর ছিলো।

আর যদি দুনিয়াতে এমন কিছু তোমার জন্য না ঘটে, তাহলে বুঝে নিবে রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য আখিরাতে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান রেখেছেন। সুতরাং হতাশ হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। দেখবে মহান রব সবকিছু সহজ করে দিয়েছেন। এতো গেলো ইয়াকিনের কথা। এবার বলি আমলের কথা। যেকোনো আমল, দুআ কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে চলমান ও পূর্বেকৃত গোনাহের জন্য ইস্তিগফার করা। অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা গোনাহও করছি সাথে সাথে আমলও করছি। তাহলে আমাদের আমল কাজে লাগবে কীভাবে? আবার তুমি ফরজ ইবাদত বাদ দিয়ে শুধু নফল ইবাদত করছো, আর অনুযোগ করে বলছো, এতো চাইছি, দুআয় কান্নাকাটি করছি, তাও হচ্ছে না। একটু ভেবে দেখতো, সত্যিই কি তুমি চাওয়ার যোগ্য হয়েছো? অনেকে বলে আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, তাহাজ্জুদও পড়ি। আর কী করবো? তাদের বলবো, বোনরে বেশি কিছু না, তুমি লাইব্রেরী থেকে একটা "ফিকহুন নিসা" কিনে ফেল। এরপর মিলিয়ে দেখো তোমার কী কী করা উচিত, আর তুমি কী কী করছো! তুমি হয়তো সালাত কাজা করছো না কিন্তু পর্দা সম্পর্কে গাফিল। অথচ "**পর্দা হচ্ছে সার্বক্ষণিক ফরজ, যে ফরজের কোন কাজা নেই**"। এবার নিজেকে প্রশ্ন করো, তুমি সত্যিই কি আল্লাহকে ডাকার যোগ্য হয়ে ডাকছো?

চতুর্থত: বিয়ের জন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে না চাওয়াটাই উত্তম। কারণ আমাদের জন্য কে উত্তম তা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

> তোমরা এমন অনেক কিছুকে অপছন্দ করো, অথচ সেটা তোমার জন্য ভালো। আবার অনেক কিছুকে তোমরা পছন্দ করো, অথচ সেটা

তোমাদের জন্য খারাপ।[১৭]

তবে আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আমল করে যাওয়া।

পঞ্চমত: আলহামদুলিল্লাহ! বিয়ের জন্য কিছু পরীক্ষিত আমল ও অজিফা আছে। তদনুযায়ী আমল করলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

› পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করার সাথে সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দুআ করতে থাকা।

› বেশি বেশি ইস্তিগফার করো। কারণ **ইস্তিগফার হচ্ছে এমন এক আমল যার অসিলায় আল্লাহ তায়ালা রিজিক, ধন-সম্পদ, বিয়ে, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতিতে বরকত দান করেন।** ইস্তিগফারের মধ্যে সহজ ইস্তিগফার হলো:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি।[১৮]

➤ সুরা আল কাসাসের ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত নিম্নোক্ত দুআটি বেশি বেশি পাঠ করবে। উঠা-বসা, চলা-ফেরা যেকোনো সময়েই পড়তে পারো।

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাজিল করবেন আমি সেটারই মুখাপেক্ষী।

➤ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সুরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত পাঠ করবে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

[১৭] সুরা বাকারা : ২১৬।

[১৮] সহিহ বুখারি : ৬৩০৭।

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।[১]

এই আমলগুলোর প্রভাব আমি নিজে দেখেছি। তাই সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে আমলগুলো করতে থাকো। অসীম দাতা ও দয়ালু মহান রবের প্রতি ভরসা রাখো। হতাশ হয়ো না। কল্যাণ তোমাকে স্পর্শ করবেই।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি যদি সদ্য বিবাহিতা হয়ে থাকো, তবে তোমার জন্য নাসিহা।

যেখানে তুমি জন্মেছিলে যে বাসস্থানে তুমি লালিত-পালিত হয়েছো। সে বাড়ি ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে যাচ্ছো। আর যাচ্ছো এমন এক পরিবেশে যার সঙ্গে তুমি মোটেও পরিচিত নও। মিলিত হবে এমন সঙ্গীদের সঙ্গে যাদের তুমি চেনো না অতএব তুমি তোমার স্বামীর বন্ধু হয়ে যাও। সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। আর যদি তুমি তার জন্য ১০টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করো, তবে সে তোমার জন্য সঞ্চিত সম্পদ হয়ে যাবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর সঙ্গে থাকবে অল্পে তুষ্টির সঙ্গে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : জীবন যাপন করবে ইসলামসম্মত আনুগত্য ও মান্যতার ভেতর দিয়ে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : শরীরে স্বামীর নজরে পড়ার জায়গাগুলো আকর্ষণীয় করে রাখবে। তার দু চোখ যেন তোমার অরুচিকর কিছুর প্রতি না পড়ে।

---

[১] টীকা: শেষ দু'টি দু'আর আমল মূলতঃ অনেকের দ্বারা পরীক্ষিত কার্যকর আমল। যদিও বিয়ের জন্য এই আমল দু'টির কথা কুরআন ও সুন্নাহ'য় সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, তথাপিও কুরআনে বর্ণিত দু'আ হওয়ার কারণে এরকম দু'আ পাঠ করা অবশ্যই বান্দার জন্য বরকতের কারণ। তাই মহান আল্লাহ চাইলে এই দু'আর বরকতে বান্দার নেক মাকসাদ পূরণ করে দিতে পারেন। কিন্তু এই দু'আগুলো পড়লেই বিয়ে হয়ে যাবে কিংবা বিয়ের জন্য এই দু'আগুলো পড়াই সুন্নাহ; এমনটি মনে করা যাবে না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : সুবাস ছাড়া তোমার দেহে কোনো দুর্গন্ধ যেন সে না পায়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য . তার ঘুমের সময় নীরব থাকবে। কারণ ঘুম থেকে কেঁপে ওঠা মানুষকে ক্ষিপ্ত করে দেয়।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : স্বামীর ক্ষুধা ও খাবারের দিকে বিশেষ নজর রাখবে। কারণ, ক্ষুধার তাপ মানুষকে রাগান্বিত করে দেয়।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর ঘর ও সম্পদের যত্ন নেবে এবং সুরক্ষিত রাখবে।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর পরিবারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

নবম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর দোষ তালাশ করবে না। তার কোনো দোষ প্রকাশ করলে তো তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করায় অনিরাপদ হয়ে গেলে।

দশম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর বিষন্নতায় ভুলেও আনন্দ প্রকাশ করবে না। আবার আনন্দের সময় বিষন্নতা প্রকাশ করবেনা। কারণ, প্রথমটি মনে হবে অবহেলা আর দ্বিতীয়টি হবে বিরক্তির কারণ।

সর্বোপরি, পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়ে তার সন্তুষ্টিকে তোমার সন্তুষ্টির ওপর এবং তার চাওয়াকে তোমার চাওয়ার ওপর অগ্রাধিকার দিবে। মহান রব তোমার সার্বিক কল্যাণ করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য আরও কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ নাসিহা।

সুখী দাম্পত্য জীবন গড়তে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বহু বোনকে আমি নাসিহা করেছি। যে নাসিহাগুলোর অনুশীলন করলে তুমিও নিজেকে একজন দায়িত্বশীল সফল স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এমন কাজ করবে না

স্বামীর অগোচরে এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। বিশেষ করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে চলবে। আত্মীয়তার অজুহাতে, বন্ধুত্বের

অজুহাতে, সহমর্মিতা দেখানোর ছলনায় অন্য পুরুষ হয়ত তোমার সাথে কারণে-অকারণে কথা বলতে চাইবে, কাছে আসতে চাইবে, অন্যায় সুযোগ নিতে চাইবে, কিন্তু বোন তুমি স্বামীর অবর্তমানে এমন কিছুই করবে না, যা তার উপস্থিতিতে করতে না। স্বামী যেখানে যাওয়া, যাদের সাথে চলা, কথা বলা পছন্দ করে না, একান্ত প্রয়োজন না হলে সেসব এড়িয়ে চলবে। মনে রাখবে তোমার ইগোর (অহমিকা-অহংকার) চেয়ে দুজনের স্বাভাবিক নিরাপত্তাপূর্ণ সম্পর্ক যথেষ্ট মূল্যবান।

স্বামীর ছোটখাটো দোষ উপেক্ষা করো

মেয়েদের মধ্যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এমন বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা চাইলে যেকোনো বিষয়েরই খুঁত খোঁজে বের করতে পারে। একজন মেয়ের স্বামী যতই তার সাথে ভালো আচরণ করুক না কেন, সে চাইলেই তার দোষ ধরতে পারবে—এই গুণ তার আছে। কিন্তু, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম এই কাজটিই মেয়েদেরকে করতে নিষেধ করছেন। তাই একজন স্ত্রীর সব চাইতে বড় গুণ হলো স্বামীর ছোটখাটো দোষ এড়িয়ে যাওয়া, দেখেও না দেখার ভান করা, ভুলে যাওয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করা। তুমি যদি তার মধ্যে এমন কোনো দোষ দেখো যা তোমার জন্য বিরক্তি উদ্রেক করে, তবে তখন তুমি তার এমন কোন গুণের কথা স্মরণ কর যার জন্য তুমি তাকে ভালোবাসো। তবে স্বামীর কোন দোষ যদি একান্তই সহ্য করার মতো না হয়, তবে তাকে কটাক্ষ না করে উপযুক্ত ও সুবিধাজনক সময়ে বুঝিয়ে বলো, সংশোধনের জন্য অনুরোধ করো।

স্বামীর অবর্তমানে তার দোষের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না

স্বামীর অবর্তমানে মেয়েরা তার সম্মান রক্ষা করবে। তার দোষের কথা তৃতীয় কোন মানুষের নিকট প্রকাশ করবে না এবং অন্যের সামনে স্বামীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। স্বামী-স্ত্রী হচ্ছে একে অপরের পোশাক সুতরাং নিজ পোশাকের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্যের সামনে তুলে ধরে নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করার মতো বোকামি করবে না। আবার তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে স্বামীর নিন্দা শোনায় আগ্রহী হওয়া মোটেই উচিত নয়—কারণ এতে তোমার নৈতিক অধঃপতন ঘটতে পারে।

স্বামীকে বাইরের কলুষতা থেকে রক্ষা করো

পাঁজর যেমন হৃদপিণ্ডকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, একজন ভালো স্ত্রীও তেমন তার স্বামীকে বাইরের কলুষতা থেকে রক্ষা করে। তোমার অবর্তমানে স্বামী কখন কোথায় যাচ্ছে তার সবটা কিন্তু তুমি জানো না। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো—যাদের সে দেখতে পাচ্ছে না তাদের থেকেও স্বামীকে রক্ষা করা। শয়তান পরনারীকে ছেলেদের চোখে সুন্দর করে দেখায়। কাজেই, একজন স্ত্রীর দায়িত্ব হলো তার স্বামী যাতে শয়তানের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হয় সেজন্য তাকে সাহায্য করা। এজন্য স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সাজগোজ করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকো। আর যখন স্বামী বুঝতে পারবে তার স্ত্রী তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন সে তার প্রতি আরো বেশি ভালোবাসা ও আকর্ষণবোধ করবে। আর যখন স্বামী দেখে যে, স্ত্রী তার জন্য নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে না তখন ক্রমেই সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হারাতে থাকে। কারণ স্ত্রীর অপরিচ্ছন্নতার সুযোগে শয়তান এসে স্বামীর অন্তরের মাঝে রেকর্ড বাজাতে থাকে—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সে তোমাকে ভালোবাসে না!

স্বামীকে সম্মান করো এবং তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করো

স্বামী দরিদ্র, অস্বচ্ছল কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসবে, সম্মান করবে ও তার মতামত অনুসারে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক (মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশিত হারাম কাজ ছাড়া)। তবে, স্বামীকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, স্বামী কোন অন্যায়-অত্যাচার করলেও তা স্ত্রীকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। সম্মান করার অর্থ এটাও নয় যে, স্ত্রী তার স্বামীর সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। বরং, স্ত্রী স্বামীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেই পারে, প্রয়োজনে যুক্তিসহকারে নিজের মতকে তুলে ধরবে, পরামর্শ দিবে; কিন্তু সবই করতে হবে সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে, কটাক্ষ বা তাচ্ছিল্যের সাথে নয়। যেকোনো অবস্থায় স্বামীকে কোন গোনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বোপরি দাম্পত্য জীবনে তৃতীয়পক্ষ নয় স্বামীর সিদ্ধান্তকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করা থেকে বিরত থাকো

সংসারের খরচপত্রের যথাযথ হিসেব রাখা প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে তাকে মানসিক চাপে ফেলা উচিত নয়। স্বামীর আয়ের অর্থেই সন্তুষ্ট থাকো এবং আয় বুঝে ব্যয় করো। কারণ তোমার চাপাচাপির কারণে সে অবৈধ উৎস থেকে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হতে পারে। আর প্রতিটা অবৈধ অর্থেই থাকে কোন না কোন মানুষের অন্তরের দীর্ঘশ্বাস আর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অসন্তুষ্টি। সুতরাং আল্লাহর অসন্তোষ আর মানুষের অভিশাপ নিয়ে সুখী থাকার চেষ্টা করাটা কতটুকু ফলপ্রদ একটু ভেবে দেখো! বরং স্বামীর স্বল্প আয়ের ওপর নিজেদের চাহিদা ও ব্যয়ের ব্যালেন্সড ছক তৈরী করো যা থেকে সর্বোচ্চ মানসিক প্রশান্তি বেড়িয়ে আসে।

যৌথ পরিবার হলে সবার সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো

অনেক মেয়েই যৌথ পরিবার পছন্দ করে না। তবে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিয়ের পর যৌথ পরিবারে থাকছে তারা মনে রাখবে মেয়েদের পক্ষে স্বামী ও শ্বশুরের ঘর হলো একটি বিরাট পরীক্ষাগার। তাই মেহেরবানি করে একটু ছাড় দিয়ে হলেও সবার সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করো। বিশেষ করে তোমার স্বামীর বর্তমান অবস্থানে আসার পিছনে যাদের সময়, অর্থ, শ্রম, মেধা, স্নেহ, মায়া, মমতা আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা জড়িত সেই শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করো, তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো। কখনোই স্বামীর সামনে শাশুড়িকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবে না। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি তারা মনে কষ্ট পেয়েই থাকে তো সুযোগ বুঝে ক্ষমা চেয়ে নাও।

একান্ত মুহূর্তে সপ্রতিভ থাকো

স্বামী হাজত পূরণের জন্য ডাকলে একান্তই কোন অসুবিধা না থাকলে আপত্তি করা উচিত নয়। স্বামী যখনই তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে, তাকে ফিরিয়ে দিবে না, এতে স্বামী খুবই কষ্ট পায়, তার মন ভেঙ্গে যায়। কারণ তোমার সাথে ঘনিষ্ঠতা করা বৈধ হক। এবার তুমিই বিবেচনা করো, তুমি তোমার কোন নিশ্চিত বৈধ পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে তোমার মনোকষ্ট কেমন হবে! তবে শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক অতৃপ্তবোধের কারণে অনীহা থাকলে তা নিজের মাঝে না রেখে খোলাখুলিভাবে স্বামীর সাথে শেয়ার করো, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হও। এসব বিষয়ে সমস্যা, এমন এক সমস্যা যা দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তৃতীয় পক্ষ ডেকে এনো না

স্বামীর সাথে রাগারাগি, মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটি এর যেকোনটিই ঘটুক না কেন, যেকোনো সমস্যা তা হোক ছোট কিংবা বড়, দুজনের মাঝে কোন তৃতীয়পক্ষ (হতে পারে শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব) ডেকে আনবে না। রাগকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য বিছানায় ঘুমানোর মতো বোকামি সিদ্ধান্ত নিবে না। শয়তানের কুমন্ত্রণা যেন এই মুহূর্তে বিজয়ী হতে না পাবে এজন্য প্রথমেই অজু করে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসার জন্য সবরে জামিল অবলম্বন করবে আর বেশী বেশী ইস্তিগফার করতে থাকবে।

সবসময় মনে রাখবে, কোনো কিছুই এমনি এমনি হয় না। চেষ্টা ছাড়া, সবর ছাড়া, শোকর ছাড়া কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। একটি সুন্দর, সুখী, মধুময় দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই চেষ্টা করতে হবে, নিজের অবস্থান থেকে ছাড় দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি হবে, মান-অভিমানও হবে, কিন্তু সেটাকে ধরে বসে থাকলে চলবে না। জীবনকে থামিয়ে না দিয়ে একে অপরের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে সুন্দর, সুখী, মধুময় দাম্পত্য জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাও আর মৃত্যুর ওপারে যে জীবন, সে জীবনেও যেন উত্তম জুটি হিসেবে জান্নাতের নিআমত ভোগ করতে পাবো সে লক্ষ্যে নিজেদেরকে তৈরী করে নাও। মহান রব তোমাদের পরস্পরকে আরও সহনশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে খায়ের ও বরকত ঢেলে দিন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

মানুষের জীবনে আসবাবের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কতটুকু প্রয়োজন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি তুমি সৎকাজে খরচ করো, তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো, তাহলে তা তোমার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তবে তোমাদের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ জমা রাখায় কোন দোষ নেই। এজন্য তোমাকে ভর্ৎসনাও করা হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পোষ্যদের দিয়েই দান-খয়রাত করা শুরু করো। নীচের

হাত হতে উপরের হাত উত্তম।[২০]

হাদিসটি পড়েই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। কয়েকবার পড়লাম হাদিসটা, তারপর অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম এখানে কী বলা হচ্ছে। অনুধাবন করে যা বুঝলাম তা হলো—প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে জমিয়ে রাখলে সেটা আখিরাতের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং আখিরাতে তা তিরস্কারের কারণ হবে! কী ভয়ানক কথা! আমি ভয়ে ভয়ে আমার বাসার প্রতিটি রুমের ভিতর নজর বুলিয়ে এলাম, আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এ কী! রুম ভর্তি দুনিয়াবী জিনিস আর জিনিস! এই রুমের কয়টা জিনিস আমার নিত্যদিনে কাজে লাগছে? কত জামা-কাপড়, জুতা, আসবাব যেগুলোর অনেকগুলোই না হলে চলতো! অনেকদিন পরপর ব্যবহার করা হয় অথবা প্রথমবারের পর আর হয়ত ব্যবহারই করা হয় না এরকম জিনিসও কম নয়!

এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম। এক রুমের বাসা, একটা পর্দা দিয়ে ঐ রুমটাকেই ভাগ করা হয়েছে যেন বাইরের লোকজন আসলে ঘরের মেয়েরা পর্দার ওপাশে আড়ালে থাকতে পারে। সেদিন আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, একটা মানুষের বেঁচে থাকতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই! আমাদেরকে বুঝতে হবে, চাহিদা আর প্রয়োজন এক বস্তু নয়! মানুষের চাহিদা অসীম হতে পারে কিন্তু প্রয়োজন নির্দিষ্ট। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য চাহিদাপত্র তৈরী না করে চাহিদাপত্রকেই প্রয়োজন হিসেবে মন-মগজে গেঁথে নেয়ায় আমাদের মাঝে চাওয়াপাওয়ার হতাশা পরিলক্ষিত হয়।

"প্রয়োজন" এর সংজ্ঞা ইসলাম কীভাবে দিয়েছে?

উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আদম সন্তানের এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো: তার বসবাস করার জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় এবং এক টুকরো রুটি ও পানি।[২১]

---

[২০] সহিহ মুসলিম : ২২৭৮ ; সুনানে তিরমিযি : ২৩৪৩।

[২১] সুনানে তিরমিযি : ২৩৪১; মিশকাত : ৫১৮৬।

এই যদি হয় আমাদের দুনিয়াবী প্রয়োজন, তাহলে এর পিছনে এত কেন ছোটা? আসলে আমরা কি শুধুই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই? নাকি আরও বেশি কিছু চাই? স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করা অনেক মুসলিমার মুখেও আজকাল শোনা যায়, ইসলাম প্রয়োজনে (?) মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা সমর্থন করে। সুবহানাল্লাহ! ভালো বুঝ! তবে ঐ দ্বীনদার বোনদের কয়জন উপরের হাদিসে উল্লিখিত তিনটা জিনিস থাকার অভাবে বাইরে গিয়ে চাকরি করছে তা আমার তোমার অজানা নয়!

তবে বলছি শোন! ইসলামি শরিয়ায় মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ তথা চাকরি করা সম্পর্কে কেমন রূপরেখা দিয়েছে। সংসার চালানোর প্রয়োজনে নারী চাকরি করতে পারবে, যদি সে হয় বিধবা বা এতিম, অথবা তার দায়িত্ব নেবার মতো কেউ না থাকে, অর্থাৎ যার ঘরে ইনকাম সোর্স নেই। মুসলিম বোনদের খিদমতের প্রয়োজনে নারী ডাক্তার, নারী শিক্ষিকা, নারী নার্স, নারী টেইলার্স দরকার আছে!! তবে দেখা জরুরি তারা শরয়ি নিয়মে মাঠে নামছেন কিনা!! কারণ চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে কিছু শরয়ি নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ হবে; অন্যথায় নয়। যেমন,

—যদি সত্যিকার অর্থেই তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েজ হবে।

—চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা।

—কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে।

—চাকরির কারণে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে যাতে সফর করতে না হয়।

—কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী ভ্রমণ করা, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

প্রিয় বোন আমার! বর্তমান সময়ের **'ক্যারিয়ার বিলাসী'** মডারেট মুসলিমাদের মতো হয়ো না। তারা **'ক্যারিয়ার ওম্যান'**-এর উদাহরণ হিসেবে আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার উদাহরণ দেয়। বলে, তিনি Entrepreneur (উদ্যোক্তা) ছিলেন, সিইও (CEO) ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু

আনহার উদাহরণ আজকের যুগে নারীর ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য কি না সেটা কিন্তু তারা একবারও আলোচনায় আনে না। উম্মতের মা হওয়ার কারণে যদি উনার প্রসঙ্গ আনা হয়, তবে প্রশ্ন থাকে, তিনি ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোট ১০ জন স্ত্রী ছিলেন! ঐ ১০ জন তো ঘরেই অবস্থান করেছেন, না তারা ব্যবসা করেছেন, আর না চাকরি করেছেন! তবে কেন ১০ জনকে ছেড়ে ১ জনের উদাহরণকে এতো শক্ত করে আকড়ে ধরা হচ্ছে?

এই মডারেট মুসলিমারা প্রতিদিনই ইসলামের নামে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। সূত্রবিহীন অযাচিত যুক্তি তর্কে নিজেদের অবস্থানের পক্ষে সাফাই গাইছে। তাদের এহেন আচরণের পিছনে একমাত্র শক্তি হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট। তাদের অন্তরে, মস্তিষ্কে যে বিষ বাক্য ঢেলে দেয়া হয়েছে তা হলো—"আপনার দুর্দান্ত সব রেজাল্টওয়ালা সার্টিফিকেটগুলো ড্রয়ারে বন্দি রেখে আপনি কীভাবে মানসিক শান্তি পান? যে শিক্ষা অর্জন করে আপনার স্বনির্ভরতা প্রমাণ করতে পারলেন না, কি লাভ সে শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করে! আপনি কি এমন যোগ্য হয়েও পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে কিচেন আর বেডরুমে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবেন?"

মডারেট প্রগতিশীল মুসলিমারা ঐ বিষাক্ত মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে মুত্তাকি আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো নবীর স্ত্রী হয়েও ব্যবসায়ী ছিলেন! দেশ বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতেন এরপরও আপনারা মেয়েদের ঘরে আটকে রাখতে চান? মেয়েদের ক্যারিয়ার গড়ায় বাঁধা দিতে চান।

মডারেট মুসলিমা ফেমিনিস্টদের যুক্তি শুনে ফেমিনিজম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলিমারা মনে করেন, আরে কথা তো সত্য! এবিষয়টি তো মাথায় একবারও আসেনি? সুতরাং শুরু হয়ে যায় কর্পোরেট জব গোলাম হওয়ার জন্য সার্টিফিকেট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।

অথচ সাধারণ মুসলিমারা উম্মুল মুমিনীনগণের জীবনী পড়লেই বিষয়টির প্রকৃত বাস্তবতা তারা অনুধাবন করতে পারতো। ফেমিনিস্টদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব হলো-

আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যবসায়ী ছিলেন সত্য! কিন্তু তাঁর ব্যবসায় আসার কারণ ও ব্যবসার ধরণ কেমন ছিলো তা কি মডারেট মুসলিমারা

জানে? সম্ভবত জানে না।

আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা খুওয়াইলিদ যখন শয্যাগত, মৃত্যু যখন নিকটবর্তী, তখন তাঁর পিতা নিজের ব্যবসার হাল তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। তবে এর পেছনে আরও একটা কারণ ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইতোমধ্যে দুই-দুইবার স্বামী হারা হয়েছেন। স্বামী হারানোর বেদনায় গভীর মনোকষ্টে থাকা মেয়েকে ব্যবসা সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হলে সহজেই সে তার দুঃখ-বেদনা ভুলে থাকতে পারবে, এই ভেবেই তাঁর পিতা তাঁর হাতে ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দেন।

তাছাড়া আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন ব্যবসা করেন, তখনো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবি হননি এবং মহিলাদের পর্দার বিধানও নাজিল হয়নি। কিন্তু এখন যেহেতু পর্দার বিধান আছে ও ইসলামও দ্বীন হিসেবে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই তখনকার সময়ে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা 'শখের বশে' কিংবা ক্যারিয়ার গড়ার চিন্তায় ব্যবসায় নামেননি। ব্যবসা না করলে সমাজে তিনি মূল্যহীন হয়ে পড়বেন, এমন ধারণা নিয়েও ব্যবসায় নামেননি। নেমেছিলেন পিতার অনুপস্থিতিতে তার ব্যবসা সামাল দেয়ার জন্য এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য।

এরপরও কথা থেকে যায়, আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিন্তু নিজে গায়েগতরে খেটে ব্যবসা করতেন না। আমাদের মডারেট মুসলিমারা যেমন বাসা থেকে সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে কর্মক্ষেত্রে যান তেমনটা না। তিনি ছিলেন পর্দানশীন, সম্ভ্রান্ত নারী. তিনি ঘরেই থাকতেন। নিজ বাড়িতে অবস্থান করে মক্কার বাইরে শাম, সিরিয়া, বসরা, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য কাফেলা পাঠাতেন! সেই কাফেলা পরিচালনা করতো তার কর্মচারীরা!

তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি সরাসরি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিয়োগ দিতেন। এরকম এক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ দেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এটা ছিলো হজরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ের পূর্বে ও কিছু সময়কাল পরের ঘটনা। পরবর্তীতে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসার দায়িত্বভার নিলে আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্তান লালন-পালন ও সংসারে মনোনিবেশ করেন। সুবহানআল্লাহ!

সুতরাং "খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন ব্যবসা করেছেন তখন আমরা চাকরি করলে দোষ কোথায়"—এহেন কথা যারা বলে বেড়ান তারা একটু চিন্তা করে দেখবেন, আপনাদের 'ক্যারিয়ার' চিন্তা এবং আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্যারিয়ার এক কিনা! আপনাদের মধ্যে না আছে পর্দাশীলতার লেশ আর না আছে আপনাদের পুরুষ অভিভাবকদের গাইরতবোধ!

আরো কথা থেকে যায়, আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পদশালী ব্যবসায়ী নারী হওয়ার পরও তাঁর স্বামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন, সাপোর্ট দিতেন, আনুগত্য করতেন, কতটা চক্ষুশীতলকারী প্রিয়তমা স্ত্রী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি স্বামীর কাছে তা কিন্তু মডারেট প্রগতিশীল মুসলিমারা দেখে না, জানে না, জানতেও চায় না, মানতেও চায় না। তিনি নারী হয়েও ব্যবসা করতেন, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন, শুধু এই তথ্যটাই তারা মানেন! কী আজব আমাদের এই মডারেট বোনেরা!!

প্রিয় বোন আমার! **"হিজাব করে মহিলারা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারবে"**—এটি একটি বহুল প্রচলিত শয়তানি কথা। সাথে আছে সেই পুরনো উক্তি **"মেয়েরা কি পড়াশোনা করছে ঘরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য?", "হিজাব করে মেয়েরা কেন বাহিরে কাজ করতে পারবে না?"** ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্যই নারী ডাক্তার, নারী নার্স, নারী শিক্ষক, নারী টেইলার্স প্রয়োজন আছে নারীদের জন্যই। এজন্য নারীশিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সিস্টেমটা এমন যে নারী সারাজীবন শিক্ষা অর্জন করার পর তাকে এমন পরিবেশে চাকরি করতে যেতে হয়, যে পরিবেশকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। যেখানে পুরুষ সহকর্মীর পাশে বসে কাজ করতে হয় ওই পরিবেশে হিজাব করে চাকরি করার কথা বলা খোঁড়াযুক্তি ছাড়া কিছুই না। এসব যুক্তিতে ভর করে চলা নারীরা হয়ত হিজাবের সংজ্ঞা বুঝেন না, আর না হয় শয়তানের নেক সুরতের ধোঁকায় আক্রান্ত।

প্রিয় বোন আমার! একজন মা খুব ভালো করেই জানেন, তার অনুপস্থিতিতে তার বাচ্চাকে কাজের মেয়ে বা বুয়া কীভাবে লালনপালন করবে! অথচ তথাকথিত ক্যারিয়ারের দোহাই দিয়ে এখনকার কিছু মুসলিমা মায়েরা তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করার পরিবর্তে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করে তার ক্যারিয়ারের মর্যাদা (?) রক্ষা করে। অথচ তার স্বামীর ইনকাম দিয়ে তাদের সংসার খুব ভালো করেই চলে যায়। কয়েকটা টাকা রোজগারের জন্য সন্তানকে কাজের লোকের কাছে ফেলে রেখে বাহিরে কাজ করতে যাওয়ার মাশুল তাকে একদিন গুনতেই হয়। অথচ আমাদের প্রতিযোগিতা করা উচিত ছিলো, আখিরাতে জান্নাত পাওয়ার জন্য, দুনিয়ায় রং তামাশার জন্য নয়! কোনভাবেই নয়! কখনোই নয়!! আগেই বলেছি "প্রয়োজন" আর "চাহিদা" এক জিনিস নয়। আর প্রয়োজন পূরণের জন্য নারীর বাবা বা স্বামীই যথেষ্ট।

প্রিয় বোন আমার! ইসলাম বলে, নারীর ক্যারিয়ার তার ঘরে, বাহিরে নয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবিদের দৃষ্টান্ত, আলিমদের বক্তব্য ১৪০০ বছর ধরে সুবিদিত। কোন সত্যপন্থী আলিম নারীদের ঘরের বাহিরে কাজ করার ব্যাপারে অনুমতি জ্ঞাপক ফতোয়া দেননি।

প্রিয় বোন আমার! সেক্যুলারদের কথা বাদই দিলাম, অনেক প্র্যাক্টিসিং মুসলিমা দাবিদাররাও নিজেদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট ছাড়া যেন ভাবতেই পারেন না। ক্যারিয়ার গড়তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, হেন করতে হবে, তেন করতে হবে কতো যুক্তি তাদের। মুসলিম নারীদের ক্যারিয়ার তার ঘরে, বাহিরে নয়। এটাই ইসলামের দাবি। কারো মানতে ইচ্ছা হলে মানুক, ইচ্ছা না হলে মানবে না। হাশরের ময়দানেই বুঝা যাবে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নিজের যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝার ফল। আল্লাহ সবাইকে সহিহ বুঝ দান করুক।

আরো একটা কথা! ক্যারিয়ারের চক্করে পড়ে থাকা মুসলিমাদের দেখে স্বামী, সন্তান, সংসার সামলানো মেয়েদের প্রজেক্ট লস এমন ভাববার প্রয়োজন নেই! তারা যে কতটা সম্মানিত (!) এটা পুরোপুরি আমাদের ধারণার বাইরে। আলহামদুলিল্লাহ!! অনেক চেষ্টা করলেও ক্যারিয়ারিস্টরা তাদের মতো 'ঘরের রাণী' হতে পারবে না!!

প্রিয় বোন আমার! আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন "আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বিলাসিতার কিচ্ছু ছিলো না। কিন্তু সুখ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো পুরো বাড়ির প্রতিটি কোণা।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল যব পিষতে পিষতে, অথচ তিনি হলেন জান্নাতের নারীদের সর্দারনী। আমাদের অভাব কি এরচেয়েও বেশি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অভাব থাকার পরও তো তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলেননি! সত্য কথা হচ্ছে, আমাদের চাওয়াটা শুধু থাকা-খাওয়া-পরার চাওয়া নয়। আমাদের ক্ষুধা যত না পেটে তারও বেশি ক্ষুধা চোখে, নফসে।

নিত্য নতুন আসবাবে সাজানো সংসার লাগবে। কয়েক পদের ভর্তা আর তরকারি ছাড়া আমাদের রুচি আসে না। মাছ-মাংস সবজি-ডাল-ডিম-দুধ সবই আমাদের নিত্যদিনের খাবারের মেনুতে থাকতে হবে। মাঝেমাঝে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে একটু দামী রেস্টুরেন্টে, কেএফসি, পিৎজা-হাটে খেতে যেতে না পারলে ব্যাকডেটেড মনে হয়। এন্ড্রয়েড ফোন না হলে আমাদের চলেই না। এনালগ জীবনকে ডিজিটালাইজড করতে ঘরে ট্যাব-ল্যাপটপও থাকা চাই!

আল্লাহর অশেষ করুণায় হিদায়াত পেয়ে জেনারেল শিক্ষিতদের মাঝে আমরা যারা দ্বীনের পথে চলতে শুরু করেছি, তারা একটু নিজেদের ওয়্যারড্রোব আর আলমারিটা খুলে দেখি তো, কতগুলো কাপড়-চোপড় আছে আমাদের? ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের, কালারের বোরকা, স্কার্ফ, খিমার, কাফতান, ফ্রক আবায়া, গাউন আবায়া, বাটারফ্লাই আবায়া, মোটকথা নিত্য নতুন ফ্যাশনের সবগুলোই কালেকশনে থাকা চাই! আমাদের একেক জনের বিয়েতে আমরা কী কাণ্ডকারখানাই না করি! পাত্র পক্ষের কাছে কনে পক্ষের ডিমান্ডের কথা একবার ভাবুন। নামাজি, দাড়িওয়ালা, টাখনুর উপর প্যান্ট-পায়জামা, সাথে হাই স্যালারির জব, সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, রুমের সাথে অ্যাটাচড বাথ, প্রাইভেট গাড়ি হলে আরো ভালো। ৫-১০-২০ লাখ টাকা দেন-মোহর। বিয়ে ঠিক হলে চার-পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, শাড়ি-অলংকার থেকে শুরু করে গাড়ি সাজানো, বাসর ঘর সাজানো কিচ্ছু বাদ রাখি না! কেউ তো আবার সুন্নাহ অনুসরণে মাসজিদে বিয়ে সারলেও উইডিং রিসিপশন আর ওয়ালিমা করেন কমিউনিটি সেন্টারের শতভাগ বেপর্দা পরিবেশে। নব্য জাহিলি উৎসবের সাগরে ডুব দিয়ে আমরা নিজেদেরকে দ্বীনদার মুত্তাকি আমলদার ভাবি। আবার কেউ কেউ এসব সাথে নিয়েই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখি, শাহাদাতও লাভ করতে চাই, জান্নাতও পেতে চাই। দ্বীনের সাথে কী নির্মম উপহাস! ওয়াল্লাহি, এইসব আমার নিজের মনগড়া কথা নয়।

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসার পর থেকে ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা কখনো একটানা তিন রাত পেট পুরে গমের/যবের রুটিও খাননি।[২২]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া কামাই করেছে। অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি দিন ভর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির থাকতেন, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের জন্য কমদামী একটি খেজুরও তিনি পাননি।[২৩]

অথচ আমাদের বিলাসী জীবনের চাহিদা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, কবরের মাটি ছাড়া সে ক্ষুধা যেন মেটার নয়! মহান রব আল্লাহ তাইতো বলেছেন,

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।[২৪]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনটিই বলেছেন,

আমর ইবনু আওফ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না, বরং এই ভয় করছি যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমাদের সামনে প্রসারিত করা হবে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন প্রসারিত করা হয়েছিল। তারপর তারা যেমন লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও তেমন লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই দুনিয়াবী প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনই তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।[২৫]

---

[২২] সহিহ বুখারি : ৫৪১৬, সহিহ মুসলিম : ২৯৭০।

[২৩] সহিহ মুসলিম : ২৯৭৮, ই.ফা হা: ৭১৯২।

[২৪] সুরা আত-তাকাসুর : ১,২।

[২৫] সহিহ বুখারি : ৩১৫৮; সহিহ মুসলিম : ২৯৬১।

উসামা ইবনু যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র; অথচ সম্পদশালীদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না)।[২৬]

আমাদের অনুসরণীয় মানুষদের দুনিয়া বিমুখ জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই কেউ কেউ ধনী সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের কথা বলা শুরু করেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ধনী হওয়া কি তাহলে পাপ? উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু, খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ধনী ছিলেন! এই কথা বলে যারা বিলাসিতাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য নিচের হাদিসগুলো—

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ইফতারের সময় খাদ্য পরিবেশন করা হলো। তিনি বললেন,

> মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়েছেন এবং তিনি আমার চাইতেও ভালো লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত একটি চাদর ছাড়া কোন কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিলো না। তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত হলে পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেত এবং পা আবৃত হলে তাঁর মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। তারপর আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হল। ফলে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদের সৎকাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দেয়া হচ্ছে নাকি। তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলেন।[২৭]

খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে আরেকটু যোগ করে বলা হয়েছে,

> এখন আমাদের কারো কারো অবস্থা এমন যে, তার ফল পেকে আছে এবং তিনি তা কেটে ভোগ করছেন (অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে

---

[২৬] সহিহ বুখারি : ৫১৯৬, সহিহ মুসলিম : ২৭৩৬

[২৭] সহিহ বুখারি : ১২৭৫।

জীবনযাপন করছেন)[২৮]

উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সম্পদশালী হওয়ার কারণে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন এই ভেবে যে, তাদের সমস্ত আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। অথচ আমরা উম্মতের তুচ্ছ কিছু মানুষ সম্পদশালী হওয়ার ব্যাপারে কোন আতঙ্ক অনুভব করি না।

উল্টো সম্পদশালী সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের উদাহরণ টেনে আমাদের ভোগ-বিলাসিতাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সম্পদশালী হয়েও আল্লাহর রাসুলের সাহাবিরা সেই সম্পদ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করতেন না উপরন্তু সারাক্ষণ ফিকির করতেন কীভাবে আল্লাহর দেয়া সে সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদাকা করে দায়মুক্ত হওয়া যায়, সেই মহৎ দিকটা আমরা সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাই!

আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, "আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়েশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দুজনের দান প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। আমার খালা আয়েশার স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই অসহায়-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মায়ের স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।"

> এই দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপনের কারণেই পূর্ববর্তী জামানার মুসলিমরা আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সাদামাটা সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের কথাই বলেছেন।[২৯]

তবে সম্পদ থাকা মানেই খারাপ নয়, এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ। সম্পদ যেন সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় খরচ হয়, ভোগ-বিলাসিতা ও অপচয়ের জন্য যেন সম্পদ খরচ না হয়; সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

হে আমার প্রিয় বোন! তোমার এক দ্বীনি ভাইয়ের এই আত্ম-উপলব্ধিটা বাস্তবতা

---

[২৮] সহিহ বুখারি : ১২৭৬, সহিহ মুসলিম : ৯৪০।

[২৯] সুনানে তিরমিযি : ৫০৮৬।

দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর কারণ আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাই! কিন্তু আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই যে, আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান করে নেয়া বান্দা-বান্দিরা আর দশটা সাধারণ মুসলিমের মত নয়! তাদের জীবন হবে অনুকরণীয়! হ্যাঁ, একদম সালাফদের জিন্দেগি। আমরা স্বচ্ছলতাকে ভোগ-বিলাসিতায় পরিণত হতে দিতে পারি না। বান্দা হিসেবে বেঁচে থাকতে যতটুকু স্বাভাবিক "প্রয়োজন"-এর বেশি কিছু আমরা কখনোই কামনা করবো না, এর পিছে সময় এবং শ্রমও দিবো না। আমরা দুনিয়ার চাহিদার মোকাবিলায় আখিরাতকে প্রাধান্য দিব। আমাদের "প্রকৃত প্রয়োজন" হবে দুনিয়ার জীবনের ঐ আমল, যা আমাদের প্রকৃত ভবিষ্যত জান্নাত লাভে সাহায্য করবে। তবে আমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ ওয়ালাদের মতো দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি ভালোবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে যাই তখনই আমরা আল্লাহর যোগ্য বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারব যাদেরকে আল্লাহ মহা মুসিবতের দিনে আরশের ছায়ায় জায়গা করে দিবেন।

পরিশেষে একমাত্র অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা দিয়ে এ অধ্যায়টির ইতি টানছি,

একদিন তিনি সাহাবিদের কাছে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন,

> তোমরা কি শোনছো না! তোমরা কি শোনছো না? বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা ঈমানের নিদর্শন।[৩৩]

হে আমার প্রিয় বোন!

একজন মুসলিম নারীর সফলতা কোথায়? একজন মুসলিম নারীর সফলতার পূর্বশর্ত তাকে ভালো মুসলিমা হতে হবে। আর এজন্য আদর্শ হিসেবে অবশ্যই আরেক আদর্শ মুসলিমাকেই বেছে নিতে হবে। তথাকথিত ফেমিনিস্ট হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ করার রিস্ক কেন নিবে?

---

[৩৩] সুনানে আবু দাউদ : ৪১৬১; ইবনে মাজাহ : ৪১১৮।

আমাদের বর্তমান সময়ের মুসলিমা দাবীদার বোনেরা যারা মূলত মডারেট ইসলামের অনুসারী, তারা অধিকাংশই আজকে ইসলামের আদর্শ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে পড়ে আছে। উনারা পড়াশোনা শেষ করার অজুহাতে বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ইবাদত পালন করতে বিলম্ব করছেন। অথচ নৈতিকতাহীন বাস্তবতা বিবর্জিত জেনারেল শিক্ষার সার্টিফিকেট, যা মানুষকে জ্ঞানেগুণে সমৃদ্ধ করে না এবং চাকরি ছাড়া ঐ কষ্টার্জিত সার্টিফিকেটের শিক্ষা যে মূল্যহীন তা নিশ্চিত জানার পরও তার পিছনে জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়টা ব্যয় করতে দ্বিধান্বিত হচ্ছেন না! শিক্ষা জীবন শেষে যদিওবা বিয়ে করছেন, তথাপিও নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে চাকরি করার জন্য উপযুক্ত বয়সে বাচ্চা নেয়ার পরিবর্তে জন্ম-বিরতিকরণ পিল ব্যবহার করছেন!

সামান্য ক'টা টাকার জন্য চাকরি করে মা হবার মর্যাদাকে আমাদের বোনেরা এতো সহজে উপেক্ষা করে যাচ্ছেন।

ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে আজ তারা স্বামীর সাথে কোয়ালিটি টাইম পাস করার মতো ফুরসতটুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না!

দুধের বাচ্চাকে আয়া বুয়া কিংবা নানী-দাদীর কাছে রেখে পরের ঘরে (অফিসে) কাজ করাটাতেই যেন তার সফলতা। সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চাটা হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মায়ের মিষ্টি আদরে ব্যথা ভুলবে সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যায় এক প্যাকেট চিপস নিয়ে বাড়ি ফিরে সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্ব আর টান প্রকাশ করে চলেছেন অনেক কর্মজীবী মা। নিজের ঘরের কাজ করাকে মূল্যহীন মনে করছেন অথচ পরের কাজ করে দুটো পয়সা ইনকাম হলেই নাকি তার মেধার চরম মূল্যায়ন হচ্ছে!

মডারেট মুসলিমারা বলবে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো বিজনেস আইকন ছিলেন, অথচ ভুলে যাবে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যবসা করার জন্য বাড়ির বাহিরে পা রাখেননি। তারা ভুলে যেতে চায়, খাদিজা, মারইয়াম, আসিয়া, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নার জীবন পরপুরুষদের লোভনীয় দৃষ্টির আওতামুক্ত ছিলো।

তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো তারা নিজ ঘরে থেকেই পৃথিবীর বুকে আইকন হয়েছেন। তারা আইকন হয়েছেন আদর্শ মমতাময়ী মা, স্বামীর চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী এবং মহান রব আল্লাহর একান্ত শোকরগুজারকারিনী আবিদা হিসেবে। তথাকথিত

কর্পোরেট দাস হিসেবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে তারা এই সম্মান অর্জন করেননি!

হায়! কোথায় মারইয়াম, কোথায় খাদিজা, কোথায় ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আর কোথায় আমাদের মডারেট বোনেরা!

তুমি যখনই নারীদের পড়াশুনার গুরুত্ব ও তার অর্জিত মেধা প্রয়োগের ইসলামি ক্ষেত্র দেখিয়ে দিবে তখন তারা তোমার প্রতি ধেয়ে আসবে। পারলে জায়গাতেই কথার বানে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে।

সুতরাং আমাদের নিজ ঘর থেকেই ভবিষ্যৎ মারইয়াম, ফাতিমা, খাদিজা, আসিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। তবেই আমাদের মুসলিম মায়েদের গর্ভ থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সত্যবাদী, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো লজ্জাশীল, আর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো অকুতোভয় বীর জন্ম নিবে। যারা ভবিষ্যতে ইসলামের সেই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে পৃথিবীতে শান্তি আর কল্যাণের সুবাতাস বইয়ে দিবে।

হে প্রিয় বোন আমার!

গোপনে করা পাপ প্রকাশ করো না, বরং তাওবা করে নাও। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এটা বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোন ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল।[৩১]

আরেকটা বর্ণনায় এসেছে, মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানে ফেরেশতাদের বলবেন, যাও আমার অমুক অমুক বান্দাকে ডেকে নিয়ে আসো। ফেরেশতাগণ বান্দাদেরকে নিয়ে এসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে

---

[৩১] সহিহ বুখারি : ৬০৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৫৫৩০, মিশকাত : ৪৮৩০।

বলবেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে এসো। বান্দা মহান আল্লাহর কাছে এসে দাঁড়াবে মহান আল্লাহ বান্দাকে আরো কাছে ডাকবেন। বান্দা মহান আল্লাহর আরো কাছে যেয়ে দাঁড়াবে। এভাবে বান্দা মহান আল্লাহর এতো কাছে চলে যাবে যে, সে নূর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এবং তার মাঝে শুধু একটা পর্দা থাকবে। কোন ফেরেশতা তাকে আর দেখতেও পাবে না, শুনতেও পাবে না মহান আল্লাহ এবং বান্দার কথোপকথন শুরু হবে।

শুধু মহান আল্লাহ আর তাঁর বান্দা!

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলবেন, "ইয়া আবদি, দেখ তোমার আমলনামা, তুমি নিজেই দেখ পৃথিবীতে কি করে এসেছো তুমি।"

বান্দা তার আমলনামায় চোখ বুলাবে- শুধু পাপ আর পাপ, রাশি রাশি পাপ।

মহান আল্লাহ বলবেন, "ইয়া আবদি, তুমি কি জানতে না তুমি গোপনে যে কাজ কর আমি সেটাও দেখতে পাই? তুমি কি জানতে না একদিন তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে? তুমি কি জানতে না একদিন আমি তোমার সবকাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব?"

বান্দা উত্তর দিবে, "ইয়া রব! আমি জানতাম, জানতাম... আমি জানতাম।"

মহান আল্লাহ বলবেন, "তাহলে কেন তুমি এই কাজগুলো করেছিলে?"

বান্দা উত্তর দিবে, "ইয়া রব! আপনার সামনে ঐসব পাপের বোঝা নিয়ে দাঁড়ানো, আমার বিচার করার চেয়ে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা আপনার জন্য অনেক সহজ।"

মহান আল্লাহ বলবেন, "পাতা উল্টাও বান্দা, পরের পৃষ্ঠায় যাও।"

বান্দা পরের পাতায় যেয়ে দেখবে পুরোটাই আগের চেয়েও জঘন্য গুনাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। এভাবে সে পুরো আমল নামার পাতা উল্টিয়ে ফেলবে। প্রত্যেকটি পাতাতেই আগের পাতার চেয়ে আরো বেশী, আরো জঘন্য গুনাহ দেখতে পাবে সে। বান্দা প্রচণ্ড মন খারাপ করে ফেলবে। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে সে ভাববে, আমাকে মহান আল্লাহ নিশ্চয়ই এখন জাহান্নামের আগুনের গর্তে ফেলে দিবেন। আমি তো ভালো আমলও করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো আমার কাজে আসলো কই? আমার

পাপই আমাকে ধ্বংস করে ছাড়লো!

মহান আল্লাহ্ বান্দাকে বলবেন, "ইয়া আবদি! তুমি কেন তোমার পাপ কাজগুলো গোপন করে রেখেছিলে দুনিয়ার জীবনে?"

বান্দা জবাব দেবে, "ইয়া রব! আমি আমার পাপগুলো নিয়ে লজ্জিত ছিলাম।"

মহান আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি কি দেখোনি পৃথিবীতে আমি তোমার পাপগুলো মানুষের নিকট থেকে গোপন করে রেখেছিলাম? এটা ছিল তোমার প্রতি আমার রহমত। আজকেও আমি তোমার পাপগুলো মানুষের নিকট থেকে গোপন করে রাখবো।"

অন্য একটা বর্ণনায় এসেছে, মহান আল্লাহ্ বলবেন, "দুনিয়াতে তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করে রাখতে, তাই আজকে আমিও তোমার দোষ গোপন করে রাখব।"

মহান আল্লাহ্ বান্দাকে বলবেন, "এবার আমলনামার পাতা উল্টাও।"

আমলনামা খুলতেই বান্দার অবাক হয়ে যাবে। পুরো আমলনামা জুড়েই শুধু ভালো ভালো কাজ। পাপ কাজগুলোর লেশমাত্রও নেই।

ফেরেশতারাও জানবে না যে মহান রব আল্লাহ্ বান্দার সমস্ত গোপন পাপ আমলনামা থেকে মুছে ফেলে ভালো কাজ দিয়ে তা পূর্ণ করে দিয়েছেন!

অতঃপর বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩২]

প্রিয় বোন আমার!

উল্লিখিত হাদিসের হুশিয়ারী আর সুসংবাদের আলোকে জীবনে ঘটে যাওয়া ইচ্ছাকৃত করা গুনাহের কথা সবার নিকট থেকে গোপন করে রাখ, মহান রব আল্লাহ্ ছাড়া গোপন পাপের কোন নতুন কোন সাক্ষী বানিয়ো না। মহান রবের দয়া হলে তিনি হয়তো তোমার গোপন পাপগুলো দুনিয়াতেও গোপন রাখবেন এবং হাশরের ময়দানেও গোপন রেখে তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং অযথা সবাইকে বলে বেড়িয়ে কেন ক্ষমা লাভের সুবর্ণ সুযোগটা হারাবে!

---

[৩২] সহিহ বুখারি : ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪।

প্রিয় বোন আমার!

নিজের গোপনে করা পাপগুলো নিয়ে অন্যের সাথে ফালতু আলোচনা করে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরো না। একদিন আফসোস করতে হবে এইসব অবৈধ মজা করার জন্য। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকবে না। কিছুই করার থাকবে না !

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> কোন বান্দাহ গুনাহ করে বলে, 'হে আমার রব! আমি গুনাহ করে ফেলেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দাও।' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার ফেরেশতা! আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন? যে 'রব' গুনাহ মাফ করেন অথবা (গুনাহের জন্য) তাকে শাস্তি দেন? (তোমরা সাক্ষী থেকো) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন, সে গুনাহ হতে বিরত থাকল। তারপর আবার সে গুনাহ করল ও বলল, 'হে রব! আমি আবার গুনাহ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, সে (গুনাহ থেকে বিরত থেকে আবারো) কোন গুনাহ করে ফেললো। তারপর সে বলল, হে রব! আমি আবার গুনাহ করেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম।[৩৩]

সুতরাং প্রিয় বোন আমার! যেকোন ধরনের পাপ করার পর লজ্জিত হও। অনুতপ্ত হও। আন্তরিক তাওবা করে ফিরে এসো। রাতের অন্ধকারে যখন তুমি তোমার রবের দরবারে কিছু চাইতে বসবে; তখন সেই নাছোড়বান্দা শিশুর মতো হয়ে যাও, যে কিনা কিছু পাওয়ার জন্য একবার বায়না ধরলে সেই জিনিসটি পাওয়ার আগ পর্যন্ত অনবরত কান্নাকাটি করতেই থাকে। দেখবে মহান রব হাশরের ময়দানে

---

[৩৩] মিশকাতুল মাসাবিহ : ২৩৩৩।

কঠিন মুসিবতের দিনে ঠিকই তোমার তাওবা কবুল করে তোমাকে শামিল করে নিবেন জান্নাতীদের দলে।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি কি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাও?

যদি তুমি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাও, তবে..

> পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করবে।
> রমজান মাসের ফরজ সিয়াম যথাযথভাবে পালন করবে।
> নিজ লজ্জাস্থানকে (অবৈধ যৌনাচার ও অন্যান্য হারাম কাজ থেকে) থেকে হেফাজত করবে। এবং
>নিজ স্বামীর (ইসলামসম্মত কাজে) অনুগত্য করবে।

ঈমানের সাথে এই চারটি কাজ যদি তুমি করতে পার, তবে (কিয়ামতের দিন) তোমাকে বলা হবে,

হে আমার বান্দি! জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।[৩৪]

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি কি না পাওয়ার দুশ্চিন্তা ও হতাশা, Depression, Sadness, Lonleliness ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাও?

প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তি জীবনে কোন না কোন পেরেশানি ও মুসিবতে পতিত হয়। এরপর তা থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে। এক সময় এতটাই হতাশ হয়ে যায় যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে পড়ি, মনে হয় আল্লাহ কি সত্যিই আছেন! থাকলে আমার ডাকে কেন সাড়া দেন না? এতো এতো পাপ করেও অমুক কতো সুখে আছে, অথচ আমার বেলায়ই কেবল প্রাপ্তির খাতা শূন্য। এতো গেলো একজন গুণাহগারের হতাশ জীবনের কথা। এবার শোন ইসলামের সোনালি যুগের একটি ঘটনা-

[৩৪] ইবনে হিব্বান : ৪১৬৩, সহিহ আল-জামি : ৬৬০।

একবার বিখ্যাত তাবিয়ি হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানালো 'আমার ফসল হচ্ছে না, আমাকে আমল দিন' হাসান বসরি তাকে বললেন, 'ইস্তিগফার করো'। কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি এসে অভিযোগ পেশ করল, 'আমি দরিদ্র। আমাকে রিজিক লাভের আমল দিন'। হাসান বসরি তাকেও বললেন, 'ইস্তিগফার করো'। এমনিভাবে অপর এক ব্যক্তি এসে সন্তান লাভের আমল চাইলে তিনি বললেন, 'ইস্তিগফার করো'। উপস্থিত ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, 'সবাইকে এক পরামর্শই দিলেন'? হাসান বসরী বললেন, 'আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি, বরং এটা আল্লাহ তায়ালা তার কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন'। তারপর তিনি সূরা নুহ-এর ১০ থেকে ১২ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।[৩৫]

উক্ত আয়াতসমূহে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার কওমের উদ্দেশ্যে বলেন—"আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করো (অর্থাৎ ক্ষমা চাও); নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বারিধারা বর্ষণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান তৈরি করবেন ও নদীনালা প্রবাহিত করবেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা ইস্তিগফার করার কিছু উপকারিতা জানতে পারলাম। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে ১. রিজিক বৃদ্ধি ২. সন্তান লাভ।

আবার সূরা নামল-এর ৪৬ নম্বর আয়াতে হতে জানা যায় ইস্তিগফার করলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে। হজরত সালিহ আলাইহিস সালাম তার কওমের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

> কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করছো না, যাতে করে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও?[৩৬]

সুতরাং হে প্রিয় বোন! যখনই পেরেশানি, হতাশা, Depression, Sadness, Lonleliness ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই ইস্তেগফারকে 'লাজিম' করে নাও। লাজিম মানে হচ্ছে, তুমি দিনে রাতে যথাসম্ভব ইস্তিগফার কে নিজের অবিচ্ছেদ্য আমল বানিয়ে নাও। উঠতে বসতে ইস্তিগফার করতে থাক। আল্লাহ

---

[৩৫] তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/৩০৩

[৩৬] সূরা নামল : ৪৬।

তায়ালা সকল পেরেশানি ও মানসিক কষ্ট দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তাওবা-ইস্তিগফার করার জন্য হাদিসে বর্ণিত দুআসমূহ পাঠ করতে পারো :

দুআ-১:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি[৩৭]

দুআ-২:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি।[৩৮]

দুআ-৩:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়।[৩৯]

দুআ-৪:

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবাহ্ করি।[৪০]

---

[৩৭] মিশকাত : ৯৬১।

[৩৮] সহিহ বুখারি : ৬৩০৭।

[৩৯] সুনানে আবু দাউদ : ১৫১৬, ইবনে মাজাহ : ৩৮১৪, সুনানে তিরমিযি : ৩৪৩৪, মিশকাত : ২৩৫২।

[৪০] সুনানে আবু দাউদ : ১৫১৭, সুনানে তিরমিযী : ৩৫৭৭, মিশকাত : ২৩৫৩।

দুআ-৫:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ

عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

হে আল্লাহ, তুমিই আমাব রব! তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমাবই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকাবেব উপব আছি আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিআমত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা কবতে পারবে না। [রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআকে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বলেছেন]।[৪১]

হে প্রিয় বোন আমার!

এক নজরে তোমার মাহরাম পুরুষদের লিস্টটা দেখে নাও। অর্থাৎ যাদের সাথে তোমার সরাসরি কথা বলা, দেখা সাক্ষাত করা, হাসি-ঠাট্টা-মজা করা ও সফর করাকে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। মাহরাম ছাড়া সকল পুরুষের সামনে তোমাকে পর্দা করতে হবে এবং হবেই।

১. স্বামী (বিয়ের কারণে দেখা দেয়া, সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে মাহরাম)।

২. পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৩. শ্বশুর, আপন দাদা ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৪. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়েব ছেলে ও তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান এবং আপন মেয়ের স্বামী।

---

[৪১] সহিহ বুখারি : ৬৩০৬।

৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬. আপন ভাই, সৎ ভাই।

৭. ভাতিজা অর্থাৎ, আপন ভাইয়ের ছেলে এবং সৎ ভাইয়ের ছেলে।

৮. ভাগ্নে অর্থাৎ, আপন বোনের ছেলে এবং সৎবোনের ছেলে।

৯. এমন বালক যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।[৪২]

১০. দুধ সম্পর্কীয় পিতা, দাদা, নানা, চাচা, মামা এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ

১১. দুধ ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ-বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যেকোন পুত্রসন্তান।

১২. দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, তার ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যেকোন পুত্র সন্তান। এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের স্বামী।[৪৩]

১৩. আপন চাচা, সৎ চাচা।

১৪. আপন মামা, সৎ মামা।[৪৪]

উপরোক্ত পুরুষরা ছাড়া অন্য সমস্ত পুরুষের সাথে ইসলাম সম্মত একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া দেখা দেয়া, হাসিঠাট্টা, মজা করা ও সফর করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম।

হে প্রিয় বোন আমার!

এতো এতো নসিহতের পর তোমার অন্তর যখন পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তুমি যখন মহান রবের সন্তুষ্টির দিকে নিজেকে রুজু করতে শুরু করবে, ঠিক তখনই শয়তান তার ওয়াসওয়াসা নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। বলবে, ইসলাম নিলে তুমি তো বন্দী হয়ে যাবে, তোমার সামাজিক স্ট্যাটাস, মূল্যায়ন, অধিকার সব

---

[৪২] সূরা নূর : ৩১।

[৪৩] সহিহ বুখারি : ৫০৯৯, সহিহ মুসলিম : ১১৪৪।

[৪৪] সূরা নিসা : ২৩।

লুণ্ঠিত হয়ে যাবে নিমিষেই! এসব কুমন্ত্রণাকে জয় করে শয়তানের চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে তুমি যেন রবের হিদায়াতের চাদর তলে জায়গা করে নিতে পারো, সেজন্য ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কিছু দলিল ভিত্তিক কথা তোমাকে বলা জরুরী মনে করছি।

আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম নারীকে মহান মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিয়েছে

মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়ের আনুগত্য করা, মায়ের প্রতি ইহসান করা ফরজ করেছে। মায়ের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম জানিয়েছে, মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছে মায়ের খিদমত করা। মায়ের অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বিত করা হারাম; এমনকি সেটা যদি শুধু উফ-উহ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পিতার অধিকারের চেয়েও মায়ের অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে গেলে ও দুর্বল হয়ে গেলে মায়ের খেদমত করার উপর জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সহিহ হাদিসের অসংখ্য স্থানে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, মহান রব ইরশাদ করেন,

> আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।[৪৫]

> আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত কর এবং বল 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।[৪৬]

---

[৪৫] সুরা আহকাফ : ১৫।

[৪৬] বনি ইসরাইল : ২৩-২৪।

মায়ের পদতলেই রয়েছে জান্নাত

মুআবিয়া বিন জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই; এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপর আমি অন্যভাবে আবার তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম, হ্যাঁ তিনি বললেন, তার কাছে ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপরও আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তার পায়ের কাছে পড়ে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে।[৪৭] [৪৮]

---

[৪৭] ইবনে মাজাহ : ২৭৮১, সুনানে নাসায়ি : ৩১০৮।

[৪৮] টীকাঃ জেনে রাখা ভালো, যেসব হাদিসে জিহাদ থেকে মা-বাবার খিদমতকে জরুরী বলা হয়েছে, সেগুলো মূলত ইকদামি জিহাদ তথা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে। ইকদামি জিহাদ মূলত ফরজে কিফায়া। এই ফরজ আদায়ের জন্য যদি পর্যাপ্ত যোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সবার পক্ষ থেকে ফরজটি আদায় হয়ে যায়। কিন্তু এই ফরজ আদায়ের জন্য যদি পর্যাপ্ত যোদ্ধা না পাওয়া যায়, এবং মুসলিমগণও সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে অংশগ্রহণকারী ব্যতীত সবাই গুনাহগার হবে। উল্লেখ্য, জিহাদ যখন দিফায়ি বা আত্মরক্ষামূলক হবে, তখন সবার উপরেই জিহাদ ফরজ হবে। তখন সন্তান পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত, ঋণগ্রস্ত লোক পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

মা, মা, মা এবং বাবা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছ থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।[৪৯]

এগুলো ছাড়াও আরো অনেক দলিল রয়েছে মায়ের অধিকারের বিষয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবুও বলছি,

সন্তানের উপর মায়ের যে অধিকার ইসলাম নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সন্তান তার সামর্থ অনুযায়ী মায়ের খোরপোশ দেবে। একারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস ঘেঁটে নারীকে ওল্ড হোমে রেখে আসা, ছেলের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া কিংবা মায়ের খোরপোশ দিতে অস্বীকৃতি জানানো কিংবা সন্তান থাকতেও নিজের ভরণপোষণের জন্য চাকুরী করা ইত্যাদির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।

ইসলামে নারীকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে

ইসলাম স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করার, দাম্পত্য জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইহসান করার। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সর্বোত্তম মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে, উচ্চারণে ও ব্যবহারে ভালো। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ গ্রহণও ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। এ বিষয়ক দলিল হচ্ছে,

> আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।[৫০]

> আর নারীদের তেমনই ন্যায় সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের

---

[৪৯] সহিহ বুখারি : ৫৯৭১, সহিহ মুসলিম : ২৫৪৮।

[৫০] সূরা নিসা : ১৯।

উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

শোনো! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি।[৫২]

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম[৫৩]

ইসলাম মেয়ে হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে

ইসলামে মেয়ে সন্তান প্রতিপালন ও তাকে শিক্ষা দেয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ইসলাম মেয়ে সন্তান প্রতিপালনের জন্য মহা প্রতিদান ঘোষণা করেছে এ বিষয়ে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি বালিগ হওয়া পর্যন্ত দুইজন মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকবো (এই বলে তিনি আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন)।[৫৪]

উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

যে ব্যক্তির তিনজন মেয়ে রয়েছে। তিনি যদি মেয়েদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেন, তাদেরকে যথাসাধ্য খাওয়ান ও পরান; কিয়ামতের দিন

---

[৫১] সূরা বাকারা : ২২৮।
[৫২] সুনানে তিরমিযি : ৩০৮৭, ইবনু মাজাহ : ১৮৫১।
[৫৩] সুনানে তিরমিযি : ৩৮৯৫।
[৫৪] সহিহ মুসলিম : ৬৫৮৯।

এই মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে।[৫৫]

ইসলাম নারীকে বোন হিসেবে, ফুফু হিসেবে ও খালা হিসেবেও সম্মানিত করেছে

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম হওয়ার কথা অনেক দলিল-প্রমাণে এসেছে। যেমন, যুবায়ের ইবনু মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৫৬]

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আত্মীয়তার হক রাহমানের মূল। যে তা সংরক্ষিত রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক সংরক্ষিত রাখবো। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে (আমার থেকে) ছিন্ন করবো।[৫৭]

অনেক সময় একজন নারীর মধ্যে উল্লেখিত সবগুলো মর্যাদার দিক একত্রিত হতে পারে। একজন নারী হতে পারেন তিনি কারো স্ত্রী, কারো মেয়ে, কারো মা, কারো বোন, কারো ফুফু, কারো খালা। তখন তিনি ঐসকল দিকের মর্যাদা লাভ করবেন।

মোটকথা, ইসলামে নারীর মর্যাদা সমুন্নত করা হয়েছে। অনেক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। পুরুষের ন্যায় নারীও ঈমান আনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট। আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান। নারীর রয়েছে- কথা বলার অধিকার: নারী সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। নারীর রয়েছে মালিকানার অধিকার: নারী ক্রয়-বিক্রয় করবে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে, দান-সাদাকা করবে, কাউকে উপহার-উপঢৌকন দিবে। নারীর রয়েছে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়েছে জ্ঞানার্জনের অধিকার। বরং নারী তার উপর

---

[৫৫] ইবনে মাজাহ : ৩৬৬৯, আদাবুল মুফরাদ : ৭৬।

[৫৬] সহিহ বুখারি : ৫৯৮৪।

[৫৭] সহিহ বুখারি : ৫৯৮৯।

আরোপিত দ্বীনের বিধানগুলো পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করবে এবং ইসলাম ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

কেউ যদি ইসলামে সংরক্ষিত নারীর অধিকারগুলোর সাথে সকল অমুসলিম নারীদের অধিকারগুলো তুলনা করে দেখে কিংবা অন্য সভ্যতাগুলোর সাথে তুলনা করে দেখে তাহলে আমরা যা বলেছি এর সত্যতা দেখতে পাবে। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্য কোথাও কোন ধর্মে বা সভ্যতায় সে মর্যাদা দেয়া হয়নি।[৫৮]

হে প্রিয় বোন আমার!

এই ছিল তোমার প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত নাসিহা। তোমাকে যা বললাম, তাই সত্য। আল্লাহর কসম! এসবের বিপরীত কেউ যদি তোমাকে ভিন্ন কথা বলে, তুমি তা কখনো বিশ্বাস করো না। জেনে রেখো! তোমার হাতেই তোমার ও পুরুষদের সংশোধনের চাবিকাঠি; আমার বা আমাদের হাতে নয়। এবার তুমি চাইলে নিজেকে, তোমার বোনদেরকে এবং সমগ্র নারী জাতিকে সংশোধন করতে পার।

আমি তোমাকে যে নাসিহা করেছি, তার বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। শুধু তোমাকে, তোমাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তোমাদের কল্যাণ চাই। চাই তোমাদেরকে পবিত্র জীবনের সন্ধান দিতে। আমি নিজের মা,

---

[৫৮] নোট : ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলিমরা ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়নে অগ্রসর ছিলেন। সময়ের ব্যবধানে নারীদের অধিকারগুলো ইসলামে পরিবর্তিত হয়নি ঠিকই তবে মুসলিমদের দুর্বল ঈমান এবং শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বর্তমানে সকল ধর্মের নারীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিছু জুলুমও সংঘটিত হচ্ছে। এর মাঝে মুসলিম নারীর অধিকার আদায় ও সংরক্ষণেও চরম উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে।

তবে এতো কিছুর পরও আশান্বিত হওয়ার বিষয় এই যে, মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনদারি কমে যাওয়া সত্ত্বেও মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে নারীর সম্মান ও মর্যাদা আজও অটুট রয়েছে।

মহান রব আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিম বোনকে ইসলামে নিজের সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার তাওফিক দিন এবং মুসলিমা হিসেবে নিজের ব্যাপারে রবের নিকট জবাবদিহি করার মতো দ্বীনি যোগ্যতা ও সামর্থ দান করুন। আমিন।

বোন, মেয়ের জন্য যা ভালবাসি, তোমাদের জন্যও তাই কামনা করি। কারণ, আমি তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি।

আমি চাই আমার প্রতিটা বোন হোক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য হীরার মতো! পাথরের মতো নয়, যা এখানে ওখানে অযত্নে, অবহেলায় পড়ে থাকে।

আমার দায়িত্ব ছিল দ্বীনি ভাই হিসেবে তোমার কল্যাণ কামনায় নসিহত করা। তাই আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র!

মহান রব আল্লাহ তোমাকে পরিপূর্ণ হিদায়াত দান করুন এবং তোমার উপর তাঁর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আমিন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১। কিতাবুল ফিতান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড)

মূল : ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ

২। ধেয়ে আসছে ফিতনা

মূল : ইমাম আবু আমর উসমান আদ দানি রহ. (মৃত্যু ৪৪৪ হিজরি)

৩। যেমন হবে উম্মাহর দাঈগণ

মূল : শাইখ ইসমাইল ইবনে আব্দুর রহীম আল মাকদিসি

৪। ভালোবাসতে শিখুন

মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

৫। যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৬। যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৭। যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন

মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৮। ভালোবাসার বন্ধন

সংকলন- বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

৯। ধৈর্য হারাবেন না

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

১০। ফুল হয়ে ফোটো

মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল ও মোহাম্মাদ হোবলস

১১। বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন

সংকলন : গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

১২। অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল সা.

মূল : ড. রাগিব সারজানি

প্রকাশিতব্য

১। ওপারের সুখগুলো
মূল : ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

২। জাহান্নাম : দুঃখের কারাগার
মূল : ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

বইটি কাদের পড়া উচিত?
কেন পড়া উচিত?

যারা নিজেকে জন্মসূত্রে মুসলিমাহ মনে করেন—তারা ইসলামের দৃষ্টিতে নিজেদের সঠিক অবস্থান জানুন।

যারা নিজেকে প্র্যাক্টিসিং মুসলিমাহ মনে করেন—তারা নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পড়ুন।

যারা নিজেকে নারীবাদী (Feminist) মনে করেন—তারা কিভাবে ভোগবাদীদের কব্জায় আটকা পড়ে আছেন তা জানুন।

যারা নিজেকে মডারেট মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন—তারা নারীদের জন্য প্রকৃত সম্মান কিসে তা জানুন।

যারা অর্থ উপার্জনকেই সফলতার মাপকাঠি ভাবেন—তারা একজন মুসলিম হিসেবে প্রয়োজন ও চাহিদার পার্থক্য জানুন।

যারা নারী মুক্তির জন্য সংস্কার আন্দোলন করছেন—তারা কোথায় সংস্কার প্রয়োজন তা জানুন।

যারা নারী স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন—তারা নারীদেরকে পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন করতে পড়ুন।

পর্দাকে যারা প্রগতির অন্তরায় মনে করেন—তারা প্রগতি টিকিয়ে রাখতে পর্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে জানুন।

যারা পর্দানশীল গৃহিনী হওয়ার কারণে নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে করছেন—তারা নারী জীবনের প্রকৃত সফলতা কিসে তা জানুন।

যারা উত্তম জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন—তারা সমাধানের উপায় জানুন।

যারা দাম্পত্য জীবনে সফল হতে পারছেন না—তারা সুখী দাম্পত্য জীবনের সূত্র জানুন।

যারা জীবনকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে চাচ্ছেন—তারা (Depression, Sadness, Loneliness) থেকে মুক্তির উপায় জানুন।

সর্বোপরি যারা রাব্বে কারিমের হিদায়াত প্রত্যাশী—তারা বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার চলমান নষ্ট স্রোতের বিপরীতে ঈমানদার মুসলিম হিসেবে কিভাবে টিকে থাকা যাবে তা জানুন।